চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৬ তম বছর
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার Sister Masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 9 January, 2020 ■ আগরতলা, ৯ জানুয়ারী , ২০১৯ ইং ■ ২৩ পৌষ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বন্‌ধ মিশ্র সাড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। ট্রেড ইউনিয়নের ডাকা ভারত বনধ-এ ত্রিপুরায় মিশ্র সাড়া পড়েছে। বনধ-র সমর্থনে পিকেটারদের রাস্তায় নামতে তেমনভাবে দেখা যায়নি। তবে বনধ-এর বিরোধিতায় সকাল থেকেই শাসকদল বিজেপি এবং বিএমএস ময়দানে ছিল। যানবাহন চলাচল আজ স্বাভাবিকের তুলনায় অনেকটাই কম ছিল। অবশ্য পরিবহণ ব্যবস্থা ধাক্কা খেয়েছে, এমনটা বলার অবকাশ নেই।

সরকারি অফিস এবং সরকার অধিগৃহীত সংস্থাগুলি আজ পুরোদমে সচল ছিল। বহু অফিসে কর্মচারীদের উপস্থিতি ইতিহাসের সমস্ত রেকর্ডকে ছাপিয়ে গেছে। ব্যাংকগুলি কার্যত বন্ধ ছিল। স্কুল-কলেজও খোলা ছিল। কিন্তু শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা উপস্থিত থাকলেও ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকরা আজ কোনও ঝুঁকি নেননি। ফলে স্কুল-কলেজ আজ ছাত্রশূন্য ছিল। দোকানপাট-বাজারহাটও যথারীতি খুলেছে। তবে অন্যান্য দিনের তুলনায় সংখ্যায় অনেক কম। মূলত, আজ বনধ-এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েছে ব্যবসায়।

ট্রেড ইউনিয়নের ডাকা বনধকে ঘিরে গত কয়েকদিনে ব্যাপক প্রচার হয়েছে। সেজন্য ভয়ে অনেকেই বাড়ি থেকে বের হননি। ২০১৫ সালে এমনই এক বনধ-এ বিলোনিয়ায় আদালতে হামলা হয়েছিল। ওই ঘটনায় সিপিএমের কয়েকজন নেতা গ্রেফতার হয়েছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই স্পষ্ট, বনধকে সমর্থনের বদলে ভয় মানুষকে বাহিরমুখী হতে দেয়নি। আগরতলা শহরে বামপন্থীদের আহূত বনধ-এর সমর্থনে পিকেটিং করতে তেমন দেখা যায়নি। ফলে ত্রিপুরায় কৈলাসহর ছাড়া অন্য কোথাও গণ্ডগোলের খবর এখন পর্যন্ত মিলেনি।

আগরতলায় নাগেরজলা বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়ানো মোটর শ্রমিকদের বক্তব্য, বনধ-এ স্বাভাবিক জনজীবন কিছুটা ব্যাহত হয়েছে। প্রচুর মানুষ তাঁদের কাজকর্মের তাগিদে বাড়ি থেকে বেড়িয়েছেন। তাঁদের কথায়, যানবাহন চলাচল মোটামুটি স্বাভাবিক রয়েছে। বড় গাড়ি সংখ্যায় কম হলেও প্রচুর ছোট যাত্রীবাহী গাড়ি চলাচল করছে। আগরতলা-বিশ্রামগঞ্জ রুটের জনৈক বাসের চালক বলেন, সকাল থেকে তিনি গাড়ি চালাচ্ছেন। এখন পর্যন্ত কোনও সমস্যা হয়নি। তাঁর দাবি, যাত্রী সংখ্যা অন্যান্য দিনের তুলনায় কিছুটা কম। কিন্তু, অতীতের বনধ-এর মতো পরিস্থিতি নয়।

গতকাল ত্রিপুরা সরকারের সাধারণ প্রশাসন জানিয়েছিল, আজকের বনধ-এ সমস্ত সরকারি অফিস এবং সরকার অধিগৃহীত সংস্থাগুলি, স্কুল, কলেজ খোলা থাকবে। সে মোতাবেক স্কুল, কলেজ, অফিস আজ খোলা ছিল। স্কুল-কলেজগুলিতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। কোওন কোনও অফিসে প্রায় ১০০ শতাংশ কর্মচারী এদিন উপস্থিত ছিলেন। মূলত আগরতলা শহরের বুকে সমস্ত সরকারি অফিসে আজ অন্যান্যদিনের মতোই কাজকর্ম হয়েছে। মফসসল এলাকায় কিছুটা প্রভাব পড়েছে। অফিস খোলা থাকলেও, কর্মচারীদের উপস্থিতি অন্যান্য দিনের তুলনায় কিছুটা কম ছিল। ত্রিপুরা সরকার বনধের দিন সমস্ত সরকারি কর্মচারীদের অফিসে উপস্থিত থাকার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল। মফসসলে আজ সরকারি কর্মচারী যাঁরা অফিস উপস্থিত ছিলেন না তাঁদের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার কোনও ব্যবস্থা নেবে কিনা তা এখনই বলা যাচ্ছে না।

মেলাঘর স্কুলের জনৈকা শিক্ষিকা বলেন, ভেবেছিলাম স্কুটি চেপে স্কুলে যেতে হবে। কিন্তু স্বামীর সাথে নাগেরজলা বাসস্ট্যান্ডে এসে গাড়ি পেয়ে গেছি। তিনি বলেন, অন্যান্য দিনের তুলনায় গাড়ি কম। তবুও সমস্যা হবে না বলেই মনে হচ্ছে। একই কথা বলেন সোনামুড়া স্কুলের জনৈক শিক্ষক। তাঁর কথায়, প্রতিদিনের মতোই আজ স্কুলে যাচ্ছি। গাড়ি পেতেও সমস্যা হয়নি। এদিকে, আগরতলা পুরনিগম কার্যালয়ের জনৈকা করণিক বলেন, বনধকে সমর্থন করার প্রশ্নই আসে না। তাই আমরা সকলেই অফিসে এসেছি।

কর্মনাশা বনধ প্রত্যাখ্যান করেছেন রাজ্যবাসী সাংসদ প্রতিমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। কর্মনাশা বনধ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে ত্রিপুরায়। বটতলা বাজারে গিয়ে কেনাকাটা করার সময় এই দাবি করেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। তিনি বনধকে ব্যর্থ করার জন্য ত্রিপুরাবাসীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, ট্রেড ইউনিয়নের ডাকা বনধ সর্বাত্মক ব্যর্থ হয়েছে। এর জন্য তিনি রাজ্যবাসীকে সমস্ত কৃতিত্ব দিয়েছেন। সিপিএম-কে নিশানা করে তিনি বলেন, গরিবের কথা বলে যাঁরা মায়াকান্না করেন, তাঁরাই গরিব মানুষের পেটে লাথি মারেন। প্রতিমা ভৌমিকের কথায়, বনধ- শ্রমজীবী মানুষ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন। কারণ, বনধ-এর জেরে মোটর শ্রমিক, রিকশা শ্রমিকরা কর্মহীন হয়ে পড়েন। বাজারে ক্রেতার ভিড় কম হয়, ফলে বিকিকিনিতেও মারাত্মক প্রভাব পড়ে।

প্রতিমা ভৌমিকের কথায়, আজ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে কর্মনাশা বনধকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। উন্নয়ন-বিরোধীদের মোক্ষম জবাব দিয়েছেন তাঁরা। সাংসদের দাবি, ত্রিপুরায় জনজীবন স্বাভাবিক রয়েছে। ত্রিপুরাবাসী প্রাত্যহিক কাজ করছেন।

প্রসঙ্গত, এদিন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে বটতলা বাজারে কেনাকাটা করেছেন। তাঁর সাথে ছিলেন বিজেপি-র মহিলা মোর্চার প্রদেশ সভানেত্রী পাপিয়া দত্ত। প্রতিমা ভৌমিক জানান, সারা মাসের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনেছি।

বনধে উত্তেজনা কৈলাসহরে

শাসক-বিরোধী সংঘর্ষে পুলিশ কর্মী-সহ আহত পাঁচ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৮ জানুয়ারি।। ট্রেড ইউনিয়নের ডাকা ভারত বনধে রাজ্যে শাসক-বিরোধী দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল কৈলাসহরে। সিপিএম-বিজেপি কর্মীর ইটবৃষ্টিতে পুলিশ-সহ পাঁচজন আহত হয়েছেন। তবে বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক। সংশ্লিষ্ট এলাকায় পুলিশ, টিএসআর এবং বিএসএফ মোতায়েন করা হয়েছে। পিকেটিং করার সময় ১০৩ জন সিপিএম কর্মীকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

বনধকে ঘিরে গতকাল থেকেই কৈলাসহর উত্তপ্ত হয়ে রয়েছে। গত সন্ধ্যায় মিছিল পাল্টা মিছিলকে ঘিরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু কড়া পুলিশি ব্যবস্থায় কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। আজ বুধবার সকাল থেকে সিপিএম সমর্থকরা বনধ সফল করতে পিকেটিং শুরু করেন। অন্যদিকে বনধের বিরোধিতায় বিজেপি কর্মীরাও রাস্তায় নামেন। কৈলাসহরের নেতাজিনগর এলাকায় দুই দল সামনা সামনি হতেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এক সময় সিপিএম ও বিজেপি কর্মীরা একে অপরকে লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল ছুঁড়তে শুরু করেন। মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতি রণক্ষেত্রের রূপ নেয়। ইটের আঘাতে বিজেপি-র ৩ জন কর্মী, সিপিএমের ১ এবং ২ জন পুলিশ কর্মী আহত হয়েছেন। তাঁদের স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা প্রাথমিক চিকিৎসা করে ছেড়ে দিয়েছেন।

এদিকে সংঘর্ষের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী ছুটে আসে। সাথে খবর দেওয়া হয় বিএসএফ-কেও। পরিস্থিতি মোকাবিলায় ঘটনাস্থলে আসেন ঊনকোটির পুলিশ সুপার লাকি চৌহান। পুলিশ, টিএসআর এবং বিএসএফ-কে দেখা মাত্র সিপিএম ও বিজেপি কর্মীরা দৌড়ে পালিয়ে যান।

পুলিশ জানিয়েছে, কৈলাসহরের পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণাধীন। সকালের দিকে দোকানপাট বন্ধ থাকলেও, বেলা যত গড়িয়েছে বাজারে কিছু দোকান খুলেছে। পুলিশের দাবি, আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য পুলিশ ও টিএসআরের সাথে বিএসএফও মোতায়েন করা হয়েছে। ফলে নতুন করে সংঘর্ষের কোনও ঘটনা ঘটেনি।

প্রতিবাদ হোক চেয়েছেন রাজ্যের জনতা তাই বন্‌ধ সর্বাত্মক হয়েছে : মানিক দে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। ট্রেড ইউনিয়নের ডাকা ভারত বনধ রাজ্যে সর্বাত্মক সফল হয়েছে। মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বনধে শামিল হয়েছেন। বুধবার বিকেলে সাংবাদিক সম্মেলনে এই দাবি করেন সিআইটিইউ (সিটু)-এর ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সভাপতি তথা প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে। তিনি আজ জোর গলায় বলেন, বনধে সাড়া মিলবে মানুষের মেজাজ দেখে আগেই অনুমান হয়েছিল। কারণ, দেশ ও রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতির নিরিখে প্রতিবাদ হোক মানুষ চেয়েছিলেন।

মানিক দে এদিন আগাগোড়া কেন্দ্রীয় সরকার এবং ত্রিপুরা সরকারের পাশাপাশি বিজেপি-র সমালোচনায় সুর চড়িয়েছেন। তিনি বলেন, ট্রেড ইউনিয়নগুলির নেতাদের বিভিন্ন দাবি কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী শুধু শুনেছেন। কিন্তু কোনও মন্তব্য করেননি। এমন-কি দাবি পূরণের আশ্বাসও দেননি। তাঁর আক্ষেপ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিদেশে যাওয়ার সময় পান। কিন্তু শ্রমজীবী মানুষের সমস্যা শোনার সময় তিনি পান না। তিনি কটাক্ষের সুরে বলেন, বিজেপি এবং কেন্দ্রীয় সরকার পুঁজিপতিদের তল্পিবাহক, তাঁদের কাছে শ্রমজীবীদের কোনও মূল্য নেই।

মানিক দে-র কথায়, ট্রেড ইউনিয়নের বনধে সারা দেশে স্পষ্ট, এই বনধে মানুষের নৈতিক সমর্থন ছিল। তাঁর কটাক্ষ, ভয় দেখিয়ে মানুষকে বেশিদিন দাবিয়ে রাখা যায় না। আজ ত্রিপুরার মানুষ ভয়মুক্ত হয়ে বনধে শিমিল হয়েছেন। এদিন তিনি বলেন,

প্রভাব পড়েছে। ত্রিপুরায়ও বনধ সর্বাত্মক সফল হয়েছে। তাঁর দাবি, সমস্ত ভয়ভীতি উপেক্ষা করে মানুষ বনধকে সফল করেছেন। এজন্য ইচ্ছে করেই আমরা পিকেটিং করিনি, দাবি করেন মানিক দে।

তাঁর দাবি, রাজ্যের অধিকাংশ স্থানে দোকানপাট স্বতঃস্ফূর্তভাবে বন্ধ রেখেছেন ব্যবসায়ীরা। যানবাহন চলাচল করেনি। তাতে ত্রিপুরা সরকার হুলিয়া জারি করে সরকারি অফিস, স্কুল, কলেজে শিক্ষক-কর্মচারীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে চেয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ অফিসগুলি আজ কার্যত বন্ধ ছিল। তাঁর কথায়, ব্যাঙ্ক, পোস্টঅফিস, বিমা, বিএসএনএল আলাদাভাবে বনধ ডেকেছে। স্বাভাবিকভাবেই,

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক স্থানে দুর্ঘটনায় মৃত এক আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া/আগরতলা ৮ জানুয়ারি।। মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় বাড়ি ফেলা হলো না কিশোরীর। অন্যদিকে, বাইক ও স্কুটির মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই যুবক গুরুতর আহত হয়েছেন।

বাবার সাথে বাইকে করে বাড়ি ফেরার সময় দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এক কিশোরীর। পুলিশ জানিয়েছে, আজ আমতলিতে বাইকের ধাক্কায় সম্পা সরকারের (১৮) মৃত্যু হয়েছে। বাবা স্বপন সরকারের সাথে সম্পা বিশালগড় থেকে আগরতলায় বাড়িতে ফিরছিলেন। বিপরীত দিক থেকে একটি বাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাদের ধাক্কা দেয়। তাতে বাইক থেকে ছিকটে পড়ে ঘটনাস্থলেই সম্পার মৃত্যু হয়েছে। তার বাবা স্বপন সরকার গুরুতর আহত হয়েছেন। খবর পেয়ে দমকল বাহিনী ছুটে গিয়ে তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। চিকিৎসকরা সম্পাকে মৃত বলে ঘোষণা দিয়েছে। ঘাতক বাইক চালক পলাতক বলে জানা গেছে।

এদিকে আজ বুধবার সন্ধ্যায় খোয়াই জেলার মহারানিপুর পেট্রোল পাম্পের সামনে জাতীয় সড়কে ওই দুর্ঘটনায় গামাইবাড়ির বাসিন্দা বাইক চালক বিবেক ভৌমিক (২০) এবং তুইকর্মার বাসিন্দা সরসেজ দেববর্মা (২৪) আহত হয়েছেন। তাঁদের দমকল কর্মীরা উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করেছেন।

পুলিশ জানিয়েছে, এদিন সন্ধ্যায় মহারানিপুর পেট্রোল পাম্প থেকে বের হওয়ার সময় বাইকে ধাক্কা দেয় স্কুটি। তাতে, স্কুটি চালক-সহ আরোহী এবং বাইক চালক রাস্তায় ছিটকে পড়েন। ওই ঘটনায় স্কুটি-আরোহীর শরীরে কোনও

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাইকে চেপে আক্রান্ত দলীয় কার্যালয় পরিদর্শনে গেলেন মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। ট্রেড ইউনিয়নের ডাকা ভারত বনধ-এ ত্রিপুরায় দলীয় কার্যালয়ে আক্রান্তের খোঁজ নিতে গিয়ে চমক দেওয়ার চেষ্টা করলেন সিপিএম পলিটব্যুরো সদস্য তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। বুধবার তিনি ভারত বনধের সমর্থনে সরকারি গাড়ি ব্যবহার করার বদলে বাইকে চেপে ধলেশ্বরের সিপিএম পার্টি অফিস পরিদর্শনে গিয়েছেন। সম্ভবত, দীর্ঘদিন পর মানিক সরকারকে অন্য রূপে প্রত্যক্ষ করলেন রাজধানী আগরতলা শহরবাসী। তবে, বাইকে চেপে পার্টি অফিস যাওয়া নেহাতই প্রচার-কৌশল ছিল, রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই তা নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

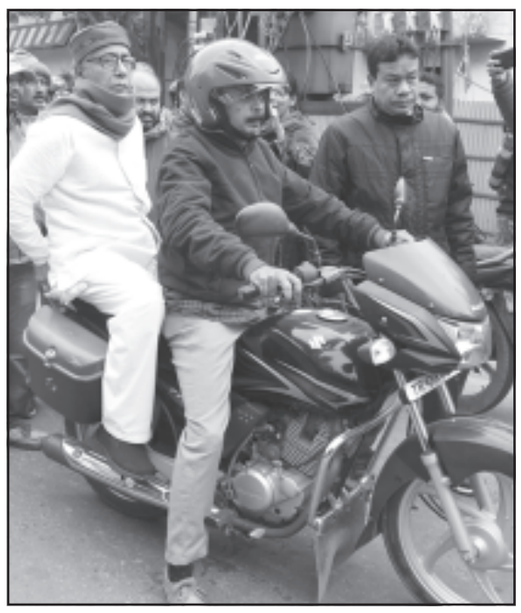

এদিন কনকনে ঠাণ্ডায় বাইকে চেপে পার্টি অফিস পরিদর্শনে যেতে তাকে হিমশিম খেতে হয়েছে বলে মনে হয়েছে। তাঁর বাইকের সামনে, পেছনে ও দুই ধারে দলীয় যুব কর্মীরা সারিবদ্ধভাবে বাইক নিয়ে এগিয়ে গিয়েছেন। সমালোচকদের মতে, বনধে পিকেটিং করেননি বামপন্থীরা। ওই সুযোগে সেই কাজটাও করে নিলেন পোড় খাওয়া রাজনীতিবিদ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার।

গতকাল রাতে ধলেশ্বরে সিপিএম পার্টি অফিস দুষ্কৃতীরা ভাঙচুর করেছে। আজ দলীয় কার্যালয় পরিদর্শনে গিয়ে প্রচণ্ড ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। মানিক সরকার কটাক্ষ করে বলেন, বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর বিধানসভা এলাকায় এ-ধরনের দুষ্কৃতী হামলা সম্ভব হলে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা সম্পর্কে কোনও কিছুরই বলার অবকাশ নেই।

এদিন পার্টি কার্যালয় পরিদর্শন করে ফেরার সময় বাইকে চেপে যাওয়ার ঝুঁকি নেননি তিনি। সরকারি গাড়িতেই মানিকবাবু তাঁর সরকারি আবাসে ফিরেছেন।

সাতসকালে ধানক্ষেতে মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৮ জানুয়ারি।। সাতসকালে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। গতকাল রাত থেকে নিখোঁজ ছিলেন জোলাইবাড়ির কাকুলিয়ার বাসিন্দা ইসলাম মিয়া। আজ তার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। এদিন ধানক্ষেতে তার নিথর দেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। পুলিশ তদন্তে নামলেও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি।

জানা গেছে, গতকাল ইসলাম

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাকরি দেওয়ার নামে অর্থ আত্মসাৎ, ধৃত প্রতারক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। ওএনজিসিতে চাকরি দেওয়ার নাম করে অর্থ আদায়ে এক প্রতারককে পাকড়াও করে উত্তম-মধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন বিশালগড় থানা এলাকার রাস্তারমাথা হরিশনগরের জনগণ। ওই প্রতারকের নাম উত্তম সূত্রধর। আগরতলার সুভাষনগরে তার বাড়ি।

ওএনজিসিতে চাকরি দেওয়ার নাম করে গত বেশ কিছুদিন ধরে একটি প্রতারকচক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে। চক্রটি নানা কৌশলে মানুষের কাছ থেকে অর্থ আদায় করে চলছিল। অভিযোগ, বিশালগড়ের রাস্তারমাথা হরিশনগর এলাকার ৮ জনের কাছ থেকে পরিচয়পত্র এবং কিছু নগদ টাকা আদায় করেছিল প্রতারক উত্তম সূত্রধর। তাদের প্রত্যেককে ওএনজিসিতে কাজ পাইয়ে দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ওই প্রতারক। পুলিশ জানিয়েছে, আরও কয়েকজনের কাছ থেকে বুধবার কাগজপত্র ও টাকা নিতে আসার কথা ছিল তার।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিজ বাড়িতে ঝুলন্ত ব্যক্তি মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। রাজধানীর ধলেশ্বর ৯ নং রোডের নিজ বাড়ি থেকে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার। মৃত ব্যক্তির নাম তাপস নাথ ভৌমিক। বয়স আনুমানিক ৪৬বছর। পিতা মৃত অবিনাশ ভৌমিক। দীর্ঘদিন যাবত তিনি বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন। মানষিক অবসাদ থেকে তিনি এই আত্মহত্যার পথ বেছে নেন বলে প্রাথমিক ভাবে ধারণা করা হচ্ছে। খবর পেয়ে পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আন্তর্জাতিক সীমান্তে ২ কেজি ২৬৭ গ্রাম সোনা উদ্ধার, ধৃত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। ত্রিপুরার আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকায় ২ কেজি ২৬৭ গ্রাম সোনা উদ্ধার করেছে বিএসএফ। সাথে এক ব্যক্তিকেও সীমান্তরক্ষী বাহিনী গ্রেফতার করেছে।

বুধবার বিএসএফ-এর ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের ভারপ্রাপ্ত আইজি অশোককুমার যাদব জানান, গোপন সূত্রে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জয়নগর বিওপি এলাকার গেট নম্বর ৮৬-র কাছে জনৈক জাহাঙ্গির হাসান নামের যুবকের কাছ থেকে ২ কেজি ২৬৭ গ্রাম সোনা উদ্ধার হয়েছে। যার বাজারমূল্য ৯৫ লক্ষ ৯৩ হাজার ২০০ টাকা। ভারপ্রাপ্ত আইজি

যাদবের কথায়, জাহাঙ্গির হাসান সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়ার ওপাড়ে ভারতীয় জমির ১৫০ গজের মধ্যে বসবাস করে। প্রায়ই ওই যুবক এপাড়-ওপাড় যাতায়াত করে।

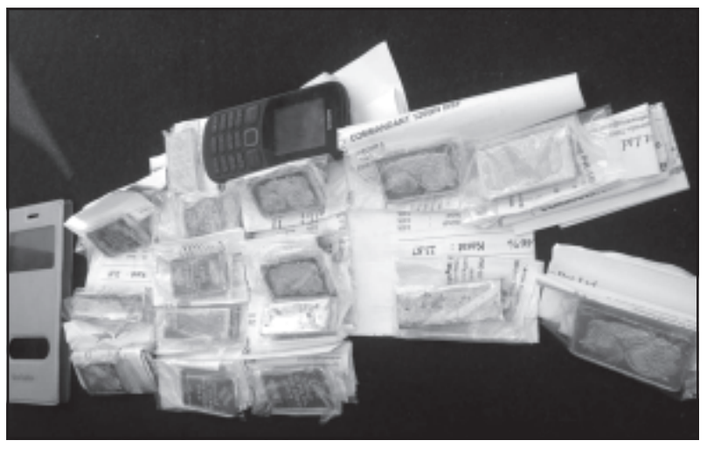

ভারপ্রাপ্ত আইজি যাদব বলেন, জাহাঙ্গির যে স্থানে বসবাস করে সেখানে থাকার সুবাদে পাচারকারীরা তাকে ব্যবহার করে বেআইনি কাজ চালিয়েছে। তাঁর দাবি, বিএসএফের গোয়েন্দা বিভাগের খবরের ভিত্তিতে ১২০ ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা ওই অভিযানে সফলতা পেয়েছেন। তিনি বলেন, ওই যুবকের কাছ থেকে ১২টি সোনার বিস্কুট এবং চারটি সোনার বার উদ্ধার হয়েছে।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাধববাড়িতে গুলিকাণ্ড

কালো দিবস পালন করলো রাজ্য কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। নর্থ-ইস্ট স্টুডেন্টসঅর্গানাইজেশন (নেসো)-এর আহ্বানে গত বছর আজকের দিনে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল-এর প্রতিবাদে ত্রিপুরাও একাধিক ছাত্র-যুব সংগঠন আন্দোলনে শামিল হয়েছিল মাধববাড়িতে। 'শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে' পুলিশ ও টিএসআর-এর বিনা প্ররোচনায় গুলি চালানোর ঘটনায় পরিস্থিতি

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৬ ▫ সংখ্যা ৯১ ▫ ৯ জানুয়ারি ২০২০ ইং ▫ ২৩ পৌষ ▫ বৃহস্পতিবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

শ্বেত বিপ্লবের সর্বনাশ

শ্বেত বিপ্লবের সর্বনাশে মাতিয়াছে রাজ্যের গোমতি মিল্ক প্রডিউসার ইউনিয়ন। মঙ্গলবার চড়া হারে মূল্য বৃদ্ধির ফলে শ্বেত বিপ্লব কার্য্যত মুখ থুবরাইয়া পড়িল। সেই জেরে প্রথম দিনেই বিক্রি কমিয়া গিয়াছে। আসলে এই প্রডিউসার ইউনিয়ন রাজনৈতিক লুন্ঠনের বিরাট ক্ষেত্র হিসাবে ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে। এতদিন বামপন্থী চেয়ারম্যান লুটিয়া পুটিয়া খাইয়া দিনে দিনে কাগজে পত্রে লোকসানের মাত্রা বাড়াইয়া দেখানো হইয়াছে। বহির্রাজ্য হইতে টনে টনে পাউডার দুধ আনা হয়। সেখানেই রফা বাণিজ্যের মূল জায়গা বলিয়া চিহ্নিত। বাম আমলে এই মিল্ক ইউনিয়নকে শোষণ করিয়াছে যাহারা তাহাদের বিরুদ্ধেও কোনও ব্যবস্থা হয় নাই। আর বিজেপি জমানাতেও রাম বাহিনীর এক নেতাকে মিল্ক প্রডিউসার ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পদে বসানো হইয়াছে। তিনিও ইতিমধ্যে লুন্ঠনে সিদ্ধহস্ত হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাইতে চলিয়াছেন। এরাজ্যে এক চেটিয়া পাউডার দুধের তরল বিক্রি বাটা করিয়া যেখানে বিরাট অংকের লাভের মুখ দেখিবার কথা সেখানে লোকসানে চলিতেছে কি করিয়া? ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য? অবিলম্বে রাজ্য সরকারকে তদন্ত কমিটি বসানো উচিত। খুঁজিয়া বাহির করা উচিত দুধের দাম বাড়িতেছে কেন? গোমতি গোল্ড মিল্কের দাম প্রতি লিটারে ৬ টাকা বাড়িয়াছে। দাম হইয়াছে ৬৩ টাকা। বৃদ্ধি করা হইয়াছে ১০.৫২শতাংশ। সবচাইতে বেশী বাড়িয়াছে টোন্ড মিল্কের দাম। লিটার প্রতি বাড়িয়াছে ১৪ টাকা। বৃদ্ধির হার ৩০.৪৩ শতাংশ। সিল্ম মিল্কের দাম ৩৭ টাকা হইতে বাড়াইয়া ৫০ টাকা করা হইয়াছে। লিটারে ১৩ টাকা বাড়ানো হইয়াছে প্রতি লিটারে। বৃদ্ধির হার ২৬ শতাংশ। মাস তিনেক আগে সব প্রকারের দুধে প্রতি লিটারে দুই টাকা করিয়া দাম বাড়াইয়াছে গোমতি। তিন মাসের মধ্যে দ্বিতীয় দফায় আরও চড়া হারে দাম বাড়ানো হইয়াছে। একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে দুধের আরেক দফা চড়া হারে দাম বাড়ানোর ফলে রাজ্যে শ্বেত বিপ্লব কার্য্যত মুখ থুবরাইয়া পড়িল।

ত্রিপুরার দুধের ডায়েরীর বিশাল ইতিহাস আছে। প্রথমে আগরতলার বনমালীপুরে সরকারি উদ্যোগে চালু হইয়াছিল ডায়েরীর দুধ। কাঁচের বোতলে এই দুধ সরবরাহ হইত। বোতল ফেরত দিয়া দুধভর্তি বোতল দেওয়া হইত। অনেক দিন পর এই ডায়েরী সার্কিট হাউসের কাছে স্থানান্তর করা হয়। তারপর এটি তুলিয়া দেওয়া হয় ত্রিপুরা মিল্ক প্রডিউসার ইউনিয়নের হাতে। যে ইউনিয়ন পরিচালিত হয় রাজ্য সরকারের পশুপালন দপ্তরের অধীনে। কিন্তু ইউনিয়ন পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়ায় লুন্ঠনের মাত্রা বাড়াইতে সহায়ক হইয়াছে। অনেকেই দুই হতে লুটিয়া পুটিয়া ইউনিয়নকে মৃত্যুর দিকে ঠেলিয়া দিতে সক্রিয় ছিলেন। এখনও আছেন। রাজ্য সরকার ত্রিপুরায় শ্বেত বিপ্লবের জন্য এক সময় খুব ঢাকঢোল পিটাইয়াছিল। বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল হইতে গরুর দুধ সংগ্রহ করা হইত। পাউডার দুধের সঙ্গে তাহা মিশ্রিত করিয়া প্যাকেটজাত করা হইত। গোমতীর প্যাকেট একশো শতাংশ চর্বি তুলিয়া রাখা হয়। গোমতির দুধে একশো শতাংশ গোরুর দুধ থাকে না। পাউডারের ভাগই থাকে বেশী। সাধারণ গো পালক যাহারা সরাসরি দুধ বিক্রি করেন তাহারাও ৬০ টাকা লিটার দুধ বিক্রি করেন। বাজারে অন্য প্যাকেটজাত দুধও টেট্রোপ্যাকেটে এই দাম অথবা তাহার কমেও পাওয়া যাইতেছে। সব মিলিয়াই দাম বৃদ্ধির ফলে গোমতি দুধের বাণিজ্য বড়সড় ধাক্কা খাওয়ার মুখে। রাজ্যে বিজেপি আসার পরই এমন কীর্তিমানদের নিগম বোর্ড গঠন করা হইয়াছে যাহারা গোমতি দুধকে লাটে তুলিয়া দিবার কাজ শুরু করিয়া দিয়াছেন।

দুধের দাম বাড়াইয়া গোমতি দুগ্ধ সরকারকে লাটে তুলিবার কৌশল নেওয়া হইয়াছে অনেকেই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। যাহাতে লুটপাত মনের সুখে করা যাইতে পারে। গোমতির দই, পনীর ইত্যাদি আগে বিভিন্ন দোকানের মাধ্যমে বিক্রি করা হইত সেগুলিও গুটাইয়া নেওয়া হইয়াছে। ফলে, গোমতির অন্যান্য পণ্যও বিক্রি তলানীতে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। গো খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধি, দুগ্ধ উৎপাদকের নিকট হইতে সংগ্রহ মূল্য বৃদ্ধির অজুহাত হিসাবে হাজির করিয়াছে মিল্ক ইউনিয়ন। সেই সঙ্গে কৃষকদের গোপালনের জন্য প্রতি কেজি দুধের জন্য ১ কেজি করে সহায়ক মূল্যে সুষম গো খাদ্য সরবরাহের কথা বলা হইয়াছে। এ বিষয়ে অন্তরালে কি আছে প্রশ্ন উঠিয়াছে. গো খাদ্য বিক্রির জন্য দুধের ক্রেতাদের পকেট কাটা হইবে কেন? রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পরেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে মাশুল বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা চলিয়াছে। কিন্তু শ্বেত বিপ্লবেও এমন চড়া দামের থাবা বসিবে সাধারণ মানুষ আশা করে নাই। কিছুদিন আগে জানা গিয়াছিল আমূল ডায়েরী স্থাপনের জন্য উদ্যোগ চলিয়াছিল। আমূলের কর্তারা রাজ্য সফরও করিয়া গিয়াছেন। সেই উদ্যোগও কোন্ অদৃশ্য কারণে বন্ধ হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। আসলে আমাদের রাজ্যে চলিতেছে বক্তৃতা প্রতিযোগিতা। কথায় এক কাজে আরেক। এক লাফে গোমতি দুধের দাম ৬ হইতে ১০ টাকা পর্য্যন্ত বাড়ানো হইয়াছে। এমন ব্যাপক বৃদ্ধি সমস্ত রেকর্ডকে ম্লান করিয়া দিয়াছে। শ্বেত বিপ্লবের বুকে আরও একটি পেরেক মারা হইল।

প্রবীণদের সমস্যার সুরাহা অবসরের পর অর্থ বিনিয়োগ

হরলাল চক্রবর্তী

ভারত আজ এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। ২০১৪ সালে দেশের অর্থনীতি ছিল ১.৮ ট্রিলিয়ন ডলার, আজ তা বেড়ে প্রায় ৩ টিরিলিয়ন ডলার, আর ভারত সরকারের লক্ষ্য ২০২৪ সালের মধ্যে ৫ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছনো। এদিকে সারা বিশ্বজুড়েই চলছে আর্থিক মন্দা। বিশেষজ্ঞদের ধারণা ভারত কিছুতেই ২০২৪ সালের মধ্যে ৫ ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতির লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে পারবে না। সর্বশেষ খবর, বর্তমান অবস্থার বিশ্লেষণ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বলছে, ভারতের জিডিপি আরও কমবে। এর নজ্য বিশেষজ্ঞরা ২০১৬ সালের নোট বাতিল এবং সরকারের বর্তমান অর্থনৈতিক নীতি দায়ী বলে মনে করছেন।

অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে, নোট বাতিলের সময় বাজারে চালু নগদের পরিমাণ ছিল প্রায় ১৭ লক্ষ কোটি টাকা, আর আজ তা প্রায় ২৩ লক্ষ কোটি টাকা। আর ২০১৬ সালের তুলনায় ক্যাশলেসে কেনাকাটা বেড়েছে ৮ গুণ। ম্যানেজমেন্টে এক স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম হল ৮:২০ রুল। সেই রুল অনুসারে ৮০ শতাংশ লোকের হাতে থাকবে ২০ শতাংশ সম্পদ আর ২০ শতাংশ লোকের হাতে ৮০ শতাংশ সম্পদ। মনে করা হয় এই নিয়ম স্বতঃসিদ্ধা। যে কোনও যন্ত্রপাতি, আমাদের সারা বছরের খরচাপাতি ইত্যাদি বিশ্লেষণ করলে সর্বত্র দেখা যাবে ৮০ শতাংশের মূল্য ২০ শতাংশ এবং ২০ শতাংশের মূল্য ৮০ শতাংশ।

মানুষের ক্ষেত্রে এই ২০ শতাংশ মানুষ বাকি ৮০ শতাংশেণ চেয়ে একটু আলাদা। তারা সমস্যায় প্রতিবাদের চেয়ে নিজেরাই তা থেকে উদ্ধার পাবার রাস্তা খুঁজে চেষ্টা করেন, আন্দোলনের চেয়ে সমাধানের পথ খোঁজাই তাদের লক্ষ্য। এদের হাতেই থাকে দেশের ৮০ শতাংশ সম্পদ। এরাই কিন্তু নোট বাতিলের সময় ক্যাশলেসে খরচের পরিমাণ বাড়িয়েছেন। কাজের বাজারে যে নগদের পরিমাণ ৬ লক্ষ কোটি টাকার মতো বেড়েছে তা কিন্তু গিয়েছে বাকি ৮০ শতাংশ লোকরে হাতে, অর্থাৎ তাদের হাতে অর্থ এসেছে, অবস্থা আগের চেয়ে ভালো হয়েছে। এদিকে আবার ইন্দিরা ওয়েলথ -এর খবর ২০১৮-১৯ সালে ভারতে ব্যক্তিগত সম্পদের বৃদ্ধি ঘটেছে ৯.৬ শতাংশ। তাই বাজারে যে চাহিদা নেই তার কারণ সম্ভবত অর্থাভার নয়, লোকে বহুল প্রচারিত আগামী অর্থনৈতিক সঙ্কটের কথা ভেবে যথাসম্ভব সঞ্চয় করছেন। এই অবস্থা কাটিয়ে উঠতে দরকার সবাই যেন নিশ্চিন্ত মনে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে পারেন এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা।

অর্থনৈতিক ব্যাপারেও সকল বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদদের নির্দেশিত পথ ভিন্ন হলেও উদ্দেশ্য একই সাধারণ মানুষের তথা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দারিদ্র দূরীকরণ। এদের পথ অনুসরণ করেই দেশ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এগিয়ে চলতে চলচে আজ তিন ট্রিলিয়ন ডলার ইকোনমি, দারিদ্র্যও অনেক কমেছে। তাই মহাজ্ঞানী মহাজনদের দেখানো উন্নয়নের সকল পথই স্থান, কাল, পাত্র বুঝে গ্রহণযোগ্য।

সম্প্রতি এক বহুল প্রচারিত পত্রিকায় অর্থমন্ত্রীর কাছে অসহায় প্রবীণদের পাশে থাকার অনুরোধ জানিয়ে জনগণের কাছে গণ-আবেদনের আহ্বান জানিয়ে দাবি রাখা হয়েছিল - (১) নিঃসন্তান প্রবীণ দম্পতিদের জন্য পেনশন, ২) করমুক্ত আয়ের সীমা বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকা, ৩) স্বাস্থ্যবিমানর প্রিমিয়ামে জিএসটি নয়, ৪) সিনিয়র সিটিজেন সেভিংস স্কিমে আমানতের ঊর্ধ্বসীমা ৩০ লক্ষ টাকা, আর সুদ হোক কমপক্ষে ৯ শতাংশ, ৫) ব্যাঙ্কে গচ্ছিত আমানতের উপর সুদ বাবদ ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত টাকা উৎস কর নয়।

অসহায় বয়স্কদের জন্য এই আবেদন সরকার সাড়া দেয়নি, কেননা দিতে গেলে বাজেটে বিপুল অনুদানের দরকার হত।

আমি নিজে ভিক্ষা নয়, উপার্জনে বিশ্বাসী। বিশ্বাস করি অধিকাংশ সমস্যারই চিরস্থায়ী সমাধান সম্ভব ব্যবসায়িক ভিত্তিতে যে কোনাও সমস্যাই এক একটা বিপুল সম্ভাবনাময় ব্যবসায়িক সুযোগ আর সেই বিশ্বাসে ভর করেই নিম্নলিখিত প্রকল্প রচনা, এর ভিত্তি সিনিয়র সিটিজেন সেভিংস স্কিম যেখানে স্বামী স্ত্রী মিলে ১৫ লক্ষ করে ৩০ লক্ষ টাকা জমা রাখতে পারা যায়, বার্ষিক সুদ ৮.৭ শতাংশ।

আজকে মধ্যবিত্তদের আয় বেড়ছে কিন্তু সরকারি কর্মচারী এবং কর্পোরেট সেক্টরের কর্মীদের বাদ দিয়ে অন্য সকলের চাকরি এবং আয়ের নিশ্চয়তা কমেছে এবং ভবিষ্যতে তা আরও কমবে। ছোট ছোট চাকরি বা ছোটখাট ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে এমনকী দিনমজুরদের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য। এর সঙ্গে জীবনের অনিশ্চয়তা তো আছেই। তাই সব দিক বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় সরকার পেনশনহীন বয়স্কদের পেনশন, জনসাধারণের আর্থিক নিরাপত্তা প্রকল্প এবং বয়স্কদের জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসন প্রকল্পের কথা চিন্তা করতে পারে। এতে কোন ও অর্থ বরাদ্দের দরকার হবে না, আর এ থেকে সরকারএত বিপুল পরিমাণ মূলধন জোগাড় এবং নিয়মিত অর্থ আয় করতে পারবে যে অন্যত্র কর অনেকটাই লাঘব করার ও সম্ভব হবে। তাছাড়া এর ফলে যে বিপুল কর্মকাণ্ড হওয়া সম্ভব তা থেকে আগামী ৫ বছরে ৫ ট্রিলিয়ন অর্থনীতির লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে অনেকটাই সহায়তা হতে পারে, দরকার শুধু সদিচ্ছা এবং বয়স্কদের প্রতি একটু সহমর্মিতা।

প্রথমেই একটা কথা উল্লেখ করতে চাই, বিধবা, বিপত্নিক, অবিবাহিত বয়স্কার সিনিয়র সিটিজেন সেভিংস স্কিম পরিবারের অন্য কোনও সদস্যদের সঙ্গে যুগ্মভাবে অর্থ নিবেশ করতে পারেন না, শুধুমাত্র এককভাবেই নিবেশ করতে পারেন, অবশ্য নমিনেশনের সুযোগ আছে। যেহেতু সবাই পরিবারের মধ্যে থাকেন তাই মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারীদের আইনি জটিলতা থেকে বাঁচাতে বয়স্কাদের অধিকাংশই এস সি এস এস এ টাকা নিবেশ করতে ভরসা পান না। আমি ২০১৮ সালে এই ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রীর দফতরে একাধিক চিঠি লিখেছিলাম, কিন্তু কোনও লাভ হয়নি, অথচ ব্যাঙ্কে যুগ্মভাবে যে কেউর সঙ্গে বিনিয়োগকারী টাকা জমা রাখতে পারেন এবং সেক্ষেত্রে বয়স্ক ব্যক্তি গত হলেও সেই জমা চালু থাকে এবং যুগ্ম নিবেশকারী যদি অল্প বয়সী হন তাহলেও কিন্তু সুদের হার অপরিবর্তিত থাকে। শুধু তাই নয়, প্রয়োজনে যেকোনও সময় এ থেকে ধার নেওয়া, পেনাল্টি ছাড়া আংশিকভাবে তুলে নেওয়ার বন্দোবস্ত থাকা উচিত, কেননা বয়স্করা যেকোনও সময় অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন, যে কোনও সময় তাঁদের অর্থের প্রয়োজন হতে পারে।

বহুল প্রচারিত পত্রিকায় যেসব দাবি ছিল তাতে পেনশনহীন বয়স্কদের বিশেষত অশীতিপর এবং নবতীপরদের আর্থিক সমস্যার তেমন সুরাহা হত না, কেকনা তাদের মূলধনের পরিমাণ অতি সামান্য, হয়ত ২ লক্ষ থেকে খুব বেশি হলে ১০ লক্ষ টাকা। ৮.৭ শতাংশ সুদের তা থেকে বছরে মাত্র ১৭ হাজার থেকে ৮৭ হাজার টাকা অর্থাৎ মাসে মাত্র ১৪৫০ থেকে ৭২৫০ টাকা মিলতে পারে, যা দিয়ে আজকের দিনে শেষ বয়সে বেঁচে থাঁকা দুরূহ, অথচ এঁদের অনেকেই কর্মজীবনে আয়করের ৩০ শতাংশ কোটায় পড়তেন। এই সুদের সঙ্গে সরকারের যদি একটু হৃদয়ের ছোঁয়া, একটু মানবিকতা, সহমর্মিতা থাকে তাহলে এটাকেই অত্যন্ত লাভজনক পেনশন প্রকল্পে রূপায়িত করে শুধুমাত্র সুদ দিয়ে এবং মূলধন ফেরত না দিয়েই বয়ষ্কদের আর্থিক সমস্যার সমাধান (win win Situation) এ করা সম্ভব, যেটা নীচে দেখানো হয়েছে।

সরকার চাইলে এই প্রকল্পের উদ্বৃত্ত বিপুল অর্থে প্রতিটি নাগরিককে আর্থিক নিরাপত্তা দিতে পারে, বয়স্কাদের জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রবীণ আবাসন প্রকল্প প্রমোট করতে পারে। এর ফলে প্রতি বছর অসংখ্য বেকারের কর্মসংস্থানের সুযোগ হতে পারে এবং ফলস্বরূপ অতি দ্রুত আর্থিক বিকাশ এবং ২০২৪ সালে ৫ ট্রিলিয়ন ডলারে অর্থনীতির লক্ষ্যমাত্রা ছাপিয়ে যেতে পারে।

আমাদের দেশে অবসরের বয়স ৬০ বছর। যারা স্বনিযুক্ত, তাদেরও অনেকের এই বয়সের পরে অর্থ উপার্জনের তেমন শক্তি, সামর্থ্য আর উদ্যম থাকে না। চিকিৎসা খরচও বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে। অশক্ত শরীরে নতুন করে জীবন শুরু করারও দুষ্কর। পেনশনহীন ষাটোর্ধ্ব তাই সারা জীবনে সঞ্চিত অর্থের সুদেই বাকি জীবনটা কাটাতে হয়।

কয়েক বছর আগেও পোস্ট অফিসে মান্থলি ইনকাম স্কিমে সুদের হার ছিল ১৪ শতাংশ, ব্যাঙ্কে সুদের হারি ছিল ১৫ শতাংশ, কিন্তু দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি ছিল খানিকটা নিয়ন্ত্রিত। আর সেই সুদ ৬ থেকে ৭ শতাংশে নেমে এসেছে, অদূর ভবিষ্যতে তা আরও কমবে এবং দ্রবমূল্য বৃদ্ধি হবেই। এই মূল্যবৃদ্ধি আর সুদের নিম্নগামিতার ফলে শেষ বয়সে পেনশনহীন বয়স্কদের দুশ্চিন্তা এবং আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে পড়তে হচ্ছে।

আজ সারা বিশ্বেই সুদের হার কমছে। উল্লেখ্য আমেরিকা এবং চিনে আজ সুদের হার ১.৫ শতাংশ, ইংল্যান্ডে তা ০.৯ শতাংশ আর জাপানে তা মাত্র ০.০৭ শতাংশ। ফলে ভারতীয় শিল্পকে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে আমাদের দেশে ব্যাঙ্কে সুদের হার অন্যান্য প্রতিযোগী দেশের সেঙ্গ সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে, না হলে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে সারা দেশে শিল্পের কঙ্কাল পড়ে থাকবে। উল্লেখ্য, স্বাধীনতার পর থেকে এত বছর সুদের হারের এই বৈষম্য দেশ সামাল দিয়েছে নিয়মিত টাকার অবমূল্যায়নের মাধ্যমে, ১৯৪৭ সালে ১ পাউন্ড ছিল-১ টাকা, আর আজ তা প্রায় ৯০ টাকা। কিন্তু এটা তো অনন্তকাল ধরে চলতে পারে না, এর সমাপ্তি হতে বাধ্য।

বয়স্কদের জন্য বর্তমানে ভারত সরকারে বরিষ্ঠ যোজনায় (এস সি এস এস) জনপ্রতি ১৫ লক্ষ টাকা ৮.৭ শতাংশ সুদে এবং প্রধানমন্ত্রী ব্যয় বন্দনা যোজনায় (পি এম ভি ভি ওয়াই) পরিবার প্রতি ১৫ লক্ষ টাকা ৮ শতাংশ সুদে রাখা যায়, অর্থাৎ বয়স্করা এই স্বল্প শতাংশ সুদে জমা রাখতে পারে। তাই স্বামী-স্ত্রীর মূলধন ৪৫ লক্ষ টাকা থাকলে তারা বছরে ৩৬১ ১২০ ৩৮১ হাজার, অর্থাৎ মাসিক ৩১ হাজার ৭৫০ টাকা আয় করতে পারেন, কিন্তু কজন সত্তরোর্ধ পেনশনহীন বয়স্কের ৪৫ লক্ষ টাকা মূলধন আছে? অধিকাংশেরই মূলধন ১০ লক্ষ টাকার নীচে। তাই এস সি এস এস-এ াদিকাংশেরই খুব বেশি হলে ১০ লক্ষ টাকা রেখে ৮.৭ শতাংশ সুদে মাসিক আয় হতে পারে মাত্র ৭ হাজার ২৫০ টাকা। বয়স্কদের আর্থিক অসুবিধা শুরু হয় সত্তরোর্ধ্বে, আর অশীতিপর এবং নবতীপর অবস্থায় তা চরম আকার ধারণ করে। অথচ সরকার ইচ্চা করলেই ব্যবসায়িক ভিত্তিতে অত্যত লাভজনকভাবে পেনশনহীন বয়স্কদের তাদেরই অর্থে যথেষ্ট পেনশন দিয়ে তাঁদের আর্থিক সংকট দূর করতে পারে।

এখন দেখা যাক এস সি এস এস এর শুধুমাত্র ৮.৭ শতাংশ সুদে মাত্র ১০ লক্ষ টাকা মূলধন ব্যবসায়িক ভিত্তিতে লাভজনকভাবে বয়স্কদের আমৃত্যু কতটা পেনশন দেওয়া সম্ভব। আয়ু যেহেতু অনিশ্চিত, তাই ভবিষ্যতে যাতে পথে বসতে না হয়, সেইজন্য পেনশনহীন বয়স্করা যখের ধনের মতো মূলধন রক্ষার চেষ্টা করেন। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, যিনি কৃচ্ছসাধন করে অত্যন্ত দীনহীনভাবে শেষ জীবনটা কাটালেন, মৃত্যুর পরে তারও বেশ কিছু অর্ছ গচ্ছিত থাকে, কিন্তু কপর্দকহীন হবার ভয়ে তিনি তা ভোগ করতে পারেন না। এই অনিশ্চয়তা থেকে উদ্ধার করতে সরকার মোট মূলধনের উপর শুধুমাত্র ৮.৭ শতাংশ সুদের ভিত্তিতে উপভোক্তাদের জীবন ধারণের মতো পেনশন দিতে পারে। এর মাধ্যমে বয়স্কদের ভবিষ্যৎ যেমন নিশ্চিত হবে তেমনি সরকারের ভাণ্ডারেও বিপুল অর্থাগম হবে। তাছাড়া বয়স্কদের তাদেরই অর্থে স্বচ্ছলতা আনতে পারলে তা সেবামূলক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত খুলে যাবে, অনন্তকালধরে অসংখ্য কর্মংস্থান হবে, সরকারেরও নিয়মিত বিপুল মূলধন আয় হবে।

ধরুন ‘ক’ বাবুর স্ত্রী, এক কন্যা এবং এক পুত্র নিয়ে সংসার, একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই আছে, অসবরের সময় সব মিলিয়ে তাঁর মূলধন ৩০ লক্ষ টাকা। তিনি পুত্রকে ব্যবসা করতে দিলেন ৩ লক্ষ টাকা আর স্ত্রী এবং নিজেরনামে পেনশন ফান্ডে জমা দিলে ১০ লক্ষ টাকা। যত দিন জীবতি থাকবেন, পেনশন মিলবে। কিন্তু এমনতো হতে পারে যে পেনশন ফাণ্ডে যোগদানের কিছুদিনের মধ্যেই তিনি মারা গেলেন, পেনশ হিসেবে মূলধনের সামান্য অংশই ভোগ করতে পারলেন। এটা তাদের উত্তরাধিকারীদের মর্মবেদনার কারণ হতে পারে। তাই নিবেশিযে মূলধনের সমপরিমাণ পেনশন ভোগের পূর্বেই মৃত্যু হলে তার উত্তরাধিকারীকে বাকি টাকাটা (মূলধন প্রাপ্ত মোট পেনশন) ফেরত দেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে। প্রাপ্ত মোট পেনশন নিবেশিত মূলধনের সমপরিমাণ হবার পরে মৃত্যু হলে অবশ্য উত্তারাধিকারীকে কোনও টাকা ফেরত দেবার দরকার হবে না।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

দেশব্যাপী ধর্মঘটের মিশ্র প্রভাব পাথারকান্দিতে, বাজিরিছড়ায় গণ্ডগোল

পাথারকান্দি (অসম), ৮ জানুয়ারি (হি.স.) : কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের ‘জনবিরোধী’ নীতির প্রতিবাদে বামেদের ডাকা বুধবারের দেশব্যাপী ধর্মঘটে মিশ্র প্রভাব পড়েছে করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি মহকুমায়। অন্যান্য দিনের মতো আজকের ধর্মঘট-এর ফলে গোটা পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকায় তেমন লোকসমাগম দেখা যায়নি। তবে কিছু কিছু জায়গায় যানবাহন যথারীতি চলাচল করেছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

এদিকে, আজকের ধর্মঘট সমর্থকরা বাজারিছড়ায় সংবাদ মাধ্যম এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার গাড়িগুলো আটকে দিলে কিছুটা উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এ ধরনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বনধ সমর্থকদের সঙ্গে স্থানীয় জনগণের বাকবিতণ্ডা হয়েছে। স্থানীয়রা বনধ সমর্থকদের এ ধরনের কর্মকাণ্ডে বিস্ময় প্রকাশ করে এর তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়েছেন। পরে অবশ্য ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত আধাসেনার দল ছুটে আসলে বনধ সমর্থকরা পালিয়ে গা ঢাকা দেয়। এর পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। সন্ধ্যারাতে এই খবর লেখা পর্যন্ত বাজারিছড়ায় আধাসেনার টহল চলছে বলে খবরে প্রকাশ।

দিল্লি বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে সোনিয়ার বাসভবনে বৈঠক

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি (হি.স.) : দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে দলীয় রণকৌশল ঠিক করতে ১১ জানুয়ারি শনিবার দলের সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর বাসভবনে কংগ্রেসের সেন্ট্রাল ইলেকশন কমিটির বৈঠক বসতে চলেছে। সোনিয়া গান্ধীর নেতৃত্বে এই বৈঠক হবে জানা গিয়েছে। উপস্থিত থাকবেন কংগ্রেসের বহু শীর্ষ নেতা।

দিল্লিতে কংগ্রেসের শেষ মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন শীলা দীক্ষিত। এক সময়ে তাঁরই নেতৃত্বে কংগ্রেসের গড়ে পরিণত হয়েছে দিল্লি। এখন আপের রাজত্ব চলছে দিল্লি রাজ্যে। দলের হৃত গৌরব উদ্ধারে মরিয়া কংগ্রেস নেতৃত্ব। সেই লক্ষ্যেই এই বৈঠক। উল্লেখ করা যেতে পারে ৮ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন হবে। ভোটগণনা ওই মাসের ১১ তারিখে। মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২১ জানুয়ারি। ২৪ জানুয়ারি মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন। ২০১৫ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ৭০টির মধ্যে ৬৭টি আসন পেয়েছিল আপ। বিজেপি তিনটি। কংগ্রেস শূন্য। উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯৯৮ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত রাজ্যে ক্ষমতায় ছিল কংগ্রেস।

অর্থে টান, বুকে কুঠার সইতে হচ্ছে জনতাকে

ড. দেবনারায়ণ সরকার

কবি শঙ্খ ঘোষ তাঁর ‘ত্রিকাল’ কবিতায় লিখেছিলেন—‘তোমার কোনও ধর্ম নেই, শুধু বুকে কুঠার সইতে পারা ছাড়া।’ বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ধর্মের নামে তিন তালাক থেকে শুরু করে ৩৭০ সিএএ, এনআরসির নামে দেশজুড়ে তীব্র ডস্কানিনাদের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে ভোলানোর চেষ্টা করলেও দেশের অর্থনীতিতে চরম ঝিমুনির পলে আজমনতার ক্ষুধার জ্বালা যে নিবৃত্ত করতে অক্ষম তা সরকারি তথ্য তেখেই স্পষ্ট। এখানে ধর্ম হল বেঁচে থাকার ধর্ম। প্রান্তিক মানুষের হাতে যেখানে অর্থ জোগানো সরকারের প্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব, সেখানে ধর্মের জিগির তুলে আকাশবাতাস মুখরিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বর্তমান কেন্দ্রের সরকারি দল। সরকারি তথ্যই বলছে, রাজকোষে এত মাত্রা টানাটানি পড়েছে যে ১০০ দিনের প্রকল্পের টাকা থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী কিষাণ প্রকল্প, কেন্দ্রীয় আবাস যোজনা, গ্রাম সড়ক যোজনা ইত্যাদি আবাস যোদনা, গ্রাম সড়ক যোজনা ইত্যাদি প্রকল্পের অর্থ জোগাতে অক্ষম মোদি সরকার।

দেশের অর্থনীতির ঝিমুনি এমন মাত্রায় বিপদসঙ্কুল যে অর্থমন্ত্রকের কর্তাদের আশঙ্কা, ঘাটতি লাগাম রাখতে হলে গ্রামোন্নয়নের খরচে কাটছাঁট কতরতে হবে। কারম অর্থনীতির ঝিমুনির ফলে আয়করও জিএসটি থেকে আয় যথেষ্ট কমেছে এবং বাকি তিন মাসে লক্ষ্যমাত্রার অনেক কম আদায় হবে। এটা ঘটনা যে প্রত্যক্ষ কর ও জিএসটি থেকে আদায় হয় কেন্দ্রীয় রাজস্বের ৮০ থেকে ৮৫ শতাংশ অর্থ। ঋণবিহীন বাকি অর্থ আসে করবির্ভূত আয় ও বিলগ্নিকরণ থেকে।

প্রথমে প্রত্যক্ষ কর আদায়ের প্রকল্পে আসা যাক। বর্তমান অর্থবর্ষে প্রত্যক্ষ কর (আয়কর, কর্পোরেট কর ইত্যাদি) থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ১৩.৩৫ লক্ষ কোটি টাকা। ৭ মাসে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ অসম্ভব। কারণ বর্তমান বছরে কর্পোরেট কর থেকে প্রায় দেড় লক্ষ হয়েছে। ফলে প্রত্যক্ষ কর থেকে আদায় কমতে বাধ্য।

কেন্দ্র ও রাজ্য মিলিয়ে জিএসটি থেকে এ বছর আদায়ের লক্ষ্য ১৩.৭১ লক্ষ কোটি টাকা। প্রতি মাসে গড়ে ১.১৪ লক্ষ কোটি টাকা। কিন্তু ডিসেম্বর পর্যন্ত আদায় প্রতি মাসে গড়ে ১ লক্ষ ৯২৭ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় সরকারের আশা আগামী ৩ মাসে গড়ে ১.১০ লক্ষ কোটি টাকা আদায়ের সম্ভাবনা। আগমী ৩ মাসে এই আদায় হলেও বছরের শেষে জিএসটি আদায় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কমপক্ষে ১ লক্ষ ৩২ হাজার কোটি টাকা কম জিএসটি থেকে আদায় কমবে ন্যূনতম প্রায় ৬০ হাজার কোটি টাকা।

কেন্দ্রীয় সরকারের সাম্প্রতিক তথ্য থেকে স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ কর ও জিএসটি থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের আয় বর্তমান বছরে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অন্তত ২ লক্ষ কোটি টাকার কম হবে। এবার বিলগ্নিকরণের তথ্যে আসা যাক। বিলগ্নিকরণ থেকে বর্তমান বছরে কেন্দ্রে লক্ষ্য ১.০৫ লক্ষ কোটি টাকা আয় করা। কিন্তু ডিসেম্বর পর্যন্ত তথ্যে কেন্দ্রীয় সরকার বিলগ্নিকরণ থেকে গত ৯ মাসে আয় করেছে মাত্র ১৭ হাজার কোটি টাকা। বর্তমান বছরে আগামী ৩ মাসেরও কম সময়ের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে হলে আরও ৮ হাজার কোটি টাকা বিলগ্নিকরণ থেকে আয় করতে হবে। লাভজনক সংস্থা ভারত পেট্রোলিয়াম থেকে এ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ৬০ হাজার কোটি টাকা। কন্টেনার থেকে আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ১৩ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু ইতিমধ্যে এক্ষেত্রে যথেষ্ট অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। তাই এই লক্ষ্যমাত্রা বর্তমান বছরে অর্জিত হওয়া কার্যত অসম্ভব।

এদিকে নভেম্বর পর্যন্ত রাজকোষ ঘাটতি লক্ষ্যমাত্রার ১১৫ শতাংশ ছুঁয়েছে। বর্তমান অর্থবছরে ১২ মাসে জিডিপির ৩.৩ শতাংশ রাজকোষ ঘাটতির লক্ষ কোটি টাকা। কিন্তু প্রথম ৮ মাসেই ঘাটতি বাবদ খরচ ৮.০৮ লক্ষ কোটি টাকা। অর্থাৎ প্রথম ৮ মাসেই ঘাটতি বাবদ খরচ লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১.০৫ লক্ষ কোটি টাকা বেশি হয়েছে। সুতরাং সমস্যা গুরুতর। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বুধবার কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে কংগ্রেসের কালো দিবস পালিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার

মনির হোসেন,ঢাকা,জানুয়ারী ০৮।। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর সরকারের দুর্নীতি বিরোধী অভিযান অব্যাহত রাখার দৃঢ় প্রত্যয় পুনর্ব্যক্ত করে সাধারণ মানুষের 'হক' নিশ্চিত করার জন্য দুদকের প্রতি আহবান

জানিয়েছেন।প্রধানমন্ত্রী বলেন,দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) প্রতি আহ্বান থাকবে, যে-ই অবৈধ সম্পদ অর্জনের সঙ্গে জড়িত থাকুক, তাকে আইনের আওতায় নিয়ে আসুন। সাধারণ মানুষের হক যাতে কেউ কেড়ে নিতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকারের এক বছর পূর্তি উপলে মঙ্গলবার

সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে একথা বলেন।তিনি বলেন, দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে চলমান অভিযান অব্যাহত থাকবে। আমি আবারও সবাইকে সতর্ক করে দিতে চাই —

দুর্নীতিবাজ যে-ই হোক, যত শক্তিশালীই হোক না কেন — তাদের ছাড় দেওয়া হবে না।তিনি বলেন,আমি সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করি। মানুষের কল্যাণের জন্য আমি যে

কোন পদপে করতে দ্বিধা করবো না।২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ভূমিধস বিজয় অর্জন করলে শেখ হাসিনা ২০১৯ সালের ৭ জানুয়ারি একটানা তৃতীয় মেয়াদ এবং চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। প্রধানমন্ত্রী দুর্নীতি বন্ধে জনগণের অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন,মানুষ সচেতন হলে দুর্নীতি আপনা আপনি কমে যাবে।তাই আমরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করছি। তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির সম্প্রসারণের মাধ্যমে বিভিন্ন ত্র দুর্নীতি নির্মুল করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে,যোগ করেন তিনি।

শেখ হাসিনা বলেন,জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস ও মাদকের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে। পবিত্র ইসলাম ধর্মের অপব্যাখ্যা করে কেউ যাতে তরুণদের বিপথে পরিচালিত করতে না পারে। তিনি বলেন, একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠাই তাঁর সরকারের ল্য যেখানে হিংসা-বিদ্বেষ হানাহানি থাকবে না। সকল ধর্ম-বর্ণ এবং সম্প্রদায়ের মানুষ শান্তিতে বসবাস করতে পারবেন।ইসলামের অপব্যাখ্যা রোধকল্পে সারাদেশে ইমামসহ ধর্মীয় নেতাদের প্রশিণ এবং সারাদেশে ৬৫০টি মসজিদ-কাম-ইসলামিক সেন্টার নির্মাণে তাঁর সরকারের পদেপরও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।তাঁর রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ দেশের প্রচলিত আইন এবং সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল উল্লেখ করে সরকার প্রধান বলেন, আমরা বিশ্বাস করি জনগণের রায়ই হচ্ছে মতার পালাবদলের একমাত্র উপায়। যে কোন শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে আমরা স্বাগত জানাই। তবে, অযৌক্তিক দাবিতে ধ্বংসাত্মক কর্মকা-কে আমরা বরদাশত করবো না।তিনি দেশবাসীকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, আপনারা অতীতে আন্দোলনের নামে বিএনপি-জামাতের অগ্নি-সন্ত্রাস এবং মানুষকে পুড়িয়ে হত্যা করা দেখেছেন। বাংলাদেশের মাটিতে এ ধরনের ধ্বংসাত্মক কর্মকা-ের পুনরাবৃত্তি আর হতে দেওয়া হবে না।তাঁর সরকার বর্তমান জাতীয় সংসদকে কার্যকর করতে সব ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, সরকার এবং বিরোধীদলের সংসদ সদস্যগণের অংশগ্রহণ সংসদকে প্রাণবন্ত করেছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, একাদশ সংসদ নির্বাচনের পর সরকার গঠনের এক বছর পূর্ণ হল। বিগত এক বছর আমরা চেষ্টা করেছি আপনাদের সর্বোচ্চ সেবা দিতে।তিনি বলেন, আমরা সবেত্র শতভাগ সফল হয়েছি তা দাবি করবো না। কিন্তু এটুকু জোর দিয়ে বলতে পারি, আমাদের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না।

প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন,অতীতের ভুল-ভ্রান্তি এবং অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব। আমাদের সামনে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ আসবে। সকলের সহযোগিতায় আমরা সেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করবো, ইনশাআল্লাহ।তিনি বিগত এক বছরে গুটিকয় শিা প্রতিষ্ঠানে সৃষ্ট অনাকাঙ্খিত ঘটনা প্রতিরোধে তাঁর সরকারের পদপে এবং সরকারের উদ্যোগ থাকার পরেও ডেঙ্গুরোগে প্রাণহানিতে দু:খ প্রকাশ করে এ রোগ প্রতিরোধে আগাম ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের প্রতি নির্দেশ প্রদান করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, গত বছর দু'একটি শিা প্রতিষ্ঠানে অনাকাক্সিত ঘটনা ঘটেছে। আমি দৃঢ়ভাবে বলতে চাই, আমরা এসব কর্মকা-ের সঙ্গে জড়িতদের প্রশ্রয় দেইনি। জড়িতদের

বিরুদ্ধে তাৎণিকভাবে প্রশাসনিক এবং আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।তিনি বলেন, কোন কোন মহল গুজব ছড়িয়ে অরাজকতা সৃষ্টির মাধ্যমে ফায়দা লোটার চেষ্টা করেছে। আমরা জনগণের সহায়তায় দ্রুত সেসব অপকর্মের বিরুদ্ধে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নিয়েছি।গুজবের বিষয়ে সর্বদা সতর্ক থাকার জন্যও এ সময় দেশবাসীর প্রতি তিনি আহবান জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন,এডিস-মশা-বাহিত ডেঙ্গু জ্বর গত বছর সারাদেশে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া সত্ত্বেও এডিস-মশা-বাহিত ডেঙ্গু জ্বরে বেশ কিছু মূল্যবান প্রাণহানি ঘটেছে।আমি শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলোর প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। এডিস-মশার বিস্তার রোধে আগে থেকেই সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সবাইকে নির্দেশ দিচ্ছি, বলেন তিনি।

আজ কলকাতা সহ রাজ্য জুড়ে বৃষ্টির পূর্বাভাস

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি (হি.স) : বৃহস্পতিবার কলকাতা সহ রাজ্য জুড়ে বৃষ্টির পূর্বাভাস। মেঘলা আকাশ ও দু'এক পশলা হালকা বৃষ্টি হবে কলকাতায়। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে জেলার বিভিন্ন জায়গায়।

রাজ্য জুড়ে মেঘলা আকাশ থাকবে বৃহস্পতিবার। বৃষ্টির সম্ভাবনা পশ্চিমের জেলাগুলিতে। বৃহস্পতিবার বৃষ্টি হবে কলকাতায়ও। সপ্তাহান্তে ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা জারি আলিপুর আবহাওয়া দফতরের। শীতের আমেজ থাকলেও জাঁকিয়ে শীত নয় আগামী কয়েকদিন। আগামী দু'দিন বাড়বে তাপমাত্রা। বেলা বাড়লে বাড়বে তাপমাত্রা। আগামী ৪৮ ঘণ্টায় ২ থেকে ৩ ডিগ্রি তাপমাত্রা বাড়তে পারে। পরের ৪৮ ঘন্টায় কিছুটা কমবে তাপমাত্রা। আপাতত কনকনে শীত আর ফিরছে না কয়েকদিন। পরপর পশ্চিমী ঝঞ্ঝার কারণে মেঘ, বৃষ্টি হলেও জাঁকিয়ে শীত কার্যত উধাও। উত্তরবঙ্গে শুক্রবার পর্যন্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস। আগামী ২৪ ঘণ্টায় পশ্চিমের জেলাগুলিতে বৃষ্টি হবে। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদে। শুক্রবার থেকে ঘন কুয়াশা থাকবে রাজ্য জুড়ে। শুক্রবারে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে দু'এক পশলা বৃষ্টির পূর্বাভাস। শুক্র ও শনিবার ঘন কুয়াশা থাকবে রাজ্য জুড়ে। দু' এক জায়গায় দৃশ্যমানতা কমে আসবে ২০০ মিটারের কাছাকাছি। সড়ক পরিবহনে সতর্কতামূলক পরামর্শ আলিপুর আবহাওয়া দফতরের।

তাপমাত্রা কিছুটা কমলেও জাঁকিয়ে শীত হবে না সপ্তাহান্তে। ১১ ই জানুয়ারি ফের জম্মু-কাশ্মীরে ঢুকছে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। তার জেরেই আর বাড়বে না তাপমাত্রা। পশ্চিমী ঝঞ্ঝা আসার আগে শনিবারের মধ্যে উত্তর-পশ্চিমের রাজ্যগুলিতে ৬ ডিগ্রি পর্যন্ত পারদ নামার ইঙ্গিত। আজ থেকেই শীতল দিনের পরিস্থিতি পঞ্জাবে। পরের দুদিন পঞ্জাব, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, দিল্লিতেও শীতল দিনের পরিস্থিতি। এদিন উত্তরাখণ্ডে তুষারপাতের সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি চলবে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ছত্রিশগড়, পঞ্জাব, হরিয়ানা, দিল্লিতে। বৃহস্পতিবার ছত্তীশগড়, ওড়িষাতে বৃষ্টির সম্ভাবনা।

বৃহস্পতিবার কলকাতার আকাশ থাকবে আংশিক মেঘলা। সকালের দিকে কুয়াশা থাকবে। বিকেলে বৃষ্টির সম্ভবনা। বুধবার অবশ্য কলকাতার আকাশ ছিল সাধারনত পরিস্কার। আবহাওয়াবিদরা জানান, এদিন রাজ্যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৬ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিকের থেকে ১ ডিগ্রি কম । সর্বনিম্ন, ১৩ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিকের থেকে ১ ডিগ্রি কম। বাতাসে অপেক্ষিক আর্দতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ ৯৯ শতাংশ। সর্বনিম্ন,৪৭ শতাংশ। গত চব্বিশ ঘন্টায় কলকাতা ও পাশ্ববর্তী অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয় নি।

খদ্য প্রেমীদের জন্য হাজির খাদ্য মেলা ''চেটে পুটে''

কলকাতা, ৮ই জানুয়ারি (হি স): খাদ্য প্রেমীদের জন্য সুখবর।আগামীকাল অর্থাৎ বৃহস্পিবার থেকে সন্তোষমিত্র স্কোয়ারে শুরু হতে চলেছে খাদ্য মেলা '' চেটে পুটে ''। এমন কোনও মানুষ খুঁজে পাওয়া বেশ দায় যে খেতে ভালোবাসেন না। আর বাঙালি মানেই ভোজন রসিক। আর সেই ভোজন রসিক বাঙালি জন্য প্রতিবছরের ন্যায় এই বছরও মধ্য কলকাতা ক্লাব সমন্বয় সমিতি নিয়ে এলো খাদ্য মেলা '' চেটে পুটে ''।এই মেলা চলবে ৯ জানুয়ারি থেকে ১২ জানুয়ারি। দেশি বিদেশি খাবারের প্রায় ৬০টি স্টলে মিলবে পান্তা ভাত থেকে শুরু করে কোয়েলের বিরিয়ানি, পিঠেপুলি থেকে শুরু করে অক্টোপাসের চাটনি। রসনার সঙ্গে বাসনা তৃপ্ত করতে সারাক্ষণ চলবে কলকাতা বাংলার বিশিষ্ট শিল্পী থেকে শুরু করে মুম্বাইয়ের খ্যাতনামা শিল্পীদের বিনোদন।

ভাইপোকে বাঁচাতে আজকের ধর্মঘটে দালালি করেছেন মমতা : সেলিম

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি (হি.স): রাজ্যে বনধের প্রভাব পরেছে।আর সেটাই প্রমাণ করেছে যে আজকের বনধ সর্বাত্মক। এই দাবি করলেন বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু। পাশাপাশি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করলেন সিপিএমের পলিটব্যুরোর সদস্য মহম্মদ সেলিম। এদিন সিপিএম নেতা বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্ররোচনা দিয়েছেন। তারপরই পুলিশ ও তৃণমূল গুন্ডারা হামলা চালিয়েছে।'

সিপিএম পলিটব্যুরো সদস্য তথা প্রাক্তন সাংসদ মহম্মদ সেলিম বুধবার বিস্ফোরক অভিযোগ করেন। বলেন, ভাইপোকে বাঁচাতে, আর্থিক কেলেঙ্কারিকে ধামাচাপা দিতে আজকের ধর্মঘটে দালালি করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতাকে চড়া সুরে আক্রমণ করে বুধবার বিকালে সেলিম বলেন, 'গোটা দেশে মোদী-শাহ যা করছেন, মমতাও তাই করছেন। মমতা ও দিলীপের সুর এক।' একইসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে বনধে বিক্ষিপ্ত অশান্তির ঘটনায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দুষে সেলিম বলেন, 'মমতা প্ররোচনা দিয়েছেন। তারপরই তৃণমূলের গুন্ডা ও পুলিশ হামলা চালিয়েছে। কিন্তু, গোটা রাজ্যে তা করতে পারেনি। এতে প্রমাণিত হয়েছে যে সব জায়গায় মমতার দাপট চলে না'।

গত সেপ্টেম্বরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠক করতে দিল্লি যান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। 'ভাইপো ও রাজীব কুমারকে বাঁচাতেই দিল্লি গিয়েছেন মমতা', এমন অভিযোগ তুলে সরব হন বাংলার বিরোধীরা। উল্লেখ্য, চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে নাম জড়িয়েছে কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমারের। অন্যদিকে, মমতার ভাইপো তথা তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী রুজিরা নারুলার বিরুদ্ধে সোনা পাচারের অভিযোগ এনেছে বিজেপি।

তৃণমূলনেত্রীকে একহাত নিয়ে এদিন মহম্মদ সেলিম এদিন বলেন, 'আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যদি মোদী অমিত শাহের রাজনীতির পিছু না ছাড়েন, প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যখন মানুষ রাস্তায় নামবেন, তখন নিজের আর্থিক কেলেঙ্কারিকে ধামাচাপা দিতে, নিজের ভাইপোকে বাঁচাতে আজকের ধর্মঘটের মতো যদি উনি দালালি করেন, তবে পিএমের সঙ্গে সিএমের বিরুদ্ধেও আজকের মানুষ স্লোগান দিতে বাধ্য হবে'।

এই প্রসঙ্গে সেলিম আরও বলেন, 'এনআরসি ও সিএএ নিয়ে গোটা দেশে ভয়ের বাতাবরণে মোদী শাহ যা করছেন, মমতাও তাই করছেন। তবে সেই ভয় ভাঙছে। ভয়কে মানুষ জয় করেছে, রাস্তায় নেমেছে। মমতার নির্দেশ উপেক্ষা করেও বহু তৃণমূল কর্মী-সমর্থক রাস্তায় নামেননি। অনেকেই বামপন্থায় বিশ্বাসী নন, তাঁরাও আজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমর্থন করেছেন। আজ সব ট্রেড ইউনিয়ন ধর্মঘট ডেকেছিল। এবিভিপি, টিএমসিপি ছাড়া সকল ছাত্র সংগঠনও ধর্মঘটে শামিল হয়েছিল। ফলে, কে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে, তা পরিষ্কার হয়ে গেছে'।

'কেরালা সিপিএম ঢের ভাল' বলে এদিন এই রাজ্যের সিপিএমের সঙ্গে তুলনা টেনেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ প্রসঙ্গে মমতাকে কটাক্ষ করে সেলিম বলেন, 'ট্রাম্প যেমন তুলনা করেন না তালিবানদের দিয়ে, গুড টেরোরিস্ট, ব্যাড টেরোরিস্ট ! তেমন উনিও এখন ভাল সিপিএম, খারাপ সিপিএম খুঁজতে বসেছেন। কেরালায় সরকারে থেকেও বামেরা আন্দোলন সংগ্রামে আছেন। ধর্মঘট করে সরকারে এসেছেন মমতা। অথচ এখন সরকারে এসে বিরোধিতা করছেন। সিপিএম সরকারে থাকুক বা বিরোধিতায় থাকুক, লড়াই সংগ্রামে আছে। এটাই ফারাক'।

১২ ঘন্টার ভারত বনধ-এর কোনও প্রভাব পড়েনি সীমান্ত জেলা করিমগঞ্জে

করিমগঞ্জ (অসম), ৮ জানুয়ারি (হি.স.) : বিজেপি-বিরোধী ১০টি শ্রমিক সংগঠনের ডাকা বুধবারের ১২ ঘন্টার ভারত বনধ-এর কোনও প্রভাব পড়েনি অসমের সীমান্তজেলা করিমগঞ্জে। জেলা সদর-সহ সমগ্র জেলার প্রতিটি অঞ্চলে যানবাহন অন্যদিনের মতো স্বাভাবিকভাবেই চলাচল করছে আজ। সরকারি বেসরকারি অফিস আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দোকানপাটও যথারীতি খোলা ছিল। রেল চলাচলও করেছে স্বাভাবিক ছন্দে। মোট কথা আজকের ভারত বনধ-এ করিমগঞ্জ জেলার স্বাভাবিক জনজীবনে সামান্যতম প্রভাব পড়েনি।

জেলা সদরের বিভিন্ন জায়গায় সকালে কিছু সংখ্যক পিকেটার অবরোধের চেষ্টা করেন। তবে সদর থানার ওসি উৎপল বরা নেতৃত্বাধীন পুলিশ বাহিনী ১৬৫ জন বনধ সমর্থককে গ্রেফতার করেন। পরে অবশ্য এঁদের ব্যক্তিগত মুচলেকায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। জেলার সদর শহরে কিছু কিছু জায়গায় পিকেটারদের দেখা গেলেও, জেলার বদরপুর, ভাঙ্গা, নিলামবাজার, বারইগ্রাম, আসিমগঞ্জ, আনিপুর, দুল্লভছড়া, রামকৃষ্ণনগর, পাথারকান্দি, বাজারিছড়া, ফকিরাবাজার কোথাও কোনও পিকেটারের অস্তিত্ব ছিল না। সর্বত্রই জনজীবন স্বাভাবিক ছিল।

কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সরকারি সংস্থার বেসরকারীকরণ, সরকারি কর্মচারীদের আগাম অবসর নিতে বাধ্য করা, দেশের ১২টি বিমানবন্দরকে বেসরকারিকরণ করা-সহ বিভিন্ন ইস্যুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করতেই বিজেপি-বিরোধী শ্রমিক সংগঠনগুলো আজ ১২ ঘন্টার ভারত বনধ-এর ডাক দিয়েছিল। সিপিএমও এই বনধকে সমর্থন জানিয়েছিল। মূলত সরকারের শ্রম-বিরোধী নীতি সম্পর্কে দেশের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই আজকের ভারত বনধ তথা সাধারণ

ছয়ের পাতায়

আর জি কর হাসপাতালের গাছে ঝুলন্ত যুবক

কলকাতা ,৮ জানুয়ারি (হি.স): বুধবার ধর্মঘটের দুপুর। অন্য দিনের তুলনায় ভিড় অনেকটাই কম কলকাতার সরকারি হাসপাতাল আর জি কর জুড়ে। এরই মধ্যে দুপুর তিনটে নাগাদ হাসপাতাল জুড়ে শুরু শোরগোল। হাসপাতালের ভিতরেই একটি গাছ থেকে ঝুলছে এক যুবকের দেহ।

দুপুর ৩টে নাগাদ প্রথম যুবকের দেখতে পান স্থানীয়রা। খবর দেওয়া হয় পুলিশ। ঘটনাস্থলে পৌঁছে যুবককে উদ্ধার করে পুলিশ। কিন্তু ততক্ষণে যুবকের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ময়নাতদন্তে পাঠানো হয় যুবকের দেহ। তাঁর ঠিকানা খুঁজে পরিবারের সঙ্গেও যোগাযোগের চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ।

সূত্রের খবর, যুবকের পকেটে থাকা আধার কার্ড থেকে নাম জানতে পারে পুলিশ। তারা জানিয়েছে, মৃতের নাম কমল ধীবর। কীভাবে এই ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখতে তদন্তে নেমেছে পুলিশ। গোটা ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হাসপাতাল চত্বরে। এই ব্যাপারে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়েছিল। তাদের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। এই ঘটনা নিছক আত্মহত্যা না এর পিছনে লুকিয়ে রয়েছে কোনও গভীর রহস্য তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কীভাবে ওই যুবক আরজি কর হাসপাতালে এলেন, তিনি চিকিৎসা করাতে এসেছিলেন নাকি অন্য কারনে সেই সব বিষয়ও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ভরদুপুরে এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা চত্বরে।

মাস কয়েক আগে নারী পাচারকারী সন্দেহে এক যুবককে মারধর করেছিলেন নিকট আত্মীয়রা। ক্যানিংয়ে আঁধলা গ্রামের বাসিন্দা উৎপল বিশ্বাস নামে ওই যুবকের ঝুলন্ত দেহ এরপর উদ্ধার হয় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের শৌচাগার থেকে।

ছয়ের পাতায়

দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের মিশ্র প্রভাব বরাক উপত্যকার তিন জেলায়

শিলচর (অসম), ৮ জানুয়ারি (হি.স.) : বিভিন্ন শ্রমিক, কর্মচারী ও কৃষক সংগঠনের ডাকা দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের মিশ্র প্রভাব পড়েছে বরাক উপত্যকার তিন জেলায়। আজকের ১২ ঘণ্টার হরতালের কোনও প্রভাব পড়েনি সীমান্ত জেলা করিমগঞ্জে। জেলা সদর-সহ সমগ্র জেলার প্রতিটি অঞ্চলে যানবাহন স্বাভাবিকভাবেই চলাচল করছে। সরকারি বেসরকারি অফিস আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দোকানপাট যথারীতি খোলা ছিল। রেল চলাচলও ছিল স্বাভাবিক। হাইলাকান্দিও তুলনামূলকভাবে ছিল সচল।

১৪ দফা দাবির ভিত্তিতে বুধবার বরাক উপত্যকার তিন জেলা কাছাড় করিমগঞ্জ এভং হাইলাকান্দিতে সকাল ৫-টা থেকে বিকেল ৫-টা পর্যন্ত ১২ ঘণ্টার বনধ আহ্বান করেছিল বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন। বনধ যাতে সফল হয় এর জন্য স্থানে স্থানে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল স্থানীয় ইস্যুগুলোকে। বনধকে কেন্দ্র করে আজ সকাল থেকেই শিলচর শহরের বিভিন্ন মোড়ে বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে শতাধিক পিকেটারকে গ্রেফতার করা হলেও কোথা থেকে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।

সকাল থেকেই যানবাহন খুবই কম চলাফেরা করেছে শহরের রাস্তাগুলোতে। তবে দূরপাল্লার যাত্রীবাহী বাস শিলচর থেকে ছেড়ে যেতে বা শহরে প্রবেশের ক্ষেত্রে কোনও অসুবিধা হয়নি। সকালের দিকে কোনও পিকেটারকে দেখা না গেলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিলচরের আফিসপাড়া-সহ বিভিন্ন স্থানে পিকেটাররা অবস্থান নিতে শুরু করেন। তবে পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে তাদের গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। বিকেলে অবশ্য তাদের সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। শিলচর শহরের বেশিরভাগ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান আজ বন্ধ ছিল। গ্রামাঞ্চল থেকে মানুষ নেহাতই কম শহরমুখি হওয়ার জন্য রাস্তাঘাট ফাঁকা ছিল।

এদিকে সরকারি কার্যালয়ে যাতে বনধ-এর প্রভাব না পড়ে এর জন্য রাজ্য সরকার গতকালই ফরমান জারি করেছিল। তবু বিভিন্ন সরকারি অফিসে উপস্থিতর সংখ্যা ছিল নগণ্য। বনধকে বিফল করতে মঙ্গলবার কড়া নির্দেশনা জারি করে কার্যালয়ে উপস্থিত না থাকলে কর্মচারীদের বেতন কর্তন করার হুলিয়া জারি করা হয়েছিল। রাজ্যের পার্সনাল বিভাগ এ ব্যাপারে জেলাশাসকের কাছে কড়া নির্দেশ পাঠিয়েছিল। কড়া নির্দেশের পরও প্রায় সব কার্যালয়েই কর্মীদের উপস্থিতির সংখ্যা কম ছিল। বলা হচ্ছে, গাড়িঘোড়ার অভাবে কার্যালয়ে উপস্থিত থাকতে পারেননি সংশ্লিষ্ট কর্তৃমচারীরা। গ্রামাঞ্চলের সরকারি স্কুলগুলোও বন্ধ ছিল বলে জানা গেছে। এদিকে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকগুলোর সর্বভারতীয় সংগঠন আজকের ধর্মঘটকে সমর্থন জানানোয় বরাক উপত্যকার ব্যাঙ্কিং পরিষেবায় প্রভাব পড়েছে। ডাক পরিষেবায়ও প্রভাব পড়েছিল। বিমাশিল্পে বনধ সর্বাত্মক বলে দাবি করা হয়েছে।

অন্যদিকে আজ জেলাশাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে আইএনটিইউসি-র কিশোর ভট্টাচার্য-সহ অন্যান্যদের পুলিশ গ্রেফতার করেছিল। শিলচরে বনধকে সফল করতে সিটু-র সম্পাদক সুপ্রিয় ভট্টাচার্য, আইএনটিইউসি-র কিশোর ভট্টাচার্য, এআইটিইউসি-র রফিক আহমেদ প্রমুখ কয়েকদিন আগে থেকে বনধ-কে সফল করতে ব্যাপক প্রচার অভিযান চালিয়েচ্ছিলেন।

ইকুয়েস্ট্রিয়ান বিভাগে প্রতিনিধিত্ব করবে ভারত

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি (হি.স.) : দুই দশকে প্রথমবার টোকিও অনুষ্ঠিত অলিম্পিকে ইকুয়েস্ট্রিয়ান বিভাগে প্রতিনিধিত্ব করবে ভারত।

ফুয়াদ মির্জার হাত ধরে এই বিভাগে খরা কাটাতে চলেছে ভারত। বছর ৩৬-এর এই ক্রীড়াবিদের হাত ধরে আশা বুক বাঁধছে দেশবাসী। আন্তর্জাতিক ইকুয়েস্ট্রিয়ান ফেডারেশনের নয়া র‍্যাংকিং অনুযায়ী টোকিও'র টিকিট নিশ্চিত করলেন বছর সাতাশের ফৌয়াদ। ১ জানুয়ারি ২০১৯ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ সময়কালে পারফরম্যান্সের নিরিখে টোকিও যাত্রা নিশ্চিত করলেন এই ভারতীয় ইকুয়েস্ট্রিয়ান ।

উল্লেখ্য, ২০১৮ জাকার্তা এশিয়াডে দলগত ইভেন্টে রুপো জয়ের পাশাপাশি ব্যক্তিগত ইভেন্টেও রুপো জিতে নিয়েছিলেন ফৌয়াদ। ১৯৮২ পর এশিয়াড ইকুয়েস্ট্রিয়ানের ব্যক্তিগত ইভেন্টে প্রথম পদক এসেছিল তাঁর হাত ধরেই। অলিম্পিকে যোগ্যতা অর্জনের পর স্বভাবতই খুশি ফৌয়াদ।

জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ১০০ বছর উপলক্ষ্যে স্মরণিকা, প্রাক্তনী অনুপমের থিম সং

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি, (হি.স.): ঔপনিবেশিক শিক্ষা যখন এদেশে সম্প্রসারিত হচ্ছে ঋষি অরবিন্দের মত মানুষেরা অনুভব করলেন এই ব্যবস্থা হওয়া উচিত এদেশের সনাতন রীতি ও আদর্শ মেনে। এই ভাবনার অঙ্কুর হিসাবেই জন্ম নিয়েছিল জাতীয় শিক্ষা পরিষদ। একাধিকবার নাম বদল করে সেই কিশলয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় নামে পর্ণে পরিণত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের শতবর্ষে প্রাক্তনী-শিল্পী তৈরি করলেন থিম সং। প্রকাশিত হল ইতিহাসের এক আরকগ্রন্থ। বুধবার অনুপমের ন্ট্রে 'এই তো সেদিন যাদবপুরে পড়তে আসা' গানটিতে আমোদিত হয়ে রাজ্যপাল তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য জগদীপ ধনকর স্মিতহাস্যে মৃদু তালি দিতে থাকেন। থিম সংয়ের সঙ্গে স্মারক গ্রন্থের উদ্বোধন করেন তিনি। এই প্রতিষ্ঠানের বিকাশের নেপথ্যে অরবিন্দ থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা সুবোধ মল্লিক থেকে বিধান চন্দ্র রায়ের অবদানের কথা স্মরণ করে শতবর্ষপূর্তি উদযাপন কমিটির চেয়ারম্যান অলোক মুখার্জি বলেন, আমি গুগুল খুঁজে দেখেছি। ঐতিহ্যের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রাক্তনীদের সংগঠনের শতবর্ষ গোটা বিশ্বেই বিরল। সাম্প্রতিক টাইমস হায়ার এডুকেশন রাঙ্কিংয়ে রোপার আইআইটি প্রথম স্থান পেয়েছে। এর অধিকর্তা তথা যাদবপুরের অন্যতম প্রাক্তনী সরিৎ কুমার দাস ২০ বছর ছিলেন মাদ্রাজ আইআইটি-র অধ্যাপক। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, "বিশ্বের বিভিন্ন ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়াদের খুব কাছ থেকে দেখেছি। তাঁদের কারও চেয়ে যাদবপুরের পড়ুয়ারা কম যান না। কেন, তার বিশদ এবং প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা দেন তিনি।অনুষ্ঠানে বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্বামী আত্মপ্রিয়নন্দ, প্রাক্তনী সংগঠনের সভাপতি এবং উদযাপন কমিটির কো চেয়ারম্যান হীরেন কুমার ঘোষ, কমিটির সম্পাদক প্রবীর চৌধুরী প্রমুখ ভাষণ দেন। উপস্থিত ছিলেন জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক তথা প্রাক্তন উপাচার্য আনন্দদেব মুখোপাধ্যায়, গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সহ বিশিষ্ট অনেকে।

"মালদার সুজাপুরে গাড়ি ভাঙচুর করেছে পুলিশই"

কলকাতা ,৮ জানুয়ারি (হি.স): বুধবার মালদার সুজাপুরের ঘটনায় উত্তাল রাজ্য রাজনীতি। পুলিশ ও তৃণমূলের গুন্ডারা হামলা চালিয়েছে বলে বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন সিপিএমের পলিটব্যুরোর সদস্য মহম্মদ সেলিম। এই প্রসঙ্গে এদিন সেলিম বলেন, 'যোগীর পুলিশ যা করছে, এই রাজ্যে মমতার পুলিশও সেই এক কাজ করছে। যোগীর পুলিশ উত্তরপ্রদেশে গাড়ি ভাঙচুর করেছে, দোকানপাট ভাঙচুর চালিয়েছে, আর আজ মালদায় সুজাপুরে মমতার পুলিশ গাড়ি ভাঙচুর করেছে'।' একই ভাবে সুজাপুরে গাড়ি ভাঙচুর ও আগুন লাগানোর ঘটনায় মমতার পুলিশকে দায়ী করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্রও।

মহম্মদ সেলিম ও সোমেন মিত্রের এহেন অভিযোগের পিছনে রয়েছে একটি ভাইরাল ভিডিও। সুজাপুরে পুলিশ এবং অবরোধকারীদের মধ্যে সংঘর্ষ, পুলিশের গাড়িতে আগুনের পর প্রকাশ্যে আসে ওই ভিডিও। সেই ভিডিওতে দেখা যায় উর্দিতে থাকা পুলিশ কর্মীরা সুজাপুর মোড়ে মসজিদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একের পর এক গাড়িতে ইট এবং লাঠি দিয়ে ভাঙচুর চালাচ্ছে। যদিও 'হিন্দুস্থান সমাচার' ওই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি। ওই ভিডিও বুধবার বিকেলেই ভাইরাল হয়ে যায় সোশ্যাল মিডিয়ায়। ভিডিওটিকে কেন্দ্র করে শুরু হয় রাজনৈতিক বিতর্ক।

যদিও এদিন বনধ ঘিরে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে মালদার সুজাপুরে। ৩৪নং জাতীয় সড়কে অবরোধ তুলতে গিয়ে ধর্মঘটীদের সঙ্গে পুলিশের ব্যাপক ধস্তাধস্তি বাধে। এরপরই পুলিশকে লক্ষ করে ইট ছোড়ার অভিযোগ ওঠে বনধ সমর্থনকারীদের বিরুদ্ধে। এর জেরে এক পুলিশকর্মীর মাথা ফেটে যায় বলে খবর। পরিস্থিতি সামলাতে লাঠি চালায় পুলিশ। ধর্মঘটীদের ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটায় পুলিশ। শূন্যে গুলিও ছোড়ে। পুলিশের গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

ওই ভিডিও প্রকাশ্যে আসার পর জেলার পুলিশ সুপার অলোক রাজোরিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'হ্যাঁ, আমরা ভিডিওটা দেখেছি। স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকা বেশ কিছু গাড়িতে কয়েক জন কনস্টেবল এবং সিভিক ভলান্টিয়ারকে ভাঙচুর করতে দেখা গেছে। সেগুলোর কোনওটাই পুলিশের গাড়ি নয়। আমরা ওই ব্যক্তিদের শনাক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করেছি, প্রয়োজনীয় এবং যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

প্রদেশ কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের সাধারণ সম্পাদক নঈম আলি আলবেরুনি বলেন, 'ওই ভিডিওটি আমরাই সংগ্রহ করেছি। ভিডিওতে দেখুন পুলিশ পরিকল্পনা করে কী ভাবে একটি শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকে ভাঙার জন্য নিজেরাই অশান্তি পাকালো।'

সুজাপুরে হিংসার ঘটনার পরে তৃণমূলের তরফ থেকে দায়ী করা হয়েছিল সিপিএম কংগ্রেসকে।

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ইতি ও নেতিবাচক দিক

ড্যান ব্রাউনের অরিজিন উপন্যাসটি যারা পড়েছেন তারা হয়ত কিছুটা ধারণা পেয়ে থাকবেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দৌরাত্ম্য সম্পর্কে। অরিজিন উপন্যাসের কাহিনি কাল্পানিক হল্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বাস্তব অগ্রগতি এখন কল্পনাকেও হার মানায়।

মানব সভ্যতার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কতখানি দানবীয় গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে, তা বোঝা যায় গত বছরের ব্রিটিশ পার্লামেন্টের একটি ঘয়না। গত বছর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের বুদ্ধিমত্তা ও চতুর্থ শিল্পবিপ্লব বিষয়ক একটি শুনানিতে পার্লামেন্টেরিয়ানদের সহেগ আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানানা হয় পিপার নামের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন এক রোবটেকেও। এ স ময় রোবট পিপার সংশ্লিষ্ট বিষয় চাড়াও নৈতিকতা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের মতো মানবীয় বিষয়েও আলোচনায় অংশ নেয়। পার্লামেন্টে রিয়ানদের এক প্রশ্নের জবাবে পিপার অবস্য তাদের আশ্বস্ত করেছেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কখনি মানবজাতির প্রতিদ্বিন্দ্বি হয়ে দাঁড়াবেন। পিপারের এ উত্তরের ওপর কথখানি আস্থা রাখা যাবে, সেটি অবশ্য ভাববার বিষয়। এক সময় কম্পিউটারকেক সংজ্ঞায়িত করা হতো বুদ্ধিহীন একটি যন্ত্র হিসেবে, যা কিনা কেবল মানুষের দেয়া নির্দেশ না অনুযায়ী কাজ করতে পারে। তবে কম্পিউটারের সে সংজ্ঞা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। কম্পিউটার এখন মেশিন লার্নিং ও ডিপ লার্ি ং প্রযুরদ্ধক্তর মাধ্যমে মানুষের মতোই বুদ্ধিমান হয়ে উঠছে. অথীতে কম্পিউটার অনেক যান্ত্রিক কাজে মানুষকে পেচনে ফেললেও কগনিটিভিটি ও ক্রিয়েটিভিটির মতো মানবীয় বিষয়গুলো ছিল কম্পিুটারের ধরাছোঁয়ার বাইরে। সে ধাড়্গাও এখন বদলে যাচ্ছেষ লেখালেখি বা চিত্রকর্মের মতো অতি সংবেধনসীল সৃষ্টিশীল বিষয়ও এখন কম্পিউটার দখল করে নিচ্ছে।

অথচ মানুষহলেই যে সবাই শিল্প সাহিত্যের মতো বিষয়ে সৃষ্টিশীলতা দেখাতে পারেন, এমনটি নয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এখন সংগীত সৃষ্টি করছে, ছবি আকছে উপন্যাসও লিখছে। জাপানে কৃত্রিম ব্ুদ্ধিমত্তা রচিত একটি উপন্যাস মৌলিক সাহিত্যে হিসেবে পুরস্কারের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বচিত হয়েছিল। ধারণা করা হচ্ছে, আগামীদিনের বেস্টসেলার বইয়ের পুরস্কারগুলো দখল করে নেবে কৃত্রিম ব ুদ্ধিমত্তাভিত্তিক অ্যালগোরিদম । স ম্প্রতি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্বারা আঁকা একটি চিত্রকর্ম, ৪,৩২,০০০ ডলারেও বিক্রি হয়েছে। চিত্রকর্মটিরনিচে শিল্পর মতা কৃত্রিম ব ু দ্ধি ম ত্তা ভি ত্তিক অ্যালগোরিধত্বণগ্ন। সম্প্রতি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্বারা আকা একটি চিত্রকর্মী নিচে মনবশিল্পীর মতো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভিত্তিক অ্যালগোরিদগম তার একটি স্বাক্ষরও করে দিয়েচে। সাংবাদিকতার মতো গুরুবপূর্ণ বিষয়েও রয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পদচারণা। ইতিমধ্যে নিউইয়র্ক টাইমস, এপি, রয়টার্সের মতো আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সফটওয়ারকে অটোমেটেড জার্নালিস্ট বা সাবাদিক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। জাপানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক সংবাদ সংস্থা চালুহয়েছিল ২০০৮ সালেই, নতুন ধারার এই সাংবাদিকরা মানুষের চেয়ে ককোনো দিকেই কমদক্ষ নয় বরং দ্রুততা এবং নির্ভুলতা মানুষের চেয়েও বেশি। চীনে ইতিমধ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক ভার্চুয়াল সংবাদ পাঠককে দিয়ে সংবাদ পরিবেশন করাহচ্ছে। এসব ঘটনা থেকে সহজেই বোঝা যাচ্ছে, আগামীর গণমাধ্যম শিল্পের গতি পথ কোনদিকে প্রবাহিতহচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই ভয়াল থাবার ম প্রভাব ইতিমধ্যেই কর্মবাজরে পড়াশুরু হয়ে গেছে। টেক জায়ান্ট কোম্পানি অ্যাপলের হার্ডওয়ার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ফক্সকন ইতিমধ্যে ৬০হাজার কর্মী ছাটাই করে তার পরিবর্তে রোবটকে কর্মী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। চিনের শিল্প তবে কম্পিউটারের সে সংজ্ঞা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিতহচ্ছে। কম্পিউটার এখনে মেশিন লার্নিং ও ডিপ লর্নিং প্রযুক্তির মাধ্যমে মানুষের মতোই বুদ্ধিমান হয়ে উটেছে। অঅতীতে কম্পিউটারের অনেক যান্ত্রিক ক কাজে মানুষকে েপছনে ফেললেও কননিটিভিটি ও ক্রিয়েটিভিটির মতো মনবীয় বিষয়গুলো ছিল কম্পিউটারের ধরাছোঁয়ার বারিরে। সে ধারণাও এখন ব দলে যাচ্ছেষ লেখালেখি বা চিত্রকর্মের মতো অতিসংবেদনশীল সযষ্টি বিষখয় বিষয়ও এখন কম্পিুটার দখল করে নিচ্ছে।

অথচ মানুষ হলেই যে সবাই শিল্পসাহিত্যের মতে বিষয়ে সৃষ্টিশীলতা দেখাতে পারেন, এমনটি নয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এখন সংগীত সৃষ্টি করছে, ছবি আঁকছে, ুপন্যাসও লিখশছে। জাপানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা রচিত একটি উপন্যাস মৌলিক সাহিত্যে হিসেবে পুরস্কারের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত হয়েছিল। দারণা করা হচ্ছে, আগামীদিনের বেস্ট সেলাব বইই যেব পুরস্কারগুলো দখল করে নেবে বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক অ্যালগোরিদম। এসব ঘটনা থেকে সহজেই বোঝা যায়, আগামীর গণমাধ্যম শিল্পের গতিপথ কেনদিকে প্রবাহিত হচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই ভয়াল থাবার প্রভাব ইতিমধ্যেই কর্মবাজারে পড়া সুরু হয়ে গেছে। টেক জায়ান্ট কোম্পানি অ্যাপলের হার্ডওয়ার নির্মাতা প্রতিষ্ঠা ফক্সকন ইতিমধ্যে ৬০ হাজার কর্মী ছাঁটাই করে তার পরিবর্তে রোবটকে কর্মী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। চিনের শিল্প কারখাণাগুলোতে রোবটের ব্যবহার বাণছে আশঙ্কাজনক ভাবে। গত বছর চিনের কারখানায়গুলো রোবট ব্যবহারের হার বৃদ্ধি পেয়েছে ৩০.৮ শতাংশ। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফেরাম তাদের একটি গবেষণা প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ২০২২ সালের ভেতর বিশ্বের ৮০ কোটি চাকরি দখল করে নেবে রোবট। বুদ্ধিমত্তার প্রযুক্তি কেষে কেবল চাকুরি দখল করছে, তা নয়, ফরচুন ম্যাগাজিনের এক প্রতিবেদনে বলাহয়েছে, বিশ্বের অন্তত ৫০০টি নেতৃত্ব স্থানীয় কোম্পানি তাদের নিয়োগ প্রক্রিয়া ছেড়ে দিয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার হাতে, অর্থাৎ যন্ত্র এখন মানুষকে নিয়োগ দিচ্ছে। তবে অনেক বিশেষজ্ঞ জানিয়েছেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যে শুধু মানবজাতির চাকরি হরানোর কারণে হবে তা নয়, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক রণে নতুন পেশারও সৃষ্টিহবে। ডাটা সায়েন্টিস্ট, মেশিন লার্নিং ইঞ্জিনিয়ার, আইওটি এক্সপার্টের মতো বিভিন্ন পেশা কৃত্রিম ব্ুদিমত্তার উত্থানের ফলে সৃষ্টি হলেও উঁচুস্তরের এ পেশায় তৃতীয় বিশ্বের মানুষের নাগাল পাাওয়া কোনক্রমেই সহজ হবে না। উচু মানের কারিগরি দক্ষতা সম্পন্ন এসব েপশায় একচ্ছত্র আধিপত্য করবে উন্নত বিশ্বের উঁচুতলার মানুষজন, আর বে কারহবে গরিবরা। প্রয়াত বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং, জাতিসংঘের প্রয়াত মহাসচিব কফি আনান অনেক আগেই কৃত্রিম বহুদ্ধিমত্তার উত্থান সম্পর্কে আমাদের হুঁশিয়ারি করেছিলেন। বর্তমান সময়ের অলোচিত প্রযুক্তিবিদ ইলন মাস্ক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উন্নয়নকে দৈত্যকে ডেকে আনার শামিল হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। তার মতে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মনবজাতির জন্য সবচেয়ে ভংয়কর হুমকি এমনকি এটি পারমাণবিক বোমার চেয়েও বেশি বিপজ্জনক। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সবচেয়ে বড় বিপদ হল, এ প্রযুক্তি একসময় মনুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে, নিজেই একটি সত্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। ফেসবুক কর্তৃপক্ষ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন একটি চ্যাটবটের প্রকল্প ঠিক একই কারণে বন্ধ করতেবাধ্য হয়েছিল। ফেসবুকের কৃত্রিম ব্ুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন চ্যাটবট মূল প্রোগ্রামের বাইরে নিজ থেকে আলাদা একটি ভাষায় মেসেজ আদান প্রদান শুরু করে দিয়েছিল। যার ওপর ওই প্রকল্পের বিজ্ঞানীদের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। এ ঘটনার পর ফেসবুক কর্তৃপক্ষ প্রকল্পটি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হ য়। চিনের অতি প্রাচীন গো খেলাায় পেশাদার কিংবদন্তি খেলোয়াড় লি সিডলকে টান চারবার হারিয়েছে গুগল ডিপ মাইন্ডের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাআলাফ গেঅগ্ন. এ ঘটনায় স্পষ্ট হয়, আগামী দিনে বুদ্ধিভিত্তিক বিষয়গুলোতেও মানুষকে ছাঁড়িয়ে যেতে পরে কম্পিউটার। মানুষ প্রযুক্তি সৃষ্টি করে তার পরিশ্রমের লাঘবের জন্য। মানুষের সঙ্গে যন্ত্রের পার্তক্য এখনে। যন্ত্র যদি ক্রমশ মানবীয় গুণাবলি অর্জন করতে শুরু করে, মানুষ এবং যন্ত্রের বিরোধটা শুরু হবে এখান থেকেই। অনেকের ধারণা আগামীদিনে মানুষের ক্কজের পরিধি কমে গিয়ে মানুষ হয়ে পড়বে ক্রমশ কর্মশূন্য। বুদ্ধিমান যন্ত্রের মাধ্যমে যে বিপুল সম্পদ উপাার্জিত হবে তার ওপর কর ধার্য করে এবং সে অর্থ মানবজাতির ভেতর বন্টন করে মানবসভ্যতায় সমন্বয় করাহবে। কর্মহীন যে জীবনের আশঙ্কা আমাদের দিকে উঁকি দিচ্ছে, তা একেবারে অমূলক নয়। সে কর্মহীন জীবন কতটা সুখকর হবে অথবা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি আমরা কতটা মানবকল্যাণে কাজে লাগাতে পারব, সেটিই আসল চিন্তার বিষয়। তবে অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উদ্ভাবিত নানা প্রযুক্তি মানবজাতির কল্যাণেরর তুলনায় শোষণ ও ধ্বংসের কাজে প্রয়োগ হয়েছে বেশি। ড্যান ব্রাউন তার উপন্যাসে দেখিয়েছেন মানবসভ্যতাকে ক্রমশ আচ্ছন্ন করে ফেলছেকৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। উপন্যাসের ঘটনা কাল্পনিক হলেও আসল বাস্তবতা হচ্ছে আমরা অনেকটা অজান্তেই প্রবেশ ক রছি সভ্যতার আরেকটি স্তরে, যেখানে মানবসভ্যতার সঙ্গে সবচেয়ে বড় দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে, যার স্রষ্টা মানুষ নিজেই।

স্টাইলিশ-অ্যাকশন ছবিতে সই করলেন শাহরুখ, অভিনেতাকে খোঁচা নেটিজেনের

বড়পর্দায় কার্যত কামব্যাক হতে চলেছে শাহরুখ খানের। সেই গত বছর ''জিরো'' ছবিতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। তারপর থেকে কোনও ছবি নেই তাঁর হাতে। কিছুদিন আগে শোনা গিয়েছিল অনুরাগ কাশ্যপ ও আনন্দ রাইয়ের ছবিতে নাকি তাঁকে দেখা যাবে। কিন্তু তা নিয়ে অভিনেতা বা নির্মাতা, কারওর তরফ থেকেই কোনও খবর প্রকাশ্যে আসেনি। আবারও সেই কথাই ছড়াচ্ছে বলিউডে। এবার শোনা যাচ্ছে, শাহরুখ একটি স্টাইলিশ অ্যাকশন ছবিতে সই করেছেন। এমন সুখবরের পর অনুরাগীমহলে খুশির হাওয়া। কিন্তু নিন্দুকরা খোঁচা দিতে ছাড়েননি। একজন তো বলেছেন, ''যাক! এতদিনে শান্তিতে ঘুমনো যাবে।''ছবিটি পরিচালনা করবেন রাজ নিদিমোরু ও কৃষ্ণ ডিকে। দেশ ও দেশের বাইরে ছবির শুটিং হবে ছবির। ছবিটি একটি স্টাইলিশ অ্যাকশন ফিল্ম। পরের বছর ছবির কাজ শুরু হবে। ছবির জন্য আন্তর্জাতিক মানের অ্যাকশন টিম আনা হয়েছে। খুব শীঘ্রই শুটিংয়ের লোকেশন ঠিক হয়ে যাবে। ছবিতে একজন প্রথম সারির অভিনেত্রীও কাজ করছেন। যদিও তাঁর নাম এখনও জানা যায়নি। বহুদিন পর পর্দায় আবার দেখা যাবে শাহরুখকে। এই নিয়ে আনন্দিত অনুরাগীরা।

তাঁরা বলছেন, '' তবে নিন্দুকরা কিন্তু ছেড়ে দিতে নারাজ। নেটদুনিয়ায় একের পর এক মন্তব্য করছেন তাঁরা। কেউ কেউ তো এমনও বলছেন, ''যাক! এতদিনে শান্তিতে ঘুমনো যাবে।''''জিরো''র পর থেকে আর শাহরুখ খানকে একসঙ্গে দেখা যায়নি। গত বছর ডিসেম্বর মাসে ছবিটি মুক্তি পায়। তারপর থেকে একাধিক ছবি নিয়ে কথা বলেও শেষ পর্যন্ত শিকে ছেঁড়েনি শাহরুখের। রাকেশ শর্মার বায়োপিকে অভিনয় করার কথা ছিল বাদশার। কিন্তু সেটি শেষ পর্যন্ত হাতছাড়া হয়। তারপর রাজকুমার হিরানির একটি ছবিতেও শাহরুখ থাকবেন বলে শোনা গিয়েছিল। তাও এখন বিশ বাঁও জলে। ব্যাপার বুঝে কার্যত ড্যামেজ কন্ট্রোলে নেমে পড়েন কিং খান। বলেন, একথা সত্যি যে তাঁর হাতে এখন কোনও ছবি নেই। সাধারণত একটি ছবি যখন শেষের দিকে চলে আসে তখন অন্য প্রজেক্ট নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। তিনি নিজে একটি ছবি শেষ হওয়ার তিন-চার মাসের মধ্যে অন্য ছবির কাজ শুরু করে দিতেন এতদিন। কিন্তু এখন আর সেটা হচ্ছে না। কারণ, মন সায় দিচ্ছে না। এখন তিনি সিনেমা দেখেন, গান শোনেন, গল্পের বই পড়েন।

দীপিকার কাঁধের ''আর কে'' ট্যাটু আচমকাই গায়েব, কী বলছেন অভিনেত্রী

দ্য ওয়াল ব্যুরো: দীপিকা পাড়ুকোন কি কাঁধ থেকে ''আর কে'' লেখা ট্যাটু মুছে ফেলেছেন! গত কয়েকদিন ধরেই বলিউডের অন্দরমহলে ঘুরছে এই প্রশ্ন। অভিনেত্রীর ভক্তরা কেউ কেউ আবার উত্তর খুঁজতে গুগলেও সার্চ করে ফেলেছেন। তবে সত্যিই যে দীপিকার কাঁধ থেকে ''আর কে'' ট্যাটু উধাও হয়েছে একথা সত্যি।-মা হচ্ছেন দীপিকা? প্রশ্ন শুনেই ''ফ্যামিলি প্ল্যানিং''-এর জবাব পাড়ুকোনেরআসন্ন ছবি ''ছপক''-এর প্রচারের জন্য এখন ভীষণ ব্যস্ত দীপিকা। পরিচালক মেঘনা গুলজার, সহ-অভিনেতা বিক্রান্ত মাসে এবং অ্যাসিড অ্যাটাক সারভাইভার লক্ষ্মী আগরওয়ালের সঙ্গে ছবির প্রচারের জন্য এক শহর থেকে অন্য শহরে ছুটে বেড়াচ্ছেন দীপিকা। এর মাঝেই ছবির প্রচারের একটি অনুষ্ঠানে দেখা গিয়েছে অভিনেত্রীর কাঁধে নেই ''আর কে'' ট্যাটু। রণবীর সিংকে ডেট করার সময়েই এই ট্যাটু করিয়েছিলেন অভিনেত্রী। তারপর অবশ্য সেই সম্পর্ক ভেঙে যায়। মানসিক ভাবেও অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন দীপিকা।

তবে সব সমস্যা জয় করে ফের ঘুরে দাঁড়ান তিনি। ২০১৮ সালে গাঁটছড়া বাঁধেন বলিউড অভিনেতা রণবীর সিংয়ের সঙ্গে। কিন্তু তারপরেও বজায় ছিল কাঁধের ট্যাটু। এবার আচমকাই দীপিকার ''আর কে'' ট্যাটু গায়েব হওয়ায় নানা প্রশ্ন তুলেছেন নেটিজেনদের একাংশ। কেউ বলছেন, হয়তো রণবীর সিং বারণ করেছেন বলেই ট্যাটু মুছে ফেলেছেন দীপিকা। কারও কথায়, হয়তো সাময়িক ভাবে মেকআপে ট্যাটু ঢেকে রেখেছেন অভিনেত্রী।তবে আদৌ দীপিকা পারমানেন্টলি ট্যাটু মুছে ফেলেছেন নাকি মেকআপ দিয়ে ঢেকেছেন সে ব্যাপারে খোলসা করে কিছুই বলেননি দীপিকা। সম্প্রতি বিনোদন সংক্রান্ত একটি অনলাইন সংস্থার সাক্ষাতকারে দীপিকাকে জিজ্ঞেস করা হয় তিনি তাঁর কাঁধে ''আর কে'' ট্যাটু কি মুছে ফেলেছেন? জবাবে শুধু চোখ টিপে মুচকি হেসেছেন দীপিকা। যাকে বলে একদম নিখুঁত ''উইঙ্কিং'' এক্সপ্রেসন। এমন আজব প্রশ্ন শুনে একটুও রেগে যাননি দীপিকা। বিরক্তও হননি। কেবল মুচকি হাসি দিয়েছেন। অভিনেত্রীর এই হাসিই এখন রহস্য তৈরি করেছেন বিটাউনে। ''আর কে'' ট্যাটু-র হঠাত গায়েব হওয়ার রহস্য যে আসলে কী সে প্রশ্নের উত্তর সকলেই খুঁজলেও মুখে একদম কুলুপ এঁটেছেন দীপিকা পাড়ুকোন।

সুপ্রিয়া দেবী, নুসরত, নাদিয়া: জন্মদিনে তিন অভিনেত্রী

বাংলা ছবির কিংবদন্তি অভিনেত্রী সুপ্রিয়া দেবীর জন্মদিন ৮ জানুয়ারি। আবার এই দিনেই জন্ম নুসরত জাহানের যিনি ২০২০ সালে পা দিলেন তিরিশে। আর ১৯০৮ সালের ৮ জানুয়ারি, অস্ট্রেলিয়ায় জন্ম হয় ম্যারি অ্যান ইভান্স-এর যিনি ভারতীয় ছবির জগতে ''ফিয়ারলেস নাদিয়া'' বলে পরিচিত। সংক্ষেপে একবার ফিরে দেখা এই তিন অভিনেত্রীর যাত্রা।এবছর তিরিশে পা দিলেন বাংলার ছবির প্রথম সারির নায়িকা ও তৃণমূল সাংসদ নুসরত জাহান। তাঁর জন্মদিন নিয়ে বাংলার দর্শকের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনা থাকে। ৮ জানুয়ারি মধ্যরাত থেকেই সোশাল মিডিয়ার ফ্যানক্লাবগুলিতে শুভেচ্ছাবার্তার ঢল নেমেছে। কিন্তু নুসরত বাংলা ছবির জগতে আসার আগে এই দিনটি এই জগতে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ছিল সুপ্রিয়া দেবীর জন্মদিন হিসেবে। তবে এই দিনে আরও এক অভিনেত্রীর জন্ম যাঁকে বাংলা বা ভারতীয় ছবির দর্শক সেভাবে মনে রাখেননি। তিনি হলেন নাদিয়া। এই তিন অভিনেত্রীর মধ্যে বয়সের দিক থেকে প্রবীণতম নাদিয়াই। তাই তাঁকে দিয়েই শুরু করা যাক এই ফিরে দেখা।নাগরিক বিরোধিতায় ''শ্রীময়ী'', কী বললেন চিত্রনাট্যকারম্যারি অ্যান ইভান্স ওরফে নাদিয়া''জাঙ্গল প্রিন্সেস'' (১৯৪২) ছবিতে নাদিয়া। ছবি সৌজন্য: ওয়াদিয়া মুভিটোন/ রয় ওয়াদিয়াসিনেমাজগত তাঁকে ভারতীয় অভিনেত্রী হিসেবেই চেনে কারণ তাঁর অভিনেত্রী জীবনের পুরোটাই এদেশে যদিও জন্মসূত্রে তিনি অস্ট্রেলীয়। ১৯০৮ সালের ৮ জানুয়ারি তাঁর জন্ম অস্ট্রেলিয়ার পার্থ-এ। পাঁচ বছর বয়সে পরিবারের সঙ্গে ততকালীন বম্বে-তে এসে পৌঁছন ম্যারি অ্যান। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে কর্মরত তাঁর বাবা তখন ওই শহরেই থাকতেন। ম্যারি অ্যানের সাত বছর বয়সে তাঁর বাবা প্রাণ হারান প্রথম বিশ্বযুদ্ধে। এর পরেই ম্যারির পরিবার চলে যায় পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনওয়া প্রদেশে। সেখানে থাকতেই ম্যারি শেখেন শিকার, ঘোড়ায় চড়া ও বন্দুকবাজি।১৯২৮ সালে ম্যারি বম্বেতে যখন ফেরেন, তখন তিনি এক সন্তানের মা। বম্বেতে সেলসগার্লের চাকরি করতে শুরু করেন ম্যারি। পাশাপাশি যোগ দেন একটি ব্যালে ট্রুপে। তারা বিভিন্ন সেনা ক্যাম্পে পারফর্ম করত। এভাবেই একদিন দেখা হয় এক ভবিষ্যতদ্রষ্টার সঙ্গে। তাঁর পরামর্শেই ম্যারি অ্যান নিজের স্টেজ-নামকরণ করেন নাদিয়া। ওই সময়েই তিনি নজরে পড়েন ওয়াদিয়া মুভিটোন-এর প্রতিষ্ঠাতা জামশেদ জেবিএইচ ওয়াদিয়া-র। নাদিয়ার অসাধারণ স্টান্টের ক্ষমতা ও স্টেজ প্রেজেন্স দেখে আগেই মুগ্ধ হয়েছিলেন জামশেদ ও তাঁর ভাই হোমি। তখন ভারতীয় ছবিতে টকিজ-এসেছে সবেমাত্র। প্রথমে নাদিয়াকে দু-একটি ছবিতে ক্যামিও চরিত্রে সুযোগ দিয়ে দেখা হয়। নাদিয়ার মধ্যে সম্ভাবনা দেখে এর পরে তাঁকে তারকা হিসেবে তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেন ওয়াদিয়া ভ্রাতৃদ্বয়। ১৯৩৫ সালের ছবি ''হান্টারওয়ালি'' দিয়েই নায়িকা চরিত্রে ডেবিউ নাদিয়ার। এর পরে আরও ১৪টি ছবিতে অভিনয় করেন নাদিয়া। পরবর্তী সময়ে হোমি ওয়াদিয়াকেই বিয়ে করেন তিনি।বাঁদিকে হোমি ওয়াদিয়া ও নাদিয়া। ছবি সৌজন্য: ওয়াদিয়া মুভিটোন/ রয় ওয়াদিয়া৯৯৬ সালে, তাঁর ৮৮তম জন্মদিনের ঠিক পরের দিন, অর্থাত ৯ জানুয়ারি মারা যান নাদিয়া। বিশাল ভরদ্বাজের ছবি ''রেঙ্গুন''-এ, কঙ্গনা অভিনীত চরিত্রটি অনেকটাই ''ফিয়ারলেস নাদিয়া''-র জীবন অনুপ্রাণিত।সুপ্রিয়া দেবী১৯৩৩ সালে বর্মায় জন্ম সুপ্রিয়া দেবীর। তাঁর বাবা, আইনজীবী গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সেদেশেই কর্মরত ছিলেন। বর্মায় থাকতেই নাচ শিখেছিলেন তিনি। সেদেশের ততকালীন প্রধানমন্ত্রী থাকিন নু তাঁকে পুরস্কৃতও করেন তাঁর নাচের প্রতিভা দেখে। ১৯৪২ সালে জাপান সেদেশ দখল করলে রিফিউজি হিসেবে পায়ে হেঁটে সীমান্ত পার করে এদেশে আসে বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার। কলকাতায় এসেও তাঁর নৃত্যশিক্ষার তালিম চলে। বাংলা ছবির সেই সময়ের জনপ্রিয় অভিনেত্রী চন্দ্রাবতী দেবী ছিলেন সুপ্রিয়া দেবীর প্রতিবেশী। মূলত তাঁর উতসাহ ও সাহায্যেই বাংলা ছবিতে পা রাখেন সুপ্রিয়া দেবী। প্রথম ছবি ১৯৫২ সালে ''বসু পরিবার'', যেখানে নায়কের ভূমিকায় ছিলেন উত্তমকুমার।২০১৪ সালে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করে। ছবি: উইকিপিডিয়া১৯৫৪ সালে বিয়ে হয় বিশ্বনাথ চৌধুরীর সঙ্গে এবং ১৯৫৮ সালে বিবাহবিচ্ছেদ হয়।

বিয়ের পরে অভিনয় জগত থেকে কয়েক বছরের জন্য সরে গিয়েছিলেন অভিনেত্রী, ফিরে আসেন আবার ১৯৫৮ সালেই ''মর্মবাণী'' ছবি দিয়ে। ১৯৫৯ সালে তাঁর দুটি ছবি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়- ''আম্রপালী'' ও ''সোনার হরিণ''। ষাটের দশকের শুরু থেকেই প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী হিসেবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে প্রশংসিত হন সুপ্রিয়া দেবী। ১৯৬০ সালেই মুক্তি পেয়েছিল দুটি গুরুত্বপূর্ণ ছবি- ''মেঘে ঢাকা তারা'' ও ''শুন বরনারী''। তার পরের বছরই আসে ''কোমল গান্ধার'' ও ''স্বরলিপি''। বলিউডে সুপ্রিয়া দেবীর ডেবিউ ১৯৬৩ সালে ধর্মেন্দ্রর বিপরীতে ''বেগানা'' ছবিতে। সুপ্রিয়া দেবী অভিনীত ''জননী'', বাংলা ছোট পর্দার দীর্ঘতম ধাব.াবাহিক গুলিব. অন্যতম।২০০৬ সালের হিন্দি ছবি ''নেমসেক'' বড়পর্দায় তাঁর শেষ কাজ। ২০১৮ সালের ২৬ জানুয়ারি, ৮৫ বছর বয়সে জীবনাবসান হয় বাংলা ছবির এই কিংবদন্তি অভিনেত্রীর।১৯৯০ সালে কলকাতায় জন্ম নুসরত জাহানের। স্নাতক স্তর পর্যন্ত কলকাতাতেই পড়াশোনা করেছেন সাংসদ-অভিনেত্রী। ২০১০ সালে ফেয়ার ওয়ান মিস কলকাতা খেতাবের পর বাংলা ছবির জগতে তাঁর ডেবিউ ''শত্রু'' ছবি দিয়ে। প্রথম ছবি থেকেই বাণিজ্যিক সাফল্য পেয়েছেন নুসরত। অরিন্দম শীলের ''হর হর ব্যোমকেশ'' ও সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের ''জুলফিকার'' ছবিতে তাঁর অভিনয় প্রশংসিত হয় এবং ওই দুটি ছবিতেই বাণিজ্যিক ছবির নায়িকার ইমেজ থেকে বেরিয়ে চরিত্রাভিনেত্রী হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেন নুসরত। ২০১৮ থেকেই তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে আসতে শুরু করেন।

২০১৯-এর সাধারণ নির্বাচনে বসিরহাট কেন্দ্রের প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নুসরত ও বিরাট ব্যবধানে জিতে নেন সিটটি।তৃণমূল সাংসদ নুসরত জাহান ২০১৯ সালের জুন মাসে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন কলকাতার ব্যবসায়ী নিখিল জৈনের সঙ্গে। কিন্তু নুসরত তাঁর রাজনৈতিক দায়িত্বের জন্য অভিনেত্রী জীবনকে বর্জন করেননি। ২০২০ সালের গোড়াতেই মুক্তি পেয়েছে নুসরত-অভিনীত ছবি ''অসুর''। আগামী দিনেও দুটি ক্ষেত্রকেই সমান গুরুত্ব দেবেন তিনি, এমনটাই জানিয়েছেন তিনি বিভিন্ন সাক্ষাতকারে।

জেএনইউ কাণ্ডে নিরব থাকায় নেট জনতার রোষানলে বিগ বি

রবিবার দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে হামলা চালায় একদল দুষ্কৃতকারী। এ হামলার ঘটনার বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছেন সমাজের প্রায় সব স্তরের মানুষ। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বলিউড তারকা। এই ঘটনার প্রতিবাদে ঝড় উঠতে শুরু করেছে ইন্টারনেটেও।শাবানা আজমি থেকে, স্বরা ভাস্কর কিংবা তাপসি পান্নু কিংবা অনিল কাপুর, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায় তীব্র নিন্দা করতে শুরু করেছেন তারকারা। কিন্তু বলিউড তারকাদের প্রতিবাদের তালিকায় নাম নেই অমিতাভ বচ্চনের।রবিবার হাত জোড় করে এই ট্যুইট করেন বিগ বি। এরপর থেকেই তাঁর উপর চটতে শুরু করেন নেটিজেনদের একাংশ। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায় অমিতাভ কেন মুখ বন্ধ করে রয়েছে, বিগ বি-র কি মেরুদণ্ড নেই? -এই বলে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেন অনেকে। কেউ কেউ বলতে শুরু করেন, এবার মানুষ জড়ো করে টাকা তুলতে হবে। সেই টাকা দিয়ে অমিতাভ বচ্চনের মেরুদণ্ডে অস্ত্রপচার করাতে হবে।আবার কেউ কেউ বলতে শুরু করেন, জমির সিনেমায় কাজ করেছেন অমিতাভ। অথচ প্রতিবাদের বেলায় নিজের পায়ের তলায় জমি কোথায় গেল বলে অনেকে আঙুল তুলতে শুরু করেন বিগ বি-র দিকে। যদিও জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মুখ খুলতে দেখা যায়নি অমিতাভ বচ্চনকে।

নাতি করণ দেওলকে জিমে ট্রেনিং ধর্মেন্দ্রর

নয়াদিল্লি: সোশাল মিডিয়ায় বলিউডের প্রবীণ অভিনেতা ধর্মেন্দ্রর একটি ভিডিও অনুরাগীদের নজর কেড়েছে। এবার ধর্মেন্দ্র তাঁর নাতি তথা সানি দেওলের ছেলে করণ দেওলের সঙ্গে একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন। ভিডিওতে, করণকে জিমে ব্যায়াম করতে দেখা গিয়েছে এবং তাঁর পিছনে তখন বসে ছিলেন ধর্মেন্দ্র। ধর্মেন্দ্রকে ভিডিওতে নাতিকে করণকে পরামর্শ দিতে দেখা গিয়েছে। ধর্মেন্দ্রর শেয়ার করা এই ভিডিওতে অনুরাগীরা জমিয়ে লাইক ও কমেন্ট করেছেন।ভিডিও পোস্ট করে ক্যাপশনে ধর্মেন্দ্র লিখেছেন, ''যা নিজে করতে পারা যায় না, তা ওপরওয়ালার হাতে ছেড়ে দিতে হয়। সুস্থ মস্তিষ্ক আপনাকে এক ভালো মানুষ করে তুলবে''। ভিডিওতে দাদু ও নাতির সম্পর্কের বন্ধন অনুরাগীদের নজর কেড়েছে।উল্লেখ্য, করণ সম্প্রতি পল পর দিল কে পাস সিনেমার মাধ্যমে বলিউডে পা রেখেছেন। এই সিনেমার মাধ্যমে অভিষেক হয়েছে সাহের বাম্বারাও।বলিউডের হি-ম্যান হিসেবে পরিচিত ধর্মেন্দ্রর আসল নাম ধরম সিংহ দেওল। তাঁর বাবা একটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ১৯৬০-এ দিল ভি তেরা হম ভি তেরে সিনেমার মাধ্যমে বলিউডে তাঁর অভিষেক হয়।

লাঠি-গুলি-গ্যাস, বামেদের ডাকা বনধের প্রভাব মিশ্র

কলকাতা ,৮ জানুয়ারি (হি.স): গোটা রাজ্যেই বুধবার মিশ্র প্রভাব পড়ল বাম ও ট্রেড ইউনিয়নগুলোর ডাকা ২৪ ঘণ্টার সাধারণ ধর্মঘটে। সকাল থেকেই বনধ সমর্থকারীরা রাস্তায় নামায় বিচ্ছিন্ন গন্ডগোলের খবর আসতে শুরু করে বিভিন্ন জেলা থেকে। রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণ সর্বত্রই রেল ও সড়ক অবরোধের ফলে ব্যাহত হয় জনজীবন। রাজ্যের সর্বত্রই বনধের মিশ্র সাড়া লক্ষ্য করা গেছে।

যদিও এদিন বনধ ঘিরে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে মালদার সুজাপুরে। ৩৪নং জাতীয় সড়কে অবরোধ তুলতে গিয়ে ধর্মঘটীদের সঙ্গে পুলিশের ব্যাপক ধস্তাধস্তি বাধে। এরপরই পুলিশকে লক্ষ করে ইট ছোড়ার অভিযোগ ওঠে বনধ সমর্থনকারীদের বিরুদ্ধে। এর জেরে এক পুলিশকর্মীর মাথা ফেটে যায় বলে খবর। পরিস্থিতি সামলাতে লাঠি চালায় পুলিশ। ধর্মঘটীদের ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটায় পুলিশ। শূন্যে গুলিও ছোড়ে। পুলিশের গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। মালদার জেলা পুলিশ সুপার অলোক রাজোরিয়ার দাবি, সুজাপুরে ধর্মঘট সমর্থকদের উপর চড়াও হওয়ায় অভিযুক্ত পুলিশকর্মীদের শনাক্ত করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে তদন্ত করা হচ্ছে।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্রর দাবি, 'যোগীর থেকেও নৃশংস মমতার পুলিশ।' সিপিএম পলিটব্যুরো সদস্য তথা প্রাক্তন সাংসদ মহম্মদ সেলিম বুধবার বিস্ফোরক অভিযোগ করেন। বলেন, ভাইপোকে বাঁচাতে, আর্থিক কেলেঙ্কারিকে ধামাচাপা দিতে আজকের ধর্মঘটে দালালি করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতাকে চড়া সুরে আক্রমণ করে বুধবার বিকালে সেলিম বলেন, 'গোটা দেশে মোদী-শাহ যা করছেন, মমতাও তাই করছেন।' একইসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে বনধে বিক্ষিপ্ত অশান্তির ঘটনায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দুষে সেলিম বলেন, 'মমতা প্ররোচনা দিয়েছেন। তারপরই তৃণমূলের গুন্ডা ও পুলিশ হামলা চালিয়েছে। কিন্তু, গোটা রাজ্যে তা করতে পারেনি। এতে প্রমাণিত হয়েছে যে সব জায়গায় মমতার দাপট চলে না'। সুজাপুরে গাড়ি ভাঙচুরের প্রসঙ্গ তুলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করেন তিনি। বলেন, 'মমতার পুলিশ গাড়ি ভাঙচুর করেছে।'

আজ যৌথভাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে বাম কংগ্রেস। সিটু নেতৃত্বের দাবি, ২০১১ সালের পর এমন সাফল্য আসেনি। মমতার বক্তব্যকে আর্তনাদ বলে মনে হচ্ছে। উনি ভাবতেই পারেননি ধর্মঘট এত সর্বাত্মক হবে। সিটু নেতা সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'সুজাপুরে যা হয়েছে তার দায় কেবলমাত্র যারা ভাঙচুর করেছে তাদের। এই ঘটনার দায় আমরা নেব না। রেললাইনে বোমা রাখা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। এইভাবে যারা হরতালকে কালিমালিপ্ত করেছে তাদের দায় আমাদের নয়।'ধর্মঘট সম্পূর্ণরূপে সফল বলে দাবি করেন শিলিগুড়ির মেয়র অশোক ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, 'ধর্মঘট সমর্থনকারীরাই আসল দেশপ্রেমিক।'

আজ বাজার, স্কুল খোলা ছিল প্রায় সমস্তই। অফিসে হাজিরাও ছিল স্বাভাবিক। ধর্মঘটের সমর্থনে সকাল থেকে রাস্তায় নামেন আন্দোলনকারীরা। ধর্মঘটীদের আচরণে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গঙ্গাসাগর থেকে তিনি বলেন, 'আন্দোলনের নামে গুন্ডামি চলছে। ট্রেনের নীচে বোমা রাখা গুন্ডাগিরি। মারপিটে বিশ্বাস করি না। সরকারি সম্পত্তি যারা নষ্ট করছে সরকার তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে।' বামেদের কটাক্ষ করে এদিন তিনি আরও বলেন, 'এই করতে করতে পার্টিটা সাইন বোর্ডে এসে ঠেকেছে।'

বুধবার বন্ধ সমর্থনকারী ও পুলিশের মধ্যে হাতাহাতিতে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় কোচবিহারের কাছারির মোড়ে। পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ বাধে বনধ সমর্থনকারীদের। আন্দোলনকারীরা উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণের বাস আটকালে পুলিশ বাধা দেয়। তখনই শুরু হয় সংঘর্ষ। পরে পুলিশের পাহারায় যাত্রীদের নিয়ে রওনা হয় বাস। তুফানগঞ্জের থানা মোড়েও একটি সরকারি বাসে ভাঙচুর চালায় আন্দোলনকারীরা। এই ঘটনায় বেশ কয়েকজন যাত্রী আহত হন। বামেদের মিছিল দেখে যাত্রী বোঝাই বাস রাস্তায় ফেলে রেখে পালিয়ে গিয়েছিলেন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণের বাস চালক। পুলিশ তাকে খুঁজে নিয়ে এসে বাস রওনা করায়। দুপুরে ধর্মঘটের সমর্থনে আলিপুরদুয়ারের বি এস রোডে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন আলিপুরদুয়ারের যুব কংগ্রেস সভাপতি শান্তনু দেবনাথ। গ্রেফতার করা হয় তাঁকে।

সিউড়ি সহ বীরভূমের অন্যান্য অংশে সকাল থেকেই মানুষের জীবনযাত্রা ছিল মোটের উপর স্বাভাবিক। সিউড়ি বাসস্ট্যান্ডে সকালবেলায় প্রায় এক ঘণ্টা অবরোধ চলে। সেই সময় বাস চলাচলে ব্যাঘাত হলেও পরে পুলিশ এসে তাঁদের হটিয়ে দেয়।

মালদহের কালিয়াচকের সুজাপুরের ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বাম এবং কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকরা। অবরোধ তুলতে গেলে পুলিশ এবং ধর্মঘটীদের ধস্তাধস্তি। পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট ছোঁড়া হয়। ইটের ঘায়ে মাথা ফাটে এক পুলিশকর্মীর। আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় বেশ কয়েকটি গাড়িতে। করা হয় বোমাবাজি। পরিস্থিতি সামাল দিতে কাঁদানে গ্যাসের শেল ছোঁড়ে পুলিশ। সূত্রের খবর, শূন্যে বেশ কয়েক রাউন্ড গুলিও চালানো হয়।

বিজেপি সংসদ স্বপ্ন দাশগুপ্তকে আটকাতে রাস্তায় শুয়ে বিক্ষোভ দেখায় বিশ্বভারতীর বামপন্থী পড়ুয়ারা। গেটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভের জেরে আংশিক ভাবে ব্যাহত পঠনপাঠন। শিলিগুড়িতে জোর করে রাস্তা অবরোধ করায় ১০ জন এসইউসিআই কর্মী সমর্থককে আটক করল পুলিশ।

সকাল ১১ টা ৪০ নাগাদ জলপাইগুড়ি আদালতের বিচারকদের গাড়ি আটকানোর চেষ্টা করে ধর্মঘটীরা। সকালে বর্ধমানে পার্কাস রোডের মোড়ে ধর্মঘটীরা রাস্তা অবরোধ করায় আটকে পড়ে বিভিন্ন যানবাহন। কিছুক্ষণ জিটি রোডেও চলে অবরোধ। মিছিল থেকে গাড়ির কাঁচ ভেঙে দেওয়া হয়। পেট্রোল পাম্পে গিয়ে তছনছ করে পাম্প বন্ধ করে দেওয়া হয়। টোটো থেকে যাত্রীদের জোর করে নামিয়ে দেওয়ার বেশ কিছু অভিযোগ উঠেছে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে। ধর্মঘটীরা স্কুল বন্ধ করতে গেলে অশান্তির সৃষ্টি হয় বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল স্কুলের গেটে। বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলের সামনে জোর করে স্কুলে ঢুকতে বাধা দেওয়ায় অভিভাবকরা এবং বনধ সমর্থকদের ধস্তাধস্তি। এসএফআই কর্মী-সমর্থকরা কয়েকজন শিক্ষককে স্কুলে ঢুকতে বাধা দেন। সেই সময় কয়েকজন অভিভাবক প্রতিবাদ করেন। মাটিতে ফেলে বেধড়ক মারধর করা হয় এসএফআই-এর পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদক অনির্বাণ রায়চৌধুরীকে। এসএফআই-এর অভিযোগ, তৃণমূলের লোকজন হামলা করেছে। তৃণমূলের পালটা দাবি, অভিভাবকরাই প্রতিরোধ করেছেন। বর্ধমানের বীরহাটা ও পারবীরহাটা এলাকায় বাস-সহ অন্যান্য যানবাহনে মিছিল করে এসে হামলা করে ধর্মঘটীরা। কয়েকটি বাস, গাড়ি ও টোটো ভাঙচুর করা হয়। টোটো থেকে জোর করে যাত্রীদের নামিয়ে দেওয়া হয়। ফলে চরম দুর্ভোগে পড়েন সাধারণ মানুষজন। বনধ সমর্থকদের আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পায়নি স্কুলবাসগুলিও। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। তবে বাজারহাট, দোকান খোলা। জিটি রোডে ঢলদিঘি মোড়ে একটি পেট্রল পাম্প খোলা থাকায় ভাঙচুর চালায় ধর্মঘট সমর্থকরা।

বনধের সমর্থনে মিছিল ছিল ভাতার বাজারে। ওই মিছিল থেকে একটি লরিতে ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থলে পুলিশ গেলে পুলিশ কর্মীদেরও হেনস্তা করা হয়। বর্ধমান-হাওড়া মেইন ও কর্ড শাখায় ট্রেন চলাচল অবশ্য স্বাভাবিক ছিল।

বনধের সমর্থনে ২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায় দুর্গাপুরে। ভাঙচুর করা হয় একটি সরকারি বাস ও রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের একটি গাড়ি। এদিন সকালে নিউটাউনশিপ থানার খয়রাশোল পেট্রল পাম্পের কাছে জাতীয় সড়কের দুটি লেনে বসে পড়েন বনধ সমর্থনকারীরা। অবরোধ চলাকালীন হঠাৎই বনধ সমর্থকরা উত্তরবঙ্গ পরিবহণ সংস্থার একটি বাসে ব্যাপক ভাঙচুর করে। ভাঙচুর চালানো হয় রাজ্য বিদ্যুৎ পরিষদের একটি গাড়িতেও। এই অশান্তি চলতে চলতেই হঠাৎই বনধ সমর্থকরা তেড়ে যায় এক বাইকচালকের দিকে। গৌরাঙ্গ রুইদাস নামে বেসরকারি সংস্থার ঐ কর্মীকে পুলিশের সামনেই ব্যাপক মারধর করে মুখ ফাটিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। রক্তাক্ত অবস্থায় ঐ বাইকচালককে বনধ সমর্থকদের হাত থেকে কোনওরকমে উদ্ধার করে নিয়ে যায় পুলিশ। উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। পরিস্থিতির সামাল দিতে ঘটনাস্থলে আসে বিশাল পুলিশ বাহিনী।

খয়রাশোলের কাছে বনধ সমর্থকদের অবরোধের জেরে আটকে পড়েন বিজেপির এক শিক্ষক নেতা। এই সময় ওই বিজেপি নেতার সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন বনধ সমর্থকরা। ঘণ্টা খানেকের এই অবরোধের জেরে ব্যাপক যানজট তৈরি হয় দুই নম্বর জাতীয় সড়কে। পড়ে পুলিশ জাতীয় সড়কের দুটি লেন যানজট মুক্ত করে।

সকালে হাওড়া ড্রেনেজ ক্যানাল রোডের বেলেপোল ক্রসিংয়ে অবরোধ করে বনধ সমর্থকরা। আটকে দেওয়া হয় এই পথে চলাচলকারী সমস্ত গাড়ি। জোর করে নামিয়ে দেওয়া হল বাস ও টোটোর যাত্রীদের। ঠিক মতো বাস না পেয়ে কোনা এক্সপ্রেসওয়েতে দুর্ভোগে পড়েন যাত্রীরা।

সকালে কোচবিহারে জোর করে স্টেট ব্যাংক বন্ধের চেষ্টা করে ধর্মঘট সমর্থনকারীরা। তাদের গ্রেফতার করে কোতোয়ালি থানার পুলিশ। খুলল স্টেট ব্যাংক। মহেশতলার নুঙ্গি ও আকড়া স্টেশনের মাঝে বাটা ব্রিজের তলায় বোমা উদ্ধার হয়। ঘটনাস্থলে যায় রেলপুলিশ এবং মহেশতলা থানার পুলিশ। বেলা ১২ টা নাগাদ বারাসত স্টেশনের কারশেড থেকে দু'টি বোমা উদ্ধার হয়। শ্যামনগরে রেল অবরোধকারীদের লাঠিচার্জ করে পুলিশ।

সকাল ১১ টা নাগাদ ধর্মঘট ঘিরে যাদবপুরে ধুন্ধুমার কান্ড হয়। পুলিশের গাড়ি এবং বাসে ব্যাপক ভাঙচুর চালান ধর্মঘট সমর্থকরা। বাধা দিতে গেলে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন তাঁরা। মারমুখী ধর্মঘটীদের লাঠিচার্জ করে পুলিশ। নামানো হয় ব্যাফ। আটক করা হয় সিপিএম বিধায়ক সুজন চক্রবর্তী সহ বেশ কয়েকজনকে।

বাম-কংগ্রেস যৌথভাবে শ্রীরামপুর স্টেশনে রেল অবরোধ করে। অবরোধকারীদের গলায় ছিল পিঁয়াজ, আলুর মালা। শিয়ালদহ-ডায়মন্ড হারবার শাখার ধামুয়া ও সংগ্রামপুর স্টেশনে রেলের ওভারহেড তারে কলাপাতা ফেলে দেয় ধর্মঘট সমর্থনকারীরা। ফলে সকালের দিকে বেশ কিছুক্ষণ এই শাখায় ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল। পাশাপাশি শিয়ালদহ-বজবজ শাখার নুঙ্গিতে ট্রেন অবরোধ ধর্মঘট সমর্থকদের। ডায়মন্ড হারবারের মগরাহাট স্টেশনে ট্রেন অবরোধ করা হয়। বনধ ব্যর্থ করতে পথে নাম তৃণমূল। হাওড়ার পাঁচলায় মুম্বই রোড অবরোধ করে ধর্মঘটীরা।

সকালে দমদম মেট্রো স্টেশনে জোর করে ঢোকার চেষ্টা করে ধর্মঘট সমর্থকরা। তবে তাতে বাধা দেন মেট্রো কর্তৃপক্ষ। আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলার পর ঘটনাস্থল ছেড়ে চলে যান ধর্মঘটীরা। বারাসত-হৃদয়পুরে স্টেশনের মাঝে রেললাইনের উপর বোমা রাখার অভিযোগ উঠল ধর্মঘট সমর্থকদের বিরুদ্ধে। তার জেরে বন্ধ হয়ে যায় ট্রেন চলাচল। পরে রেলপুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দু'টি কৌটো বোমা উদ্ধার করে।

ধর্মঘটের দিনে পিকনিকের আমেজ খাদ্য দফতরে

কলকাতা,৮ জানুয়ারি (হি.স.):ধর্মঘট তাতে কি রাজ্য সরকারের নির্দেশে আসতে হবে অফিসউ আর তাই ধর্মঘটের দিনে পিকনিকের আমেজ লক্ষ্য করা গেলো খাদ্য দফতরেউ খাদ্য দফতরের ভবনের প্রায় ১০০০ কর্মীদের জন্য খাওয়ানোর আয়োজন করা হয়েছে উ

ধর্মঘটে অফিস না আসলে কাটা যাবে বেতনউ অফিসে আসতে হবে কড়া নির্দেশ রাজ্য সরকারের উ ধর্মঘট মানে যানবহন পেতে দেরী হতে পারে সেইভেবে তাই নির্ধারিত সময়ের আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আগে ভাগেই অফিস চলে এসেছেন অনেকেউ কিন্তু পেটে পরেনি দানাটিওউ আর তাই অফিসে ভিতরেই ফিস্টিউ গরম গরম খিচুড়ি, পাঁচ মিশালি তরকারি আর ডিমের কারিতে জমে গেছে খাদ্য দফতরের আজকের মেনুউ নিউ মার্কেটের খাদ্য ভবনের গেট ঠেলে ঢুকলেই আসছে খিচুড়ির গন্ধউ খাদ্য ভবনের ক্যান্টিনেই হয়েছে খাবার তৈরি।

কলকাতায় হতে চলেছে প্রদর্শনী, খেলার সেকাল একাল

কলকাতা ,৮ জানুয়ারি (হি.স): শুধুমাত্র বিনোদন বা 'টাইমপাস' নয়, খেলাধূলার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে কোনও সমাজ, সভ্যতার ইতিহাসও। খেলাধূলা মানেই ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, ব্যাডমিন্টন শুধু নয়, অলস দুপুরের বাড়ির অন্দর মহলে বসা তাস, লুডো, দাবার আসর, পাড়ার ওলিগলির ব্যস্ততা বাড়িয়ে জমে ওঠা কুমিরডাঙা, খো খো, ডাংগুলির মতো আঞ্চলিক খেলাগুলিও আমাদের সমাজ, শৈশব ও ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। কলকাতা শহরের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এমন অনেক খেলাই আজ হারিয়ে গিয়েছে স্মার্টফোন, অ্যানড্রয়েড গেম আর বেড়ে চলা প্রতিযোগিতামূলক দৈনন্দিন ব্যস্ততার চাপে। তেমনই কয়েকটি পুরনো, হারিয়ে যাওয়া বা হারিয়ে যেতে বসা খেলা নিয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে 'কলকাতা কথকতা'।

'কলকাতা কথকতা' আসলে একটি হোয়াটস আপ গ্রুপ। যার সদস্যদের উদ্যোগে কলকাতার সঙ্গে জড়িত নানা বিষয় উঠে আসে বিভিন্ন প্রদর্শনীর মাধ্যমে। সদস্যদের সংগ্রহে থাকা দুর্লভ বেশ কিছু সামগ্রি নিয়ে ১০ জানুয়ারি শুরু হতে চলেছে এই প্রদর্শনী। প্রদর্শনীর বিষয়: খেলা, খেলার সেকাল

ছয়ের পাতায়

বুধবার ট্রেড ইউনিয়নের ডাকা বনধের অসমর্থনে বিজেপি কর্মীরা রাজপথে। ছবি- নিজস্ব।

আমরা ক্ষমতায় এসে গঙ্গাসাগর মেলার তীর্থ কর তুলে দিয়েছি : মমতা

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি (হি.স.) : গঙ্গাসাগর মেলা শুরু হচ্ছে ১০ জানুয়ারি উ তার আগে আজ বুধবার কলকাতার বাবুঘাটে গঙ্গাসাগর মেলার উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় উ কারন কলকাতার বাবুঘাটই উঠেছে মিনি গঙ্গাসাগর উ বাবুঘাটে গঙ্গাসাগর মেলার উদ্বোধনে এসে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে গলা চড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী উ

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''আগে গঙ্গাসাগর মেলার জন্য তীর্থকর দিতে হত উ কিন্তু আমরা ক্ষমতায় এসে তীর্থকর তুলে দিয়েছি উ গঙ্গাসাগর মেলার জন্য টাকা দেয় না কেন্দ্র কিন্তু অন্যদিকে কুম্ভ মেলার জন্য টাকা দেয় উ গঙ্গাসাগর আগে কিছুই ছিল না উ সব আমরা করেছি উ ১৭ তারিখ পর্যন্ত পুনার্থীদের জন্য জীবনবিমা করে দিয়েছি উ গঙ্গাসাগর মেলার জন্য প্রচুর বাস, লঞ্চের ব্যবস্থা করেছি''।

২০২০ সালের গঙ্গাসাগর মেলা শুরু হবে ১০ জানুয়ারি চলবে ১৬ তারিখ পর্যন্ত উ গঙ্গা সাগর মেলা শুরু হতে বেশ কিছুদিন দেরী থাকলেও ইতিমিধ্যে কলকাতার বাবুঘাটই মিনি গঙ্গাসাগর উ বাবুঘাটে ভিড় জমাতে শুরু করেছে সাধুবাবারা। গঙ্গাসাগর যাওয়ার আগে সাধুবাবাদের সবার ঠিকানা এখন বাবুঘাটই উ সাগরমেলা যাওয়ার মাঝপথে সাধুরা অনেকেই ডেরা ফেলেছেন বাবুঘাটের লাগোয়া মাঠে-ময়দানে উ কেউ মত্ত ভক্তদের ভবিষ্যত নির্ধারণে কেউ বা কেউ গায়ে ছাই মেখে গাঁজায় টান দিতে আবার কেউ দুলছে দোলনায়। কেউবা ব্যস্ত শীতের দুপুরের মিঠে রোদ গায়ে মেখে ভাত ঘুম দিতে উ কেউ কেউ তো ব্যস্ত ভক্তদের সাথে ফিসফিসিয়ে কথা বলতে। কেউ আবার ছাই মেখে আগুন জ্বালিয়ে ব্যস্ত যজ্ঞে উ যেখানে মধু সেখানে তো মৌমছিরা ঘোরাঘুরি করবেই। আর মধুর টানে মৌমাছির মত সাগরে ডুব না দিয়েও পুণ্যের ঝুলি ভরাতে সাধুদের অস্থায়ী আখড়াগুলিতে আসাছেন ভক্তরাও। গাঁজার গন্ধে ম-ম করছে বাবুঘাট চত্বর। সাধুবাবাদের কাণ্ডকারখানায় জমজমাট বাবুঘাট।

বাঘের খোঁজে জঙ্গলে তল্লাশি বনদফতরের

ঝাড়্গ্রাম, ৮ জানুয়ারি (হি. স.) : আর নতুন করে পায়ের ছাপ মেলেনি তবে আতঙ্ক বজায় রইল এলাকায়।বাঘের খোঁজে জঙ্গলে তল্লাশি শুরু করেছে বনদপ্তর।বিনপুরের পর বেলপাহাড়ির বিভিন্ন গ্রাম গুলিতে রয়েছে আতঙ্ক।এদিকে বনদফতর নতুন করে পায়ের ছাপ না পাওয়া যাওয়ায় মনে করছে বাঘটি সম্ভব ঝাড়খন্ড রাজ্যের দিকে চলে গিয়েছে।

মঙ্গলবার বারই বনদফতর জানিয়েছিল বেলপাহাড়ির কুলডিহাতে যেখানে শেষ পায়ের ছাপ পাওয়া গিয়েছিল সেখান থেকে ঝাড়খন্ড রাজ্যের সীমানা খুবই কাছে।এদিকে বাঘের অবস্থান বুঝতে বেলপাহাড়ি ঝাড়খন্ড, ওড়িশা রাজ্য এবং পুরুলিয়া, বাঁকুড়া জেলার সীমানা গুলিতে ট্রাপ ক্যামেরা লাগানো হচ্ছে।ঠিক কোথায় ক্যামেরা গুলি বসছে তা বনদফতরের পক্ষ থেকে গোপন রাখা হয়েছে।তবে এদিন আর নতুন করে কোন জায়গাতে খাঁচা পাতা হয়নি।বনদফতর জানিয়েছে পুনরায় পায়ের ছাপ বা কোন প্রমান মিললে তখনই খাঁচা পাতা হবে।অন্যদিকে বেলপাহাড়ির বিভিন্ন এলাকার জঙ্গল গুলিতে বনদফতর এবং ঝাড়গ্রাম জেলা এলিফেন্ট মেনেজমেন্টের সদস্যরা বাঘের খোঁজে চিরুনি তল্লাশি চালাচ্ছে।তার সাথে সংশ্লিষ্ট এলাকার গ্রামের লোকজনদের সচেতন করা হচ্ছে।কোন সন্দেহ জনক জন্তু বা বাঘের উপস্থিতি নজরে এলে বনদফতরকে জানাতে বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য রবিবার বিনপুর থানার কাঁকো অঞ্চলের লক্ষনপুর গ্রামের চাষের জমিতে বাঘের বড় বড় পায়ের ছাপ দেখা যায়।সেদিন থেকেই এলাকায় বাঘ রয়েছে বলে আতঙ্ক ছড়ায়।পরদিন সোমবার ওই এলাকার মালাবতি গ্রামের জঙ্গল সংলগ্ন রাস্তার পাশে মাটিতে পায়ের ছাপ মেলে।বনদফতর পায়ের ছাপ পরীক্ষার পর জানায় সেটি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারেরই।মঙ্গলবার সুন্দরবন থেকে ব্যাঘ্র বিশেষজ্ঞ একটি দল এসে পৌছায়।বসানো হয় টোপ দেওয়া খাঁচাও।এরপর আবারও পায়ের ছাপ পাওয়া যায় বেলপাহাড়ির কুলডিহাতে ঝাড়খন্ড রাজ্যের সীমান্ত এলাকার কাছাকাছি।চোদ্দটি ক্যামেরা বসানোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।তবে এদিন আরো কোন প্রমান না

ছয়ের পাতায়

শিলিগুড়ি থেকে অপহৃত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট

শিলিগুড়ি, ৮ জানুয়ারি (হি.স): অপহৃত হল এক চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। তাকে অপহরণের পর ৫ কোটি টাকা মুক্তিপণ চাইল অপহরণকারীরা। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়িতে। অপহৃত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের নাম কৃষাণ কুমার আগরওয়াল।

জানা গেছে , শিলিগুড়ি পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের পাঞ্জাবি পাড়ার বাসিন্দা কৃষাণ কুমার আগরওয়াল। মঙ্গলবার দুপুর থেকেই নিখোঁজ তিনি। সারা রাতেও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেনি পরিবার। পরিবার সূত্রে খবর, ওই চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের মুক্তির জন্য ৫ কোটি টাকা মুক্তিপণ দাবি করেছে অপহরণকারীরা।

যদিও কেউ-ই এ বিষয়ে প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হচ্ছে না। অপহরণের ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে শিলিগুড়ি কমিশনারেটের পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ। দিনে দুপুরে এভাবে অপহরণের ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে শহরের বাসিন্দাদের মনে।

নির্ভয়া কাণ্ডে আদালতের রায়দানকে স্বাগত যুবরাজের

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি (হি.স.) : নির্ভয়া কাণ্ডে দিল্লি পাতিয়ালা হাউজ কোর্টের রায়দানকে স্বাগত জানালেন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার যুবরাজ সিং।

আগামী ২২ জানুয়ারি ফাঁসি হতে চলেছে চার ধর্ষকদের। আদালতের এই রায়দানকে স্বাগত জানিয়ে বুধবার যুবরাজ সিং নিজের ট্যুইটবার্তায় লিখেছেন, সমস্ত

ছয়ের পাতায়

হাফলং-শিলচর জাতীয় সড়কের জাটিঙ্গা-হারাঙ্গাজাও অংশের কাজ নিয়ে উচ্চস্তরীয় তদন্ত দাবি

হাফলং (অসম), ৮ জানুয়ারি (হি.স.) : হাফলং-শিলচর ৫৪ নম্বর জাতীয় সড়কের জাটিঙ্গা থেকে হারাঙ্গাজাও পর্যন্ত ২৫ কিলোমিটার অংশের কাজ নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত দাবি করেছে এনসি হিলসইন্ডিজেনাস স্টুডেন্টসফোরাম। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর স্বপ্নের ব্রডগেজ, ইস্ট-ওয়েস্টের ৫৪ নম্বর এই জাতীয় সড়ক নির্মাণ হচ্ছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত জাটিঙ্গা থেকে হারাঙ্গাজাও পর্যন্ত ২৫ কিলোমিটার অংশে মহাসড়ক নির্মাণ কাজের ১০ শতাংশ সম্পূর্ণ হয়নি।

জেকেএম ও এনকেসি জয়েন্ট ভেঞ্চার নামের সংস্থা এই চারলেন সড়ক নির্মাণের কাজ করতে গিয়ে পুরো রাস্তার অবস্থা বেহাল করে ছেড়ে দিয়েছে। ওই নির্মাণ সংস্থাকে ব্ল্যাক লিস্টেড করার পর বর্তমানে সড়ক নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ মুখ থুবড়ে পড়েছে। এমন-কি বর্তমানে সড়কটি সংস্কারে কোনও গুরুত্ব দিচ্ছে না জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। বুধবার এই অভিযোগ উত্থাপন করেছেন ইন্ডিজেনাস স্টুডেন্টস ফোরামের সভাপতি ডেভিড কেভম।

ডেভিড কেভম আজ সাংবাদিকদের বলেন, জাটিঙ্গা থেকে হারাঙ্গাজাও পর্যন্ত ২৫ কিলোমিটার রাস্তা সংস্কারের জন্য সাড়ে চার কোটি টাকা বরাদ্দ করলেও রাস্তার তেমন সংস্কার-কাজ হয়নি। কেভম বলেন, গত বছরের ১৩ নভেম্বর জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের গুয়াহাটি আঞ্চলিক কার্যালয়ের সিজিএম অলোক কুমার জাটিঙ্গা থেকে হারাঙ্গাজাও পর্যন্ত ২৫ কিলোমিটার অংশ পরিদর্শন করে জানিয়েছিলেন, জাটিঙ্গা থেকে হারাঙ্গাজাও পর্যন্ত ২৫ কিলোমিটার সড়ক সংস্কারের জন্য জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে ৫৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে এবং গত ১ ডিসেম্বরের মধ্যেই সড়ক সংস্কারের কাজ শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এখন পর্যন্ত এই সড়ক সংস্কারের কাজ শুরু হয়নি।

এদিকে ডেভিড কেভম জাটিঙ্গা থেকে হারাঙ্গাজাও পর্যন্ত ২৫ কিলোমিটার অংশে সড়ক সংস্কারের কাজ নিয়ে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ (নাহাই)-এর বিরুদ্ধে তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানান। ইন্ডিজেনাস স্টুটেন্ডস ফোরামের সভাপতি ডেভিড কেভম বলেন, তার পরও যদি জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার কোনও বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তা-হলে ফোরাম আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবে।

উল্লেখ্য, অল্প বৃষ্টিতেই হাফলং-শিলচর ৫৪ নম্বর জাতীয় সড়কের জাটিঙ্গা থেকে হারাঙ্গাজাও পর্যন্ত অংশ পুকুরের আকার ধারণ করে। বর্তমানে জাতীয় সড়কটি মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে।

ভুল করে থাকলে বুঝিয়ে দিন, যাদবপুর প্রসঙ্গে গুণীজনের কাছে আর্জি রাজ্যপালের

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি (হি. স.): আমি যদি ভুল করে থাকি বুঝিয়ে দিন ভুলটা। আপনাদের কাছে সবিনয়ে এই প্রার্থনা করছি। যাদবপুর প্রসঙ্গে এক কক্ষবোঝাই গুণীজনের কাছে এই মন্তব্য করলেন রাজ্যপাল তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য জগদীপ ধনকর। তিনি বলেন, "শিক্ষাঙ্গণে এই জিনিস চলতে পারে না। আমি নই, তুমি নও। আমরা সবাই মিলে বিশ্ববিদ্যালয়কে আরও উত্তরণের পথে নিয়ে যাব। অভীষ্ঠ লক্ষ্যে এগোতে হবে হাতে হাত মিলিয়ে।"

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী সংগঠনের শতবর্ষের সূচনা হিসাবে এক অনুষ্ঠানে আজ রাজ্যপাল ছিলেন প্রধান অতিথি। গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিট্যুট অফ কালচারে এই অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল যাদবপুরের ব্যাপারে সবাইকে আত্মানুসন্ধানের আর্জি জানান। প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তনীরা ছড়িয়ে পড়েছেন দেশ-বিদেশের বিভিন্ন নামী স্থানে। তাঁদের অনেকেই ছিলেন এদিনের অনুষ্ঠানে।

যাদবপুরে আদ্যাবধি ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবৃতি দিয়ে আবেগমথিত স্ত্রে রাজ্যপাল প্রশ্ন করেন, "আপনারাই বলুন আমি কোথাও সীমারেখা অতিক্রম করেছি কি না। বলেন, সিনিয়র এডভোকেট হিসাবে ৩০ বছর কাজ করেছিউ বিধানসভা, লোকসভা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা, হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট-সর্বত্র নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছিউ কিন্তু এই রকম ভয়ের বাতাবরণের সামনে কখনও পড়িনিউ এর একটা সমাধান সূত্র বার করতে হবেউ প্রথম থেকে আপনারা আমার অনুপ্রেরণার অনুঘটক হিসাবে কাজ করেছেনউ আজ আপনারাই বলবেন, আমি ঠিক পথে হাঁটছি কি নাউ"

রাজ্যপাল বলেন, "আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধান দেখেছিউ এখানে আমার ভূমিকা অতি নগন্যউ রাজ্য সরকারের ভূমিকা আরও নগন্যউ বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীন সিদ্ধান্ত কর্তৃপক্ষ নেবেনউ কেন্দ্রীয় সহায়তার প্রয়োজন হলে আমি সর্বতোভাবে হাত বাড়িয়ে দেবউ এমিনেন্স অফ ট্যাগ পেতে যা যা করতে হয় করবউ কিন্তু আমি তো বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য? রোম যখন জ্বলছিল, নিরো নাকি বেহালা বাজাচ্ছিলেনউ সেই পথে হাঁটতে আমি চাই নাউ আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি আচার্যর সঙ্গে উপাচার্যর মত বিনিময়ের মাধ্যম রাজ্য সরকারের শিক্ষাসচিব! এ কখনও হতে পারে?"

রাজ্যপাল বলেন, "আমি মুক্ত চিন্তায় বিশ্বাস করিউ পরস্পরের মতের মিল না হতে পারে, কিন্তু বিরোধিতার তো একটা পথ থাকবে? যেটা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান হবে? বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্ট বৈঠকের দিন আমাকে পড়ুয়ারা বলল, আপনাকে আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে হবেউ আমি তো অস্বীকার করিনি! স্বাগত জানালামউ তার পরেও বৈঠকে অংশ নিতে পারিনি! বুলেটের চেয়েও সমাজের বেশি সর্বনাশ করতে পারে শিক্ষাক্ষেত্রউ সেটা হতে দেওয়া যায় না

পিলারে ফাটল,বন্ধ মহেশতলা সম্প্রীতি উড়ালপুল

কলকাতা,৮ জানুয়ারি (হি.স.):ফের বন্ধ শহরের আরও এক ব্যস্ত উড়ালপুলউউঅরাল্পুল তৈরীর এক বছরের মাথায় পিলারে ফাটল উ ফাটলের জেরে বন্ধ করে দেওয়া হল মহেশতলা সম্প্রীতি উড়ালপুল উ আপাতত উড়ালপুলের উপর দিয়ে সমস্ত যানবাহন চলাচল বন্ধ উ

উড়ালপুলের ১২১ ও ১২২ নম্বর পিলারে ফাটল দেখা দিয়েছে উ দুটি গার্ডারের মাঝেই ওই ফাটল দেখা গেছে উ ইতিমধ্যেই পূর্ত দফতরের আধিকারিকরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেনউ কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, যতদিন না মেরামতের কাজ শেষ হবে ততদিন উড়ালপুলের উপর যান চলাচল বন্ধ থাকবে উ উড়ালপুল বন্ধ হওয়ায় নতুন দুর্ভোগে পড়তে হবে মহেশতলা, বজবজ, বাটানগরের সাধারণ মানুষকেউ তবে,উড়ালপুল নিয়ে আতঙ্কে স্থানীয় বাসিন্দারা উ কারণ , এই

ছয়ের পাতায়

যাদবপুরে রেল অবরোধের জেরে ভোগান্তি, হৃদয়পুরে রেললাইনে মিলল বোমা

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): আশঙ্কা ছিলই, আর তাই সত্যি হল। মহানগরীতে সাধারণ ধর্মঘটের বিশেষ কোনও প্রভাব না পড়লেও, কলকাতার উপকণ্ঠে ব্যাহত হয়েছে রেল পরিষেবা। বুধবার সকালে যাদবপুর স্টেশনে রেল অবরোধ করেন ধর্মঘটিরা। ফলে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় ব্যাহত হয় ট্রেন চলাচল। দুর্ভোগে পড়েন ক্যানিং, ডায়মন্ড হারবার, লক্ষ্মীকান্তপুর, নামখানা, সোনারপুর প্রভৃতি শাখার যাত্রীরা। শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখা ছাড়াও হাওড়ায় রেল অবরোধ করেন ধর্মঘটিরা। উত্তর ২৪ পরগনার কাঁচরাপাড়াতেও রেল অবরোধের জেরে নাকাল হতে হয়েছে সাধারণ মানুষকে। যদিও, অন্যান্য দিনের তুলনায় এদিন লোকাল ট্রেনে যাত্রী সংখ্যা কমই ছিল। হৃদয়পুরে আবার রেললাইনে মিলল বোমা।

অর্থনীতিতে মন্দা, কর্মসংস্থানের বেহাল দশা, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বন্ধের প্রতিবাদ এবং সেই সঙ্গে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন, জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি) ও জাতীয় জনসংখ্যা পঞ্জির (এনপিআর) বিরোধিতায় ৮ জানুয়ারি, বুধবার দেশ জুড়ে চলছে ২৪ ঘণ্টার সাধারণ ধর্মঘট। ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে ১০টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন।

পুঞ্চে নিয়ন্ত্রণরেখায় তুষারধসে মৃত্যু পোর্টারের, প্রাণে বাঁচলেন ৩ জন

জম্মু, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): তুষারধস ফের কাড়ল প্রাণ। জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার শাহপুর সেক্টরে, নিয়ন্ত্রণরেখায় (এলওসি) তুষারধসে মৃত্যু হল সেনাবাহিনীর একজন পোর্টারের। বরফের নীচে চাপা পড়ে আহত হয়েছেন আরও ৩ জন। প্রত্যেককে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পুঞ্চ জেলার শাহপুর সেক্টরে, নিয়ন্ত্রণরেখা (এলওসি) বরাবর তুষারধস নামে।

বরফের নীচে চাপা পড়ে যান ৪ জন। তাঁদের মধ্যেই মৃত্যু হয়েছে সেনাবাহিনীর একজন পোর্টারের। রাত পর্যন্ত উদ্ধারকাজ চালিয়ে আহত অবস্থায় ৩ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত কয়েকদিন ধরেই কমবেশি তুষারপাত হচ্ছে জম্মু ও কাশ্মীরের উঁচু পার্বত্য অঞ্চলে। সাদা বরফের ঢেকে গিয়েছে ভূস্বর্গ।

মানিক দে

● প্রথম পাতার পর

ওই অফিসগুলিতে কর্মচারীরা আজ বনধ-এ শামিল হয়েছেন।

ধৃত এক

● প্রথম পাতার পর

সাথে তাঁর কাছে ২-টি মোবাইল ফোনের হ্যান্ডসেট ও একটি রোলেক্স ঘড়ি পাওয়া গিয়েছে। তিনি বলেন, ওই যুবক-সহ সোনা ও অন্যান্য সামগ্রী কাস্টমস দফতরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

সাতসকালে

● প্রথম পাতার পর

মিয়া(৫২) অন্যান্য দিনের মতোই মাঠে গরু চরাতে গেলেও আর ফিরে আসেননি। তার পরিবার পরিজনের উৎকন্ঠার মধ্যে রাত কাটান।এদিকে আজ সকালে এলাকার লোকজন ইসলাম মিয়াকে মাঠের ধারে ধান ক্ষেতের জলের মধ্যে পড়ে থাকতে দেখে সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি বাইখোড়া থানার নজরে আনেন।খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ইসলাম মিয়াকে বাইখোড়া হাসপাতালে নিয়ে আসেন।সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষনা করেন।ময়না তদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।মৃত্যুর কারন সম্পর্কে নানা মত উঠে আসলেও তদন্তকারি পুলিশ আধিকারিকের সাফ কথা, ময়না তদন্তের রিপোর্ট হাতে আসার পরই সব কিছু জানা যাবে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রেল ও সড়ক পথ দফায় দফায় অবরোধে জনগণের ভোগান্তি

কলকাতা, ৮ জানূয়ারি (হি. স.) : কলকাতা-সংলগ্ন বিভিন্ন রেল ও সড়ক পথ দফায় দফায় অবরোধের মাধ্যমে শুরু হয় এদিন বামেদের ধর্মঘট। জনগণের ভোগান্তি দিয়ে শুরু হয় দিন।

অবরুদ্ধ থাকায় সমস্যায় পড়েন যাত্রীরা এর সঙ্গে ভোগান্তির নতুন মাত্রা হয় বিভিন্ন স্থানে ব্যাঙ্ক এটিএম বন্ধ থাকায়। সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীর নেতৃত্বে যাদবপুর স্টেশনে ট্রেন অবরোধ হয়। লাল পতাকা হাতে বিক্ষোভকারীরা কেন্দ্র-বিরোধী নানা ধ্বণি দিতে থাকে। উত্তর ২৪ পরগনার জেলা সদর বারাসাতে রেল স্টেশন সংলগ্ন কারশেডের কাছে আপ লাইন থেকে উদ্ধার হয় তাজা বোমা। পুলিশের অনুমান এটি অত্যন্ত শক্তিশালী, ট্রেনকে লাইনচ্যুত করতে এবং প্রাণহানি ঘটাতে সক্ষম। স্থানীয় বাসিন্দারা বোমা পড়ে থাকতে দেখে খবর দেয় জিআরপি ও রেল পুলিশকে। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে বোমা উদ্ধার করে। রেললাইনে বোমা পড়ে থাকায় শিয়ালদহ বনগাঁ শাখায় ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকে দীর্ঘক্ষণ।

বারাসাতের কলোনী মোড়ে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে কংগ্রেস সমর্থকরা। নটা থেকে অবরোধ শুরু হয়। চলে বেশ কিছুক্ষণ। গঙ্গাসাগরমুখী পুলিশের গাড়িও আটকে পড়ে বিক্ষোভে। এদিন দমদম ক্যান্টনমেন্টে ট্রেন অবরোধ চলে প্রায় ২ ঘন্টা ৪০ মিনিট। বারাসাত কলোনীমোড়েও অবরোধ হয়।

রাজ্য কংগ্রেস

● প্রথম পাতার পর

উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। দিনটি রীতিমতো অভিশপ্ত হয়ে ওঠে। এরই প্রতিবাদে বুধবার গোটা রাজ্যে কালো দিবস পালন করেছে প্রদেশ কংগ্রেস।

উল্লেখ্য, গত বছর ৮ জানুয়ারি উপজাতি ছাত্র সংগঠনগুলি নাগারিকত্ব সংশোধনী বিল-এর বিরুদ্ধে এক 'শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ মিছিল'-এ অংশগ্রহণ করেছিল মাধববাড়িতে। সেখানে 'পুলিশ কোনও কারণ ছাড়াই বিনা প্ররোচনায় গুলি চালায়' বলে অভিযোগ। সেদিনের ঘটনায় ছয়জন আন্দোলনকারী আহত হয়েছিলেন। ঘটনার জের বহুদূর পর্যন্ত গড়ায়। উপজাতি সংগঠনগুলো ওই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছিল। কংগ্রেসও ঘটনার নিন্দা জানিয়ে এই দিনটিকে রাজ্যজুড়ে কালো দিবস হিসেবে পালন করেছে, জানান প্রদেশ কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি পীযূষকান্তি বিশ্বাস।

তাঁর অভিযোগ, গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে গত বছর ৮ জানুয়ারি আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশ গুলি চালিয়েছিল। ওই ঘটনা ভারতীয় গণতন্ত্রের এক কালো অধ্যায়। তিনি সুর চড়িয়ে বলেন, ত্রিপুরা সরকার গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে উঠে-পড়ে লেগেছে। বাক-স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা স্তব্ধ করার প্রতিবাদে এবং রাজ্যে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবিতে কংগ্রেস ৮ জানুয়ারির দিনটিকে কালো দিবস হিসেবে পালন করেছে। শুধু রাজধানী আগরতলা শহরেই নয়, রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে কালো দিবস পালনের খবর মিলেছে, জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি পীযূষকান্তি বিশ্বাস।

এদিকে, সারা রাজ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পানিসাগর কংগ্রেস ভবনে পালিত হয় কালো দিবস। বিগত বছর পশ্চিম ত্রিপুরার মাধববাড়িতে এই দিনে একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস কর্মীদের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে সমগ্র রাজ্য জুরে আজকের দিনে একযোগে কালোদিবস পালন করা হয়। উক্ত দিবসটিকে যথাযথ মর্যাদার সহিত পালন করতে গিয়ে গোটা মহকুমার কংগ্রেস সমর্থকরা কালো ব্যাচ পরিধান করেন। কংগ্রেস কর্মীদের সাথে একান্ত সাক্ষাতে জানা যায় যে, উক্ত কালো দিবসকে পালনের মাধ্যমে আগামীদিনে সঠিক তদন্ত সাপেক্ষে প্রকৃত অপরাধীদের শনাক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের আর্জি জানানো হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস সদস্যা মীনা কুমারী, পানিসাগর মহিলা ব্লক কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট সংগীতা দাস, পানিসাগর নগর পঞ্চায়েত কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট গঙ্গা দেববর্মা (নাথ), ধর্মনগর ডিস্ট্রিক্ট ওবিসি চেয়ারম্যান মদন মোহন দেবনাথ, পানিসাগর ব্লক কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট সুখেন্দু ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য কর্মীবৃন্দ। যদিও আজকের দিনে বামেদের ডাকা সারা ভারতবর্ষব্যাপী ধর্মঘটের জেরে তাদের কালোদিবস পালনের প্রভাব তেমনটা জনসমক্ষে পরিলক্ষিত হয়নি। বর্তমানে ত্রিপুরায় কংগ্রেস দল কোণঠাসা অবস্থায় থেকেও কঠিন সংগ্রামের মাধ্যমে এই ধরনের কর্মসূচিকে বাস্তবায়নের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন পানিসাগর ব্লক কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট এবং ওবিসি চেয়ারম্যান মদনমোহন দেবনাথ। আগামীদিনে দলীয় কর্মীদের আরও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অগ্রণী ভূমিকা পালনের আহ্বান জানানো হয়। রাজ্যের অন্যান্য স্থান থেকেও কংগ্রেসের কালোদিবস পালনের খবর মিলেছে।

করিমগঞ্জে

তিনের পাতার পর

র্মঘট-এর ডাক দিয়েছিল সিটু, আইএনটিইউসি, এইএমএস, এআইটিইউসি, টিইউসিসি, এসইডব্লিউএ, এআইসিসিটিইউ, এলপিএফ, ইউটিইউসি-র মতো শ্রমিক সংগঠনগুলি। কিন্তু প্রান্তিক জেলা করিমগঞ্জের সাধারণ জনগণ আজকের ভারত বনধকে প্রত্যাখ্যান করে বুঝিয়ে দিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও নীতির বিরুদ্ধে তাঁরা নন।

ঝুলন্ত যুবক

তিনের পাতার পর

যদিও আরজি কর হাসপাতালে নজরদারির খামতি থাকার অভিযোগ এর আগেও বারবার উঠেছে। গত আগস্ট মাসে দমদমের বাসিন্দা শম্ভুনাথ দাস নামে ব্যক্তি বাড়ির সামনের রাস্তায় পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পান। আরজি করে ভরতি করা হয়েছিল তাঁকে। সেখানে তাঁর মৃত্যু হলে পরদিন শম্ভুনাথের দেহের ময়নাতদন্ত হওয়ার পর দেহ নিতে এসে পরিজন খেয়াল করেন, একটি চোখ নেই। সেটি খুবলে নেওয়া হয়েছে। ক্ষোভে ফেটে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। শুরু হয়েছিল বিক্ষোভ।

করেছে পুলিশই

তিনের পাতার পর

তৃণমূলের মালদা জেলার কার্যকরী সভাপতি বাবলা সরকার অভিযোগ করেন, 'কংগ্রেস এবং সিপিএমের উস্কানিতেই ওই হিংসা হয়েছে।' পাল্টা মালদহ জেলা কংগ্রেসের সভাপতি মোস্তাক আলম দাবি করেন, 'তৃণমূল-বিজেপি পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে অশান্তি পাকিয়েছে। প্রথম থেকে আমাদের অবরোধ শান্তিপূর্ণ ছিল। পুলিশ বিনা প্ররোচনায় লাঠি-কাঁদানে গ্যাস চালায়। নিজেরাই নিজেদের গাড়ি জ্বালিয়ে আমাদের দোষী করছে। এই ভিডিও সবচেয়ে বড় প্রমাণ যে, পুলিশই গাড়ি ভেঙেছে।' তিনি বলেন, 'ওখানে রোজই বেশ কিছু গাড়ি থাকে। ওই গাড়িগুলো সুজাপুর থেকে মালদা যায়। সেই গাড়ির সঙ্গে এদিন রাস্তায় আটকে যাওয়া কিছু গাড়িও ছিল। পুলিশ সব গাড়ি এভাবেই ভেঙেছে।'

সুজাপুরের এই ঘটনা প্রসঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র আক্রমণ করেছে সিপিএম। দলের পলিটব্যুরো সদস্য মহম্মদ সেলিম এদিন সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেন, 'উত্তরপ্রদেশে যোগীর পুলিশ যা করেছে, পশ্চিমবঙ্গে আজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশ ঠিক সেই কাজই করল। যোগীর পুলিশ ওখানে যে ভাবে গাড়ি ভাঙচুর করেছে, দোকানপাট ভাঙচুর করেছে, আজ মালদহের সুজাপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশ সে ভাবেই গাড়ি ভাঙচুর করেছে।' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপি-আরএসএসের হয়ে কাজ করছেন এবং পুলিশ ভাল পোস্টিং পাওয়ার আশায় এই ভাবে ধর্মঘটকে বদনাম করার চেষ্টা করেছে বলে সেলিম এদিন অভিযোগ করেছেন।

ধর্মঘটের বিরুদ্ধে রাজ্য প্রশাসনের সক্রিয়তার নিন্দায় সরব হয়েছে কংগ্রেসও। লোকসভায় কংগ্রেসের দলনেতা তথা বহরমপুরের সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরী বলেন, 'নিজে যখন বিরোধী আসনে ছিলেন, তখন তো কম বন্ধ-অবরোধ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করেননি। এখন হঠাৎ সব ছেড়েছুড়ে সাধ্বী সাজার চেষ্টা করছেন কেন ?' অধীর চৌধুরী আরও বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে যদি আজ অশান্তি কিছু হয়ে থাকে, তা হলে তার পুরো দায় মমতার।' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশ প্রশাসনই প্ররোচনা দিয়ে অশান্তি তৈরি করেছে বলে অধীর চৌধুরী এদিন অভিযোগ করেন।

সাধারণ ধর্মঘটের মিশ্র প্রভাব মহানগরীতে, স্বাভাবিক কলকাতা বিমানবন্দর

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): সাধারণ ধর্মঘটের বিশেষ প্রভাব পড়ল না কলকাতায়। বুধবার সকাল থেকেই রাস্তায় সাধারণ মানুষের সংখ্যা কম থাকলেও, যানবাহন চলাচল করেছে স্বাভাবিক ছন্দেই। বিশেষ প্রভাব পড়েনি কলকাতা বিমানবন্দরেও। সকাল থেকে উড়ান পরিষেবা স্বাভাবিক ছিল কলকাতা বিমানবন্দরে। ধর্মঘটের প্রভাব পড়েনি দক্ষিণ কলকাতার হাজরা-রাসবিহারিতে। হাজরা মোড়ে বেসরকারি বাসের সংখ্যা কম হলেও রাস্তায় মানুষজন নেমেছেন অন্যান্য দিনের মতো। স্বাভাবিক ছিল সরকারি-বেসরকারি বাস পরিষেবা। রাস্তায় দেখা মিলেছে ট্যাক্সি-অ্যাপ নির্ভর ক্যাবও। কোনওরকম অপ্রীতিকর পপরিস্থিতি এড়াতে মোতায়েন ছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী। তবে, ধর্মঘটের জেরে কলকাতা শহরে এদিন লাগামহীন ছিল অ্যাপক্যাবের ভাড়া। অন্যান্য দিনের তুলনায় এদিন অনেকটাই ফাঁকা ছিল শিয়ালদহ, এন্টালী, বেলেঘাটা চত্বরঊ সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউ থেকে এম জি রোডে ধর্মঘটের খানিকটা প্রভাব পড়েছে। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউতে টায়ার পুড়িয়ে ধর্মঘট পালন করেন কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকদের। ঝামেলার আশঙ্কায় কলেজ স্ট্রিট চত্বরে বহু দোকান এদিন বন্ধ ছিলঊ বড়বাজারে আবার জোর করে দোকান বন্ধ করে দেওয়া হয়ঊ

মহানগরীতে ধর্মঘটের মিশ্র প্রভাব পড়লেও, রাজ্যের কয়েকটি জায়গায় রেল অবরোধ করেন ধর্মঘট সমর্থনকারীরা। এর ফলে বিপত্তিতে পড়েন নিত্যযাত্রীরা। ব্যান্ডেল-হাওড়া লাইনে ট্রেন চলাচল বিপর্যস্ত হয়। বিভিন্ন স্টেশনগুলিতে বেশ কয়েকটি লোকাল ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকে। উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগরেও রেল অবরোধ হয়। রেললাইনের উপরে বসে পড়ে স্লোগান দিতে শুরু করেন অবরোধকারীরা। একই সঙ্গে স্টেশন সংলগ্ন যশোহর রোড অবরোধ চলতে থাকে। প্রায় এক ঘন্টার বেশি সময় ধরে অবরোধ চলে। শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার যাদবপুর স্টেশনে আপ ও ডাউন লাইনে ট্রেন চলাচল বিঘ্নিত হয়। বাম নেতা সুজন চক্রবর্তীর নেতৃত্বে বুধবার সকাল থেকেই রেল অবরোধ করেন বাম কর্মী-সমর্থকেরা। দুর্ভোগে পড়েন সাধারণ যাত্রীরা। হাওড়া ডিভিশনে হিন্দমোটরে মেন লাইনে ট্রেন চলাচলে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন ধর্মঘট সমর্থকেরা। ওভারহেড তারে কলাপাতা ফেলে ট্রেন বন্ধ রাখার চেষ্টা করা হয় ঘুটিয়ারি শরিফ, চম্পাহাটি, লক্ষ্মীকান্তপুর ও মথুরাপুরে। প্রসঙ্গত, নরেন্দ্র মোদী সরকারের 'শ্রমিক-বিরোধী' নীতির প্রতিবাদে ৮ জানুয়ারি, বুধবার সারা দেশে চলছে সাধারণ ধর্মঘট। সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে ১০টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন।

এটা আন্দোলন নয়, দাদাগিরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

গঙ্গাসাগর, ৮ জানুয়ারি : দেশজুড়ে বামেদের বনধকে দাদাগিরি বলে আক্রমন করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঊ বুধবার গঙ্গাসাগর থেকে রাজ্যের বাম নেতৃত্বকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, এটা দাদাগিরি, আন্দোলন নয়।

কেন্দ্র সরকারের 'শ্রমিক-বিরোধী' নীতির প্রতিবাদে বাম সমর্থিত ১০টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের ডাকে আজ সারা দেশে চলছে সাধারণ ধর্মঘট। এই ধর্মঘটের ইস্যুকে সমর্থন করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীমমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঊ তবে তিনি বনধের পথে যেতে নারাজ ঊ বাংলায় বনধ করতে দেওয়া হবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই আর আরও একবার এবিষয়ে মুখ খুললেন তৃণমূল নেত্রী ঊ এদিন গঙ্গাসাগর থেকে রাজ্যের বাম নেতৃত্বকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, এটা দাদাগিরি, আন্দোলন নয় ইশুটাকে সমর্থন করেন, তা আরও একবার জানিয়ে তৃণমূল নেত্রী বলেন, 'আমি ইস্যুটাকে সমর্থন করি। এর জন্য শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করতে হবে।' বামেদের কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'ওরা ভাবে বনধ করলে সস্তায় পাবলিসিটি পাবে। এর থেকে রাজনৈতিক মৃত্যু হওয়া ভাল। যাক না দিল্লিতে গিয়ে আন্দোলন করুক না। ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমেছে।' সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করলে যে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে তা আরও একবার জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। বলেন, 'বনধে কোনও সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করলে পুলিশ কড়া পদক্ষেপ নেবে। আইন আইনের পথে চলবে।' গণতান্ত্রিক পথে আন্দোলন করার জন্য বামেদের অনুরোধও করেন তিনি। আদর্শের প্রশ্ন তুলে রাজ্য সিপিআই(এম)-কে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'এর থেকে কেরালা সিপিএম ভালো। ওদের আদর্শ আছে

মৃতদেহ উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

করে ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়েছে। তার মৃত্যুতে পরিবার নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

পরিষেবা বিঘ্নিত

আটের পাতার পর

ডাক দিয়েছিল ব্যাঙ্কের অফিসার এবং সাধারণ কর্মীদের পাঁচটি ইউনিয়নঊ আশঙ্কা মতোই বুধবার দেশজুড়ে বিঘ্নিত হল ব্যাঙ্কিং পরিষেবাঊ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে টাকা তোলা এবং জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়েছেন গ্রাহকরাঊ যেহেতু ব্যাঙ্ক কর্মীরাও এদিন ধর্মঘটে সামিল হনঊ দিল্লি, মুম্বই, কলকাতা-সহ দেশের বিভিন্ন শহরেই ভোগান্তির শিকার হয়েছেন গ্রাহকরাঊ ব্যাঙ্ক পরিষেবা বিঘ্নিত হয়েছে গোয়া এবং তেলেঙ্গানাতেওঊ কোথাও কোথাও আবার এটিএমও বন্ধ ছিলঊ

ব্যাঙ্ক সংযুক্তিকরণ, বেসরকারিকরণ, ফি বৃদ্ধি এবং মজুরি সম্পর্কিত অন্যান্য সমস্যাকে হাতিয়ার করে এদিন ব্যাঙ্ক ধর্মঘটে সামিল হয় ব্যাঙ্কের অফিসার এবং সাধারণ কর্মীদের পাঁচটি ইউনিয়নঊ এগুলি হল-অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন (এআইবিইএ), অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক অফিসারস অ্যাসোসিয়েশন (এআইবিওএ),বিইএফআই, আইএনবিওসি এবং ব্যাঙ্ক কর্মচারী সেনা মহাসঙ্ঘঊ

সেকাল একাল

পাচের পাতার পর

একাল। ১০ জানুয়ারি, শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৪টে নাগাদ এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন হবে সেক্সপীয়র সরণীর শ্রীঅরবিন্দ ভবনে। প্রদর্শনী চলবে ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত। এই তিন দিন দুপুর ৩টে থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত এই প্রদর্শনী ঘুরে দেখার সুযোগ পাবেন দর্শকরা।

তল্লাশি বনদফতরের

পাচের পাতার পর

মিললেও বনদফতর বাঘটি খোঁজ চালাচ্ছে।খুব সহজে যে বাঘ ধরা পড়বে না তা লালগড়ের পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে মনে করছে বনদফতর।এই বিষয়ে ঝাড়গ্রামের ডিএফও বাসবরাজ হলেইচ্ছি বলেন """ ক্যামেরা বসানো হচ্ছে।নতুন করে পায়ের ছাপ মেলে নি।তবে জঙ্গল গুলিতে তল্লাশি চলছে।'

স্বাগত যুবরাজের

পাচের পাতার পর

নৈতিক কর্তব্যের যোগ ফল হচ্ছে ন্যায়। এমন ধরণের রায়দানের জন্য দিল্লি আদালতকে কুর্নিশ জানিয়ে সাহসিনীর নির্ভয়ার আত্মার শান্তি কামনা করেছেন। উল্লেখ করা যেতে পারে ২২ জানুয়ারি সকাল ৭টায় ফাঁসি হবে ওই চার ধর্ষকের।

সম্প্রীতি উড়ালপুল

পাচের পাতার পর

উড়ালপুলের নীচ দিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা যাতায়াত করেন অধিকাংশ সময় ঊ যদি ব্রিজটি ভেঙে পড়ে তাহলে কী হবে এই নিয়ে চিন্তায় এলাকাবাসী

আফগানিস্তানে ভেঙে পড়ল হেলিকপ্টার, দু'জন পাইলটের মৃত্যু

কাবুল, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): আফগানিস্তানের ফারাহ প্রদেশে ভেঙে পড়ল একটি হেলিকপ্টারঊ হেলিকপ্টার ভেঙে মৃত্যু হয়েছে দু'জন পাইলটেরঊ আফগানিস্তান প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার ফারাহ প্রদেশের প্রাদেশিক রাজধানী থেকে পুর চমন জেলা অভিমুখে যাচ্ছিল হেলিকপ্টারটিঊ সম্ভবত যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে চপারটি ভেঙে পড়েঊ প্রাণ হারিয়েছেন দু'জন পাইলটইঊ

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ফারাহ প্রদেশের প্রাদেশিক রাজধানী থেকে পুর চমন জেলা অভিমুখে যাওয়ার সময় যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয় ওই হেলিকপ্টারটিতেঊ মুহূর্তের মধ্যেই হেলিকপ্টারটি মাটিতে আছড়ে পড়েঊ তারপর আগুন ধরে যায়ঊ ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দু'জন পাইলটেরঊ চপার দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানার জন্য তদন্ত শুরু হয়েছে

শ্রীনগরে ফের সন্ত্রাসী হামলা, গ্রেনেড ফেটে আহত দু'জন

শ্রীনগর, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): ফের সন্ত্রাসী হামলা জম্মু ও কাশ্মীরের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী শ্রীনগরেঊ বুধবার শ্রীনগরের হাবক চক এলাকায় সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ)-এর জওয়ানদের লক্ষ্য করে গ্রেনেড ছোড়ে সন্ত্রাসবাদীরাঊ সিআরপিএফ জওয়ানদের লক্ষ্য করে ছোড়া গ্রেনেডটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ঊ কিন্তু, গ্রেনেড ফেটে আহত হয়েছেন দু'জন সাধারণ নাগরিকঊ গ্রেনেড ছোড়ার পরই সন্ত্রাসবাদীরা পালিয়ে যায়ঊ সন্দেহভাজন জঙ্গিদের খোঁজে গোটা এলাকা ঘিরে চিরুনি তল্লাশি চালাচ্ছে সুরক্ষা বাহিনীঊ

পুলিশ ও সিআরপিএফ সূত্রের খবর, বুধবার দুপুরে শ্রীনগরের হাবক চক এলাকায় সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ)-এর জওয়ানদের লক্ষ্য করে গ্রেনেড ছোড়ে সন্ত্রাসবাদীরাঊ কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর থেকে ছোড়া হয় গ্রেনেডটিঊ গ্রেনেড ফেটে আহত হয়েছেন দু'জন সাধারণ নাগরিকঊ গ্রেনেড ছোড়ার পরই সন্ত্রাসবাদীরা পালিয়ে যায়ঊ চলতি মাসে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার শ্রীনগরে গ্রেনেড হামলা চালাল সন্ত্রাসবাদীরাঊ কিছুদিন আগেই শ্রীনগরের কাওদারায় গ্রেনেড ফেটে আহত হয়েছিল ১৬ বছর বয়সি একটি বালক

দীপিকাকে নিয়ে দুই মেরুতে বিজেপি ও কংগ্রেস

মুম্বই, ৮ জানুয়ারি (হি.স.) : দীপিকা পাড়ুকোনের জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় (জেএনইউ) চত্বরে গিয়ে বামপন্থী পড়ুয়াদের বিক্ষোভে সামিল হওয়াকে মেনে নিতে পারছেন না বিজেপি নেতা রাম কদম। বিষয়টিকে দুর্ভাগ্যজনক আখ্যা দিয়েছেন তিনি। অন্যদিকে দীপিকাকে সমর্থন করেছেন কংগ্রেস নেতা অশোক চবন।

বুধবার দীপিকার জেএনইউ যাওয়ার প্রতিবাদ করে রাম কদম জানিয়েছেন, দীপিকা পাড়ুকোনের জেএনইউ যাওয়াটা দুর্ভাগ্যজনক। জাতীয় স্বার্থ জড়িত থাকা জায়গাগুলিতে যাওয়া উচিত তাঁর। অভিনেতা বরাবরই অভিনেতা থাকেন। কিন্তু তাঁর আচরণ কোনও রাজনৈতিক দলের মুখপাত্রের মতো।

অন্যদিকে, এই ঘটনায় দীপিকার পাশে দাঁড়িয়েছেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা তথা মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী অশোক চবন। এদিন তিনি জানিয়েছেন, জেএনইউতে যা হয়েছে, তাতে সবার অধিকার রয়েছে বলার। দীপিকা পাড়ুকোনের জেএনইউ সমর্থনের মধ্যে দোষের কিছু নেই।

উল্লেখ করা যেতে পারে, মঙ্গলবার বিকেলে জেএনইউ চত্বরে যান দীপিকা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের সভানেত্রী ঐশী ঘোষের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। বিশেষজ্ঞ মহলের মতে নিজের ছপাক ছবি প্রচারের বাড়তি আকর্ষণ টানার উদ্দেশ্যে তাঁর এই উদ্যোগ।

বিক্ষোভের মধ্যেই কলকাতায় আসছেন নরেন্দ্র মোদী

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি (হি.স) : নাগরিকপঞ্জি ও নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে বিক্ষোভের মধ্যেই কলকাতায় আসছেন নরেন্দ্র মোদী। চূড়ান্ত হল রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সফরসূচি। দ্বিতীয় দফায় প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর এটাই তাঁর প্রথম কলকাতা সফর।

এই দফায় প্রধানমন্ত্রীর প্রধান কর্মসূচি রবিবার কলকাতা বন্দরের দেড়শো বছর পূর্তি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন। কলকাতা বন্দরের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় বুধবার জানান, শনিবার দুপুরের পর শহরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী। বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ প্রধানমন্ত্রী যাবেন ডালহৌসিতে ওল্ড কারেন্সি বিল্ডিংয়ে। সেখানে কেন্দ্রের সংস্কৃতি মন্ত্রকের পেন্টিং মিউজিয়ামের উদ্বোধন করবেন। তারপর যাবেন মিলেনিয়াম পার্ক। আধ ঘণ্টার অনুষ্ঠান সেখানে। মিলেনিয়াম পার্ক থেকে হাওড়া ব্রিজের লাইট অ্যান্ড সাউন্ড ব্যবস্থারও আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। সেখান থেকে যাবেন বেলুড় মঠ। প্রধানমন্ত্রী রাত কাটাবেন রাজভবনে।

পরদিন রবিবার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত থাকবেন নেতাজি ইন্ডোরে বন্দরের দেড়শো বছর পূর্তির অনুষ্ঠানে। বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠানের সূচনা করে সেখান থেকেই দিল্লির উদ্দেশে রওনা হয়ে যাবেন প্রধানমন্ত্রী। তবে বিগত কয়েক বছর ধরে প্রধানমন্ত্রী কলকাতায় এলে দমদম বিমানবন্দর থেকেই হেলিকপ্টারে ময়দানে হেলিপ্যাডে নামেন। সেখান থেকে সড়ক পথে যান রাজভবন। বিমানবন্দরে ফেরেনও কপ্টারে। এবারও সেই ভাবেই যাবেন।

রাজ্য বিজেপি ঘোষণা করেছিল, সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন চালু করে হিন্দু উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দেওয়ার পথ খুলে দেওয়ায় প্রধানমন্ত্রীকে তারা সংবর্ধনা দিতে চায়। কিন্তু এই সফরে কোনও দলীয় কর্মসূচির কথা বুধবার পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর অফিস জানায়নি। এদিকে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন এবং জেএনইউয়ের ঘটনার প্রতিবাদে সিপিএম সহ বাম দলগুলো প্রধানমন্ত্রীকে কালো পতাকা দেখানোর কথা ঘোষণা করেছে। ছাত্রদের একাংশ বিমানবন্দর অবরোধেরও ডাক দিয়েছে।

আহত দুই

● প্রথম পাতার পর

আঘাত লাগেনি। কিন্তু বাইক ও স্কুটির চালকেরা আহত হন। খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা ছুটে গিয়ে তাঁদের উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে ভরতি করেছেন।

স্কুটি চালকের অসাবধানতার কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। পুলিশ স্কুটি ও বাইক আটক করেছে।

ধৃত প্রতারক

● প্রথম পাতার পর

এরই মধ্যে প্রতারিত লোকজনরা প্রতারক উত্তম সূত্রধর সম্পর্কে বিস্তারিত খবর জানতে পারেন।

পুলিশের কথায়, বুধবার দুপুর নাগাদ উত্তম সূত্রধর যখন রাস্তারমাথার হরিশনগর এলাকায় তিনজনের কাছ থেকে টাকা নিতে আসে তখনই স্থানীয় লোকজন ও প্রতারিতরা তাকে পাকড়াও করে উত্তম-মধ্যম দেন। খবর পেয়ে বিশালগড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। পুলিশ তাকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। তার বিরুদ্ধে প্রতারণার দায়ে মামলা রুজু হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। প্রসঙ্গত, রাজ্যে কিছুদিন পরপর প্রতারকদের খপ্পরে পড়ে বহু নিরিহ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। প্রতারকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

প্রাঙ্গন

ডার্বি জিতে লিগ কাপ ফাইনালের দিকে এক পা বাড়াল সিটি

ম্যাঞ্চেস্টার: টানা তৃতীয় বছর লিগ কাপ ফাইনাল খেলার দিকে বড়সড় পদক্ষেপ ম্যাঞ্চেস্টার সিটির। ঠিক এক মাস আগে প্রিমিয়র লিগে হারের বদলা নিয়ে লিগ কাপ সেমিফাইনালের প্রথম লেগে ম্যান ইউকে বিধ্বস্ত করল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন সিটি। ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে সোল্কজায়েরের ছেলেদের ৩-১ গোলে ধরাশায়ী করল গুয়ার্দিওলার ছেলেরা।চলতি শতকে প্রথমবার ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে প্রথমার্ধেই তিন গোল হজম করল রেড ডেভিলসরা। স্ট্র্যাটেজিতে টেক্কা দিয়ে সিটির প্রথমার্ধের আক্রমণাত্মক ফুটবলই ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেয়।১৭ মিনিটে ২৫ গজ দূর থেকে পর্তুগিজ মিডফিল্ডার বার্নার্দো সিলভার শট দি গিয়ার নাগাল এড়িয়ে কোনাকুনি জড়িয়ে যায় জালে। ৩৩ মিনিটে দলের দ্বিতীয় গোলের কারিগরও পর্তুগিজ মিডিও। মাহরেজের উদ্দেশ্যে তাঁর ডিফেন্স চেরা থ্রু"র কোনও উত্তর ছিল না ম্যান ইউ ডিফেন্সের কাছে।সিলভার থ্রু ধরে ডি গিয়াকে ডজ করে বল জালে রাখেন রিয়াদ মাহরেজ। পাঁচ মিনিট বাদে আন্দ্রেস পেরেরা শিক্ষানবিশীদের ঢংয়ে আত্মঘাতী গোল হজম করে বসলে ম্যাচের ললাটলিখন ওখানেই লেখা হয়ে যায়। বক্সে দি ব্রুয়েনার জোরালো শট দি গিয়া প্রতিহত করলে ফিরতি বল পেরেরার পায়ে লেগে ঢুকে যায় গোলে।দ্বিতীয়ার্ধে যদিও গোল হজম থেকে বিরত থাকে ম্যান ইউ। উলটে একটি গোল ফিরিয়ে দিয়ে কিছুট সম্মান নিয়ে মাঠ ছাড়ার বন্দোবস্ত করে দেন মার্কাস রাশফোর্ড। ৭০ মিনিটে গ্রিনউডের থ্রু ধরে বল জালে রাখেন ইংরেজ স্ট্রাইকার। বাকি ২০ মিনিটে ম্যাচের ফলাফল অপরিবর্তিত থাকায় ৩-১ জিতে মাঠ ছাড়ে স্কাই ব্লুজ"রা।৩০ জানুয়ারি সেমির ফিরতি লেগে ইতিহাদে মুখোমুখি যুযুধান দুই প্রতিপক্ষ।

অনেকটা এগিয়ে থেকেই ওই ম্যাচে মাঠে নামবে সিটি।সিটি-র কাছে হেরে ম্যান ইউ-র লিগ কাপ জয়ের স্বপ্ন প্রায় শেষলিগ কাপের সেমিফাইনালের প্রথম লেগে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির কাছে ৩-১ গোলে হেরে গেল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। সেই সঙ্গে কার্যত এবারের লিগ কাপ জয়ের স্বপ্ন কার্যত শেষ হয়ে গেল মার্কাস রাশফোর্ডদের।ওল্ড ট্রাফোর্ডের ঘরের মাঠে লিগ লিগ কাপের সেমিফাইনালের প্রথম লেগে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। কিন্তু ম্যাচ প্রথম থেকেই প্রাধান্য বিস্তার করে অ্যাওয়ে দল। ম্যান ইউ-র গোলমুখে একের পর এক আক্রমণ তুলে আনতে থাকেন ম্যান সিটির ফুটবলাররা। ম্যাচের ১৭ মিনিটে সিটির হয়ে প্রথম গোল দেন বার্নার্ডো সিলভা।

৩৩ মিনিটে দুর্দান্ত গোল দিয়ে অ্যাওয়ে দলকে দুই গোলের ব্যবধানে পৌঁছে দেন রিয়াদ মাহরেজ। ৩৮ মিনিটে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের ডিফেন্ডার আন্দ্রিয়েজ পেরেইরা-র আত্মঘাতী গোল প্রথমার্ধেই ৩-০ গোলে এগিয়ে যায় ম্যাঞ্চেস্টার সিটি।দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচে ফেরার মরিয়া চেষ্টা করেন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের ফুটবলাররা। বেশ কয়েকবার গোলের কাছে পৌঁছেও তাঁদের ব্যর্থ হতে হয়। বেশ কয়েকটি সহজ গোলের সুযোগও নষ্ট করে হোম টিম। ম্যাচের ৭০ মিনিটে ম্যান ইউ-র হয়ে একমাত্র গোলটি দেন মার্কাস রাশফোর্ড। যদিও তা ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের পতন রুখতে পারেনি।আগামী ৩০ জানুয়ারি ম্যাঞ্চেস্টার সিটি-র বিরুদ্ধে তাদেরই মাটিতে লিগ কাপের সেমিফাইনালের দ্বিতীয় লেগে মুখোমুখি হচ্ছে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। কোনও মিরাকেল না হলে এগ্রিগেটে ৩-১ গোলে এগিয়ে থাকা ম্যান সিটি-কে বেগ দেওয়া ম্যান ইউ-র পক্ষে সম্ভব নয় বলে মনে করছেন ফুটবল প্রেমীরা।

টি ২০ তে ফের হ্যাটট্রিক রশিদ খানের

সিডনি:আফগানিস্তানের বোলিং আক্রমণের মূল স্তম্ভ লেগ স্পিনার রশিদ খান বল হাতে ফের ভেল্কি দেখালেন। ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে কেন তাঁকে অন্যতম সেরা স্পিনার বলা হয়, তার আরও একবার প্রমাণ দিলেন তিনি। বুধবার বিগ ব্যাশ লিগে সিডনি সিক্সার্স ও অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্সের ম্যাচে টি ২০ ক্রিকেটে তাঁর তৃতীয় হ্যাটট্রিক করলেন রশিদ খান।এই তারকা স্পিনার ১১ তম ওভারের পঞ্চম বলে সিক্সার্সের অধিনায়ক জেমস ভিন্স (২৭)কে আউট করেন। এর পরের বলে রশিদ খান ফেরান ক্রিজে আসা নতুন ব্যাটসম্যান জ্যাক এডওয়ার্ডসকে। তিনি কোনও রান করতে পারেননি। পরের ওভারে বল করতে এসে প্রথম বলেই জর্ডন সিল্ক (১৬) ফিরিয়ে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন রশিদ খান। রশিদ খান আউট করেন সিক্সার্সের ড্যানিয়েল হিউজ (১৭)কেও। ম্যাচের ২২ রানে চার উইকেট নেন রশিদ খান।আইসিসি-র টি ২০ বোলারদের ক্রমতালিকায় বর্তমানে পয়লা নম্বরে রয়েছেন রশিদ খান। ২০০ টি ২০ ম্যাচে ২৮৪ উইকেট নিয়েছেন তিনি। টি ২০ আন্তর্জাতিকে ৪৫ ম্যাচে তাঁর সংগ্রহ ৮৪ উইকেট।টসে হেরে ব্যাট করতে নেমে স্ট্রাইকার্স ১৯.৪ ওভারে ১৩৫ রানে অল আউট হয়ে যায়। রশিদ খানের দুরন্ত পারফরম্যান্স সত্ত্বেও তারা ম্যাচ জিততে পারেনি। দুই উইকেটে জয়ী হয় সিক্সার্স।

আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপের জন্য দল বাছলেন লক্ষ্মণ, জায়গা হল না ধোনি-ধাওয়ানের

আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য সম্ভাব্য ভারতীয় দল বাছলেন কিংবদন্তি ক্রিকেটার ভিভিএস লক্ষ্ম ণ। তাঁর বেছে নেওয়া দলে পুরাতনদের থেকে বেশি সুযোগ পেয়েছেন তরুণরা। তাতপর্যপূর্ণভাবে দল থেকে বাদ পড়েছেন প্রাক্তন অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি। এবং প্রতিষ্ঠিত ওপেনার শিখর ধাওয়ান।তাহলে কাকে নিজের দলে রাখছেন লক্ষ্মণ (ঝঢ়ছ ড্রথঅদ্বথদ্র)? প্রাক্তন ব্যাটসম্যান মূলত তরুণদের উপর নজর দিয়েছেন নিজের দলে। তাতপর্যপূর্ণভাবে, লক্ষ্মণের দলে ঠাঁই পেয়েছেন প্রাক্তন কেকেআর তথা অধুনা হায়দরাবাদ তারকা মণীশ পাণ্ডে। লক্ষ্মণ নিজের ১৫ সদস্যের দলে ওপেনার হিসেবে বেছে নিয়েছেন রোহিত শর্মা এবং লোকেশ রাহুলকে। যথারীতি দলের অধিনায়ক হিসেবে লক্ষ্মণ বেছে নিয়েছেন বিরাট কোহলিকে। মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান হিসেবে সুযোগ পাচ্ছেন শ্রেয়স আইয়ার এবং মণীশ পাণ্ডে। উইকেটরক্ষক যথারীতি ঋষভ পন্থ। অলরাউন্ডার হিসেবে দলে থাকছেন হার্দিক পাণ্ডিয়া, শিবম দুবে এবং রবীন্দ্র জাদেজা ইন্দোর টি-টোয়েন্টিতে জোড়া রেকর্ড বিরাটের, টপকে গেলেন রোহিত ও ডু প্লেসিকেদুই বিশেষজ্ঞ স্পিনার যুজবেন্দ্র চাহাল এবং কুলদীপ যাদব। লক্ষ্মণ নিজের দলে মোট চারজন পেসার নিয়েছেন। তাঁরা হলেন জশপ্রীত বুমরাহ, ভুবনেশ্বর কুমার, মহম্মদ শামি এবং দীপক চাহার। উল্লেখ্য, আগামী ১৮ অক্টোবর থেকে অস্ট্রেলিয়ায় আয়োজিত হতে চলেছে২০ ঢদ্রন্নত্ম ঞ্চদ্ধ)। তাই অস্ট্রেলিয়ার পিচের কথা মাথায় রেখে চার পেসার খেলাতে চাইছেন লক্ষ্মণ। যদিও, জাতীয় দলের নির্বাচকরা চার পেসার নিয়ে নামবেন, নাকি ব্যাটসম্যান বেশি খেলানোয় মন দেবেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়।গুরুত্ব পাচ্ছে না বিরাটদের আপত্তি, মার্চেই চারদিনের টেস্ট নিয়ে আলোচনা শুরু আইসিসিরমাঝে আর কয়েক মাস। তারপরই শুরু বহু প্রত্যাশিত টি-২০ বিশ্বকাপ। এই বিশ্ব টি-টোয়েন্টি চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম সংস্করণে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর থেকে আর তেমন উল্লেখযোগ্য পারফরম্যান্স নেই ভারতের। ২০১৩-র টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা ছাড়া। সেবারেও ফাইনালে শ্রীলঙ্কার কাছে একপেশেভাবে হারতে হয়েছিল টিম ইন্ডিয়াকে। তাই এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপকে পাখির চোখ করেছেন অধিনায়ক বিরাট কোহলি। ইতিমধ্যেই বিশ্বকাপকে টার্গেট করে দলগঠনের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। চলছে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এখন দেখার লক্ষ্মণের দলের সঙ্গে ভারতের চূড়ান্ত দলের কতটা মিল পাওয়া যায়?

"টেস্টে ৫০ বলে ১০০ রান করতে পারে," ইনদওরের অসাধারণ ইনিংসের পর রাহুলের প্রশংসায় গম্ভীর

ইনদওর : শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সিরিজের দ্বিতীয় টি-২০ ম্যাচে লোকেশ রাহুলের অসাধারণ ইনিংসের পর তাঁকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন প্রাক্তন বাঁ হাতি ওপেনার গৌতম গম্ভীর। তিনি বলেন, "কে এল রাহুল অবিশ্বাস্য ফর্মে আছে। আমি রাহুলকে যখনই ব্যাট করতে দেখি, তখনই অবাক হয়ে ভাবি, ও কেন টেস্টেও একইভাবে খেলে না। এটা শুধু সাদা বলের বিষয় নয়, টেস্ট ক্রিকেটও গুরুত্বপূর্ণ। ও নিজেকে বেশি গুটিয়ে রাখে। ওর যা দক্ষতা আছে, তাতে টেস্ট ক্রিকেটে ৫০ বলে ১০০ রান করতে পারে। ও দুর্দান্ত শট খেলতে পারে।"গতকালের ম্যাচে ওপেন করতে নেমে ৩২ বলে ৪৫ রানের দারুণ ইনিংস খেলেন রাহুল। অপর ওপেনার শিখর ধবন ২৯ বলে ৩২ রান করেন। ওপেনিং জুটিতে যোগ হয় ৭১ রান। ফলে রান তাড়া করতে নেমে ভারতীয় দলের জয় সহজ হয়। তবে ধবনের তুলনায় অনেক ভাল খেলেন রাহুল। তিনি ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টি-২০ ও একদিনের সিরিজেও ওপেন করেন। ভারতীয় দল শেষ যে টেস্ট ম্যাচ খেলেছিল, তাতে অবশ্য রোহিত শর্মার সঙ্গে ওপেন করেন ধবনই। তবে গম্ভীরের মতে, বর্তমান ফর্মের ভিত্তিতে রাহুলেরই সুযোগ পাওয়া উচিত।

এ বিষয়ে তিনি বলেছেন, "আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের সঙ্গে আইপিএল-এর তুলনা করা যায় না। দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে যে খেলছে, সে জানে অন্য কেউ সুযোগের অপেক্ষায় নেই। কিন্তু দেশের হয়ে খেলার সময় সবাই জানে, অন্য কেউ তার জায়গা নিতে পারে। ফলে সবসময়ই চাপ থাকে। এখন কে ভাল ফর্মে আছে, সেটা দেখা যাচ্ছে। কে এল রাহুল অন্যরকম ফর্মে আছে। ও ঘরোয়া মরসুমের গোটাটাই খেলেছে। ও সৈয়দ মুস্তাক আলি, বিজয় হজারেতে খেলেছে। ও সাদা বলের ক্রিকেটে ভাল খেললেও, ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে গিয়েছে এবং রান করেছে। তার ফল সবাই দেখতে পাচ্ছে। শিখর ধবনকে দেখে জমাট মনে হয়নি। তবে ওর রান পাওয়া ভাল। এর ফলে পরের ম্যাচে ব্যাট করতে নামার সময় ওর সুবিধা হবে। ও যদি শুরুতেই আউট হয়ে যেত, তাহলে আরও চাপে পড়ে যেত।"

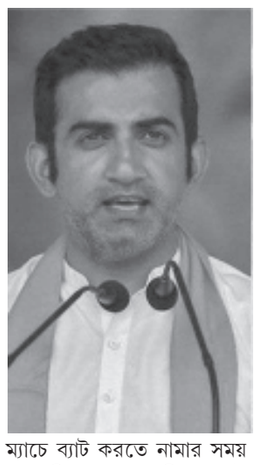

পিঠে চোট, ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজ থেকেই ছিটকে গেলেন শ্রীলঙ্কার অন্যতম সেরা অস্ত্র

চোটের জন্য তৃতীয় টি টোয়েন্টি থেকে ছিটকে গেলেন ইসুরু উদানা। শ্রীলঙ্কার হেড কোচ মিকি আর্থার নিজেই জানিয়েছেন এ কথা।দ্বিতীয় টি টোয়েন্টি ম্যাচে ওয়ার্ম আপ করার সময়ে চোট পান উদানা। ইনদওরের দ্বিতীয় টি টোয়েন্টি ম্যাচে তাঁর অভাব অনুভূত হয় বলে জানান দ্বীপরাষ্ট্রের অধিনায়ক লাসিথ মালিঙ্গা। তিনি বলেছেন, ''''উদানা আমাদের প্রধান বোলার। টি টোয়েন্টি ফরম্যাটে যথেষ্ট অভিজ্ঞ ও। আমরা বল করতে যাওয়ার ঠিক আগে চোট পায় উদানা।''''মঙ্গলবার ভারত টস জিতে শ্রীলঙ্কাকে ব্যাট করতে পাঠায়। শ্রীলঙ্কা ২০ ওভারে ১৪২ রান করে। ভারত রান তাড়া করতে নামার ঠিক আগে ওয়ার্ম আপ করছিলেন শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটাররা। সেই সময়েই পিঠে চোট পান উদানা। যন্ত্রণাকাতর উদানাকে সাজঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। ব্যাট করলেও বাঁ হাতি পেসারকে বল করতে দেখা যায়নি।হিন্দু বলে দানিশ কানেরিয়াকে কখনও অপমান করা হয়নি, দাবি প্রাক্তন পাক অধিনায়কেরতিনি বল করতে না পারায় শ্রীলঙ্কার বোলিং আক্রমণকে নখদন্তহীন দেখিয়েছে। তৃতীয় টি টোয়েন্টি ম্যাচে উদানার মাঠে নামার কোনও সম্ভাবনাই নেই বলে জানিয়েছেন আর্থার। তিনি বলেছেন, ''''আমি চিকিতসক নই। তবে উদানা যন্ত্রণায় ছটফট করছে। আশা করি ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সিরিজে উদানাকে পাওয়া যাবে।''''সামনে ভরা ক্রিকেট মরসুম শ্রীলঙ্কার। ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজের পরে জিম্বাবোয়ে সফরে যাবে দ্বীপরাষ্ট্র। তার পরে আয়ারল্যান্ড যাবে শ্রীলঙ্কায়। সেই সিরিজ শেষ হলেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সিরিজ মালিঙ্গাদের। সেই কারণেই উদানাকে নিয়ে ঝুঁকি নিচ্ছেন না আর্থার।

বেআইনি অ্যাকশন, কেকেআরের নতুন অস্ট্রেলীয় তারকার বোলিংয়ে নিষেধাজ্ঞা

ওয়েবডেস্ক: বিগ ব্যাশ লিগে বেআইনি অ্যাকশনের জন্য ধরা পড়লেন অস্ট্রেলিয়ার স্পিনার ক্রিস গ্রিন। আসন্ন আইপিএল মরশুমে তাঁকে দলে নিয়েছে কলকাতা নাইটরাইডার্স।তবে তাঁর ওপরে নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র অস্ট্রেলিয়ার ঘরোয়া ক্রিকেটেই সীমাবদ্ধ। তাও আবার তিন মাসের জন্য। ফলে কেকেআরে তাঁর খেলায় কোনো রকম নিষেধাজ্ঞা থাকছে না।গত ২ জানুয়ারি সিডনি সিক্সার্স আর মেলবোর্ন স্টার্সের মধ্যে ম্যাচে বেআইনি বোলিং অ্যাকশনের জন্য গ্রিনের ব্যাপারে রিপোর্ট করেন আম্পায়াররা। এর পর বিবিএলের তরফে সব কিছু জাচাইয়ের পর তাঁর ওপরে এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।আম্পায়ারদের রিপোর্টের পর গত ৫ জানুয়ারি তাঁর বোলিং অ্যাকশনের পরীক্ষানিরীক্ষাও হয়। সেখানে দেখা যায় তাঁর বোলিং অ্যাকশন শোধরানর প্রয়োজন রয়েছে।বিবিএলের তরফে বলা হয়েছে এই তিন মাসের নিষেধাজ্ঞার সময়ে নিজের বোলিংয়ের ওপরে নজর দেবেন গ্রিন এবং আরও সফল বোলার হিসেবে প্রত্যাবর্তন করবেন তিনি।

থামানো যাচ্ছে না কোহলিকে

অপ্রতিরোধ্য বিরাট কোহলি। টেস্টের ক্রমতালিকায় নিজের শীর্ষ স্থান ধরে রেখেছেন তিনি। বুধবারেই আইসিসির টেস্ট র‌্যাঙ্কিং প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে চেতেশ্বর পূজারা ও অজিঙ্কা রাহানে র‌্যাঙ্কিংয়ে অবশ্য নেমে গিয়েছেন। কোহলির অর্জিত রেটিং পয়েন্ট ৯২৮। দ্বিতীয় স্থানে থাকা স্টিভ স্মিথের (৯১২) থেকে অনেকটাই এগিয়ে কোহলি।পঞ্চম স্থান থেকে ষষ্ঠ স্থানে নেমে গিয়েছেন পূজারা। তাঁর পয়েন্ট ৭৯১। দু-ধাপ নেমে গিয়ে পূজারা আপাতত নবম স্থানে। তাঁর পয়েন্ট ৭৫৯।"দেশদ্রোহী"দের সমর্থন মঞ্জরেকরের! পাল্টা আক্রমণ মোদীর সোনাজয়ী "সৈনিকের"চোট সারিয়ে একদিন আগেই টি২০ ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন করেছেন জসপ্রীত বুমরা। তিনি বোলিং তালিকায় ৭৯৪ পয়েন্ট ষষ্ঠ স্থান ধরে রেখেছেন। নয় ও দশ নম্বর স্থান ধরে রেখেছেন যথাক্রমে রবিচন্দ্রন অশ্বিন (৭৭২) ও মহম্মদ শামি (৭৭১)।ব্যাট হাতে তুখোড় ফর্মে রয়েছেন মার্নাস লাবুশানে।

ব্যাট করতে নামলেই স্কোরবোর্ডে ইচ্ছেমতো রান তুলছেন। শতরান করেছেন পরপর। তিনি কেরিয়ারের সেরা তিন নম্বরে উঠে এসেছেন। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ টেস্টেও লাবুশানে দুই ইনিংসে করেছেন ২১৫ ও ৫৯। কিউয়ি সিরিজে তিনি অস্ট্রেলিয়ার জার্সিতে সর্বোচ্চ রান করেছেন, ৫৪৯। তার আগের সিরিজেই লাবুশানে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৮৯৬ রান করেছিলেন।বোলারদের মধ্যে যথারীতি একনম্বরে রয়েছেন অস্ট্রেলিয়ান স্পিডস্টার প্যাট কামিন্স। ৯০৪ পয়েন্ট নিয়ে তিনি শীর্ষে। দুই ও তিন নম্বরে রয়েছেন যথাক্রমে নীল ওয়াগনার (৮৫২) ও জেসন হোল্ডার (৮৩০)।

বিগ ব্যাশ লিগে হ্যাটট্রিক পাকিস্তানের তরুণ পেসার হ্যারিস রউফের

মেলবোর্ন : আফগানিস্তানের লেগস্পিনার রশিদ খানের পর এবার বিগ ব্যাশ লিগে হ্যাটট্রিক করলেন পাকিস্তানের তরুণ পেসার হ্যারিস রউফ। আজ মেলবোর্ন স্টারসের হয়ে সিডনি থান্ডারের বিরুদ্ধে ম্যাচে বিপক্ষের ইনিংসের শেষ ওভারে ম্যাথু জিলকেস, ক্যালাম ফার্গুসন ও ড্যানিয়েল স্যামসের উইকেট নেন তিনি। চার ওভার বল করে ২৩ রান দিয়ে ৩ উইকেট নেন এই পেসার।এর আগে এদিন সিডনি সিক্সার্স ও অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্সের ম্যাচে হ্যাটট্রিক করেন রশিদ। তিনি সিডনির ইনিংসের ১১-তম ওভারের শেষ দুই বলে যথাক্রমে জেমস ভাইনস ও জ্যাক এডওয়ার্ডসকে ফেরান। এরপর ১৩-তম ওভারের প্রথম বলে জর্ডন সিল্ককে ফিরিয়ে হ্যাটট্রিক করেন তিনি। বিগ ব্যাশ লিগে একইদিনে উপমহাদেশের দুই বোলারের হ্যাটট্রিক বিরল ঘটনা।

নির্ভয়া মামলার রায় নিয়ে আবেগতাড়িত বার্তা যুবরাজ সিং-র

দিল্লি গণধর্ষণ বা নির্ভয়া মামলায় দোষী সাব্যস্ত চার জনের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের সাজা শুনিয়েছে দিল্লি আদালত। রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন দেশের অধিকাংশ মানুষ। তাঁদের দলে নিজেকে অন্তর্ভূক্ত করেছেন ভারতীয় ক্রিকেটের লেজেন্ড যুবরাজ সিং। দিয়েছেন রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন দেশের অধিকাংশ মানুষ। তাঁদের দলে নিজেকে অন্তর্ভূক্ত করেছেন ভারতীয় ক্রিকেটের লেজেন্ড যুবরাজ সিং। দিয়েছেনআবেগতাড়িত বার্তা।২০১২ সালে দিল্লিতে চলন্ত বাসে এক যুবতীকে গণর্ধষণ করা হয়। কিছুদিন পর হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনায় বীভতসতায় কেঁপে উঠেছিল গোটা দেশ। ঘটনার অভিযুক্ত ছয় জনকেই গ্রেফতার করে পুলিশ। তাদের মধ্যে এক জন জেলে আত্মহত্যা করে। এক জন নাবালক হওয়ায়, পরবর্তীকালে সে মুক্তি পেয়ে যায়। অবশিষ্ট চার অভিযুক্তকে সাত বছর পর দোষী সাব্যস্ত করে দিল্লি আদালত। অবশেষে তাদের বিরুদ্ধে ফাঁসির সাজা শোনান বিচারক।এত বছর পর রায়। আর তা উপযুক্ত হওয়ায় দিল্লি আদালতকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ভারতের হয়ে ২০১১-র বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম নায়ক যুবরাজ সিং। বলেছেন, দেরিতে হলেও সঠিক পেলেন নির্ভয়ার পরিবারের সদস্যরা। "ন্যায়" সবকিছুর উর্ধে বলেও টুইটারে লিখেছেন যুবি। এবার দিল্লি গণধর্ষণ কাণ্ডের নিগৃহীতা চির শান্তিতে ঘুমোবেন বলেও লিখেছেন যুবরাজ সিং।

সুলতান সাঃ দরগা

সংহতি মেলা

১০-১২ জানুয়ারি, ২০২০

সুলতান সাঃ দরগা প্রাঙ্গন, আনন্দনগর, পঃ ত্রিপুরা

উদ্যোক্তা ঃ তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং ডুকলি পঞ্চায়েত সমিতি

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ঃ ১০ জানুয়ারি ২০২০, সন্ধ্যা ৫টা

উদ্বোধক ঃ **শ্রী রামপ্রসাদ পাল,** মাননীয় বিধায়ক, ত্রিপুরা বিধানসভা

প্রধান অতিথি ঃ **শ্রীমতি অন্তরা সরকার (দেব),** মাননীয়া সভাধিপতি, পঃ ত্রিপুরা জিলা পরিষদ

বিশেষ অতিথি ঃ **বাহারুল ইসলাম মজুমদার,** মাননীয় চেয়ারম্যান, সংখ্যালঘু উন্নয়ন নিগম

শ্রী অজয় দাস, মাননীয় চেয়ারম্যান, ডুকলি পঞ্চায়েত সমিতি

সম্মানিত অতিথি ঃ **শ্রী রতন বিশ্বাস,** মাননীয় অধিকর্তা, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর,

শ্রী তপন কুমার দাস, মাননীয় এ.ডি.এম, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা

সভাপতি ঃ শ্রী মলয় লোধ, বিশিষ্ট সমাজসেবক

মেলায় ৩দিনব্যাপী মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হবে

সকলের সাদর আমন্ত্রণ

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর ঃ ত্রিপুরা সরকার

ICA/D-1518/2019-20

পিলাক মেলার কাজ দেখেন কাকলি দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, জোলাইবাড়ি ৮ জানুয়ারি।। পিলাক মেলার কাজ দেখতে বিদ্যালয় মাঠে গেলেন দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলাসভাতিপতি কাকলি দাস দত্ত।

পিলাক রত্ন পর্যটন উৎসব ও মেলাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দিপনা সকলের মনে। বুধবার সি পি এম ডাকা বন্ধের জন্য মঙ্গলবার থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দোকানিরা মেলাপ্রাঙ্গনে চলে এসেছেন। এই মেলার বিভিন্ন কাজ পরিদর্শনে যান দক্ষিণ জেলার জেলা সভাধিপতি শ্রীমতি কাকলি দাস দত্ত। উনার এই সফরকালে উনার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন জোলাইবাড়ি এগ্রিস্টেন্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান বিকাশ বৈদ্য, জোলাইবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান তাপস দত্ত ও এলকার বিশিষ্ট সমাজসেবী তমাল বৈদ্য। মেলাসম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের সামনে কিছু তথ্য তুলে ধরেন। এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী তমাল বৈদ্য। তিনি জানান ইতিমধ্যে মেলার প্রস্তুতির কাজ প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে। মেলার শুভ সূচনা করবেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। মেলাকে কেন্দ্র করে সকলে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দিপনার মধ্য দিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

সিপিআইএম অফিসে ডিসিএমের হানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৮ জানুয়ারী ঃ বামপন্থী দশটি ট্রেড ইউনিয়নের ডাকা বন্ধের দিনে কৈলাসহরে অবস্থিত সিপিআইএম ঊনকোটি জেলা কমিটির কার্যালয়ে ডিসিএম আশু রঞ্জন দেববর্মার নেতৃত্বে প্রশাসনের এক বিশাল টিম এসে তল্লাশি শুরু করে। প্রশাসনের টিমে ডিসিএম আশু রঞ্জন দেববর্মা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলার ট্রাফিক ডিএসপি বুদ্ধ দেববর্মা, পুলিশ ইন্সপেক্টর পার্থ মুন্ডা, এসআই নারায়ণ দেব, এসআই মৌসুমী দেববর্মা সহ আরও অনেকে। দলীয় অফিস তল্লাশির সময় দলীয় অফিসে উপস্থিত ছিলেন কৈলাসহর শহরাঞ্চল কমিটির সম্পাদক অরুনাভ সরকার, কাউন্সিলার নচিকেতা গোস্বামী এবং পার্টি কর্মী কাজল দাস। অফিস তল্লাশির সময় অরুনাভ সরকার পুলিশকে প্রশ্ন করে যে, যখন গতকাল রাতে এবং বন্ধের দিনে পুলিশের সামনে দলীয় কর্মীদের মারধর করে ও দলীয় অফিস ভাঙচুর করে বিজেপি কর্মীরা তখন পুলিশ কেন বিজেপি কর্মীদের গ্রেপ্তার করলো না? প্রায় দু ঘন্টা পুরো অফিস তল্লাশির সময় মোট পাঁচটি তালা ভেঙে পুলিশ এবং তল্লাশিতে সন্দহজনক কিছুই পাওয়া যায় নি বলে জানান ডিসিএম আশুরঞ্জন দেববর্মা। তল্লাশির খবর শুনে জেলা কমিটির সম্পাদক কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী এবং বিধায়ক মবস্বর আলী ছুটে আসেন।

ইরানে পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রের কাছে মৃদু ভূমিকম্প, তীব্রতা ৪.৯

তেহরান, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): এমনিতেই অশান্ত ইরানঊ আমেরিকা-ইরান সঙ্ঘাত আরও চরমে পৌঁছেছেঊ এমতাবস্থায় মৃদু ভূমিকম্প অনুভূত হল ইরানের পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রের কাছেঊ রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৪.৯ঊ ভূমিকম্পের উতস্থল ছিল ইরানের বুশহর পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রের কাছেঊ সাত সকালে ভূকম্পন আতঙ্কিত হয়ে পড়েন মানুষজনঊ তবে, ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিওলজিক্যাল সার্ভে (ইউএসজিএস) জানিয়েছে, স্থানীয় সময় অনুযায়ী বুধবার সকালে ৪.৯ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত বোরাঝান শহরের ১০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বেঊ ভূগর্ভের ১০ কিলোমিটার গভীরেঊ বুশহর থেকে বোরাঝানের দূরত্ব প্রায় ৭০ কিলোমিটারঊ ইউএসজিএস জানিয়েছে, এই ভূকম্পন প্রাকৃতিক ভূকম্পনই।

বুধবার ট্রেড ইউনিয়নের ডাকা বনধে বাজার ঘুরে কেনাকাটা করেন সাংসদ প্রতীমা ভৌমিক। ছবি- নিজস্ব।

সচিবালয়ে দিশা কমিটির পর্যালোচনা সভা

কেন্দ্রীয় ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পগুলি নির্দিষ্ট সময়ে বাস্তবায়নের উপর মুখ্যমন্ত্রীর গুরুত্ব আরোপ

আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। আজ সচিবালয়ের ২নং কনফারেন্স হলে রাজ্যস্তরীয় দিশা কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পগুলি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যথাযথভাবে রূপায়িত হচ্ছে কিনা তা পর্যালোচনা করা হয়। রাজ্যস্তরীয় দিশা কমিটির চেয়ারম্যান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় সুবিধাভোগীদের গৃহ প্রদানের যে লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে তা সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। গৃহ নির্মাণ কাজে যাতে গুণগতমান বজায় থাকে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। রেগায় শ্রমিকদের পারিশ্রমিক প্রদানের ক্ষেত্রে যাতে বিলম্ব না হয় সেদিকে গ্রামোন্নয়ন দপ্তরকে যথাযথ উদ্যোগ নিতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

সভায় গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিব সৌম্যা গুপ্তা জানান, দিশা কমিটির সর্বশেষ সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে রেগার মাধ্যমে স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে মজরি ও মেটেরিয়ালের হার বৃদ্ধি করে ৭০ : ৩০ অনুপাতে করার প্রয়াস নিয়েছে দপ্তর। গ্রামস্তরে কোনও কাজের পরিকল্পনা নেওয়ার সময় গ্রামসভার অনুমোদন নেওয়ার উপরও দপ্তর গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। তিনি জানান, ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে রেগায় মোট লেবার বাজেট হলো ৪ কোটি শ্রমদিবস। এখন পর্যন্ত মোট শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে ২ কোটি ৫৭ লক্ষ। রেগায় প্রথম পর্যায়ে ৯৭.৮৪ শতাংশ সম্পদের জিও ট্যাগিং করা হয়েছে। রেগায় ২০১৮-২০১৯ অর্থবর্ষে যেসব কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিলো তার ৯৫.২১ শতাংশ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। রেগার বিভিন্ন প্রকল্প সফল রূপায়ণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সম্পতি রাজ্যকে ৯টি পুরস্কারে ভূষিত করেছে বলে গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিব সভায় জানান। তিনি আরও জানান, দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা ন্যাশনাল রুরাল লাইভলিহুড মিশন প্রকল্পে ২০১৯-২০২০ অর্থবর্ষে রাজ্যের ৩টি জেলায় নতুন ১৬০০টি স্ব-সহায়ক দল গঠন করা হয়েছে এবং ১৫৯৪টি স্ব-সহায়ক দল পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে। গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিব সভায় আরও জানান, ২০১৯-২০২০ অর্থবর্ষে প্রধানমী আবাস যোজনা (গ্রামীণ) প্রকল্পে ২৮ হাজার ৮৩৮টি গৃহ নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে ৭০১টি গৃহ নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। এছাড়া ১০ হাজার ৫৫৫টি গৃহের প্রথম কিস্তি, ৭৫৮৫টি গৃহের দ্বিতীয় কিস্তি এবং ১৭৫৭টি গৃহের ততীয় কিস্তির টাকা রিলিজ করা হয়েছে। সভায় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা ড. দেবপ্রসাদ সরকার জানান, রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনায় ২০১৯-২০২০ অর্থবর্ষে শ্রী পদ্ধতিতে ৩৫ হাজার হেক্টর হাইবিড ধান চাষের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

এছাড়া ২ হাজার হেক্টরে সুগন্ধি চাল উৎপাদন করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। তিনি আরও জানান, এই প্রকল্পে ৮টি ভ্রাম্যমান ফিস ক্লিনিক ভ্যান, ২৪টি ভেটেরিনারি হেলথ সাব সেন্টার, ২০০টি শূকর পালন ইউনিট স্থাপন এবং ১৭৪০টি ছোট পোলট্রি ইউনিট স্থাপন করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনায় ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে ৩৩টি গোডাউন, ৫টি পোস্ট হার্ভেস্ট টেকনোলজি সেন্টার এবং ৩৬টি ফার্মার্স নলেজ সেন্টার স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা সভায় আরও জানান, ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে মোট ১ লক্ষ ৫৮ হাজার ৩৩৫ জন কৃষককে সয়েল হেলথ কার্ড প্রদান করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমী বলেন, কৃষকদের যাতে গুণগতমানের কৃষি বীজ সরবরাহ করা হয় সেদিকে দপ্তরকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

সভায় মৎস্য দপ্তরের অধিকর্তা দিলীপ কুমার চাকমা জানান, মৎস্য দপ্তর কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের কাজ করছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নীল বিপ্লব প্রকল্পে ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে ৫০ হেক্টর নতুন পুকুর তৈরি করেছে। তাতে ব্যয় হয়েছে ১ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা। এই প্রকল্পে ২৫০ জন মৎস্যজীবীকে গৃহ তৈরি করে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিলো। এরমধ্যে ১৯১টি গৃহ নির্মাণের কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। বাকি গৃহগুলির নির্মাণ কাজ মার্চ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে বলে সভায় মৎস্য অধিকর্তা জানান। তিনি আরও জানান, ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে নীল বিপ্লব প্রকল্পে ২টি হ্যাচারি, ২০ হেক্টর নতুন পুকুর, বরফ বাক্স সহ ২০টি অটোরিক্সা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। সভায় প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা তনুশ্রী দেববর্মা মিড ডে মিল প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে জানান, রাজ্যের ৪৩৯৬টি প্রাইমারি স্কুলের মোট ২ লক্ষ ৬৬ হাজার ৩২৬ জন ছাত্রছাত্রী এবং ২১২৮টি আপার প্রাইমারি স্কুলের ১ লক্ষ ৬৫ হাজার ৯৫৩ জন ছাত্রছাত্রীকে মিড ডে মিল প্রকল্পে যুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে মোট ১১ হাজার ৭ জন কুক কাম হেল্পার রয়েছেন। তিনি আরও জানান, রাজ্যে বর্তমানে ৬১১টি বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে কিচেন গার্ডেন করা হয়েছে। সভায় এছাড়াও জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন, দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামজ্যোতি যোজনা, প্রধানমী গ্রাম সড়ক যোজনা, প্রধানমী আবাস যোজনা, স্বচ্ছ ভারত মিশন, মার্ট সিটি মিশন, জাতীয় সড়ক যোগাযোগ ইত্যাদি বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন সম্পর্কে আলোচনা করেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকগণ।

রাজ্যস্তরীয় দিশা কমিটির সভায় মুখ্যমী ছাড়াও উপমুখ্যমী যীষ্ণু দেববর্মা, সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক, বিধায়ক শম্ভুলাল চাকমা, বিধায়ক রঞ্জিৎ দাস, অতিরিক্ত মুখ্যসচিব কুমার অলক, বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান সচিব, সচিব এবং অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

প্রশাসনের লোক হয়ে হুক লাইন ব্যবহার ঘিরে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার ৮ জানুয়ারি।। আরক্ষা প্রশাসনের লোক ব্যবহার করছে হুক লাইন। এমনটাই চিত্র দেখা গেলো বাইখোড়া ট্রাফিক পয়েন্টে। শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত বাইখোড়া বাজারে লোক যাতায়াতের সুবির্ধার্থে একটি ট্রাফিক পয়েন্ট নির্মাণ করা হয়েছে। এই ট্রাফিক পয়েন্টে ব্যবহার করা হচ্ছে হুকলাইন। শুধু তাই নয়, শান্তির বজার মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তে জ্বলছে হুকলাইন। শান্তির বাজার বিদ্যুৎ দপ্তর হুক লাইন বন্ধ করতে কোন অভিযান করে না বললেই চলে। তাদের এই খামখেয়ালিপনার খেসারত দিতে হচ্ছে সাধারণ জনগণকে। এরই মধ্যে দেখা যায় বাইখোড়া আইনের রক্ষা করাই নিজেদের সুবিধার্থে প্রকাশ্যে ব্যবহার করছে হুকলাইন। এই হুক লাইন সম্পর্কে আরক্ষাদপ্তরে কর্তব্যরত এক কর্মীর নিকট জানতে চাইলে উনি কোনোপ্রকার সৎ উত্তর দিতে পারেননি। সকলের মনে একটাই প্রশ্ন রক্ষকই যখন ভক্ষক হয় তখন কি হবে। এই নিয়ে প্রশ্ন চিহ্ন থেকেই যায়?

পশ্চিমবঙ্গে শীঘ্রই ক্ষমতায় আসছে বিজেপি, দাবি শাহনাওয়াজের

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি (হি.স.) : নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সরব হলেন বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা শাহনাওয়াজ হুসেন। আর বেশি দিন ক্ষমতায় থাকবে না তৃণমূল। শীঘ্রই রাজ্যে সরকার গঠন করবে বিজেপি বলে দাবি করেছেন তিনি। সংসদের উভয় কক্ষে পাশ হওয়ার পর আইনে পরিণত হয়েছে নাগরিকত্ব সংশোধিত আইন। এতে আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ থেকে ধর্মীয় কারণে নিপীড়িত হয়ে ভারতে আসা অমুসলমান উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই আইনের বিরোধিতায় সরব হয়েছে কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেসের মত দলগুলি। পশ্চিমবঙ্গে সিএএ কার্যকর হতে দেবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এমন পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারের ভূমিকার নিন্দা করে বুধবার শাহনাওয়াজ হুসেন জানিয়েছেন, সিএএ-র সমর্থনে রাজ্যের একদল বুদ্ধিজীবী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি লিখেছেন। নিজের ব্যর্থতা ঢাকতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আর কোনও প্রকারের ইস্যু নেই। সেই কারণে সিএএ নিয়ে অযথা বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন তিনি। মমতা সরকার আর বেশি দিন ক্ষমতায় থাকবে না। রাজ্যে শীঘ্রই সরকার গড়বে বিজেপি। উল্লেখ করা যেতে পারে মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছিলেন যে রাজ্যে সিএএ, এনআরসি এবং এনপিআর কার্যকর করা হবে না। এমন করতে গেলে তাঁর লাশের উপর দিয়ে যেতে হবে বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন তিনি।

দেশজুড়ে সাধারণ ধর্মঘট, ব্যাঙ্কিং পরিষেবা বিঘ্নিত

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির ডাকা সাধারণ ধর্মঘটের জেরে দেশজুড়ে ধাক্কা খেতে পারে ব্যাঙ্কিং পরিষেবাঊ এই আশঙ্কাই করা হয়েছিলঊ কারণ, বুধবারই শিল্পে ধর্মঘটের ছয়ের পাতায় দেখুন

সত্য, সংবাদ এবং সেবা-র অভাবেই নিকৃষ্ট সাংবাদিকতা : আর কে সিনহা

বারাণসী, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): হিন্দুস্থান সমাচার-এর মূলমন্ত্র হল সত্য, সংবাদ এবং সেবাঊ এই তিনটি শব্দকে সঙ্গে নিয়েই আমরা কাজ করছিঊ সাংবাদিকতরা মৌলিক অর্থে এই তিনটি শব্দ রয়েছে, যদি এই তিনটি শব্দকে গুরুত্ব না দেওয়া হয় তাহলে সাংবাদিকতা নিকৃষ্ট হয়ে যাবেঊ বুধবার এমনই মন্তব্য করেছেন প্রবীণ বিজেপি নেতা, রাজ্যসভার সাংসদ তথা বহুভাষী সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচার-এর চেয়ারম্যান রবীন্দ্র কিশোর সিনহাঊ বুধবার হিন্দুস্থান সমাচার-এর উদ্যোগে বারাণসীর মহাত্মা গান্ধী কাশী বিদ্যাপীঠ সভাগারে আয়োজিত হয়েছে শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং পর্যটন বিষয়ক উত্তর প্রদেশ বিকাশ সংবাদ-৩ অনুষ্ঠানঊ এই অনুষ্ঠানে সাংসদ আর কে সিনহা বলেছেন, জরুরি অবস্থার সময় বড়সড় সংবাদপত্র মাথা নত করেছিল, কিন্তু হিন্দুস্থান সমাচার কোনও আপস করেনিঊ সত্য, সংবাদ এবং সেবা-এই তিনটি শব্দকে মাথায় রেখে বর্তমানের সাংবাদিকদেরও সাংবাদিকতা করা উচিত।

সাংসদ আর কে সিনহা বলেছেন, 'হিন্দুস্থান সমাচার দেশের প্রথম সংবাদ সংস্থাঊ স্বাধীনতার আগে বিদেশি সংস্থাগুলির দ্বারাই ভারতে সংবাদ সংকলিত হতঊ তাঁদের কাজের ধরণ বিদেশি চিন্তাধারার উপর নির্ভরশীল ছিলঊ দেশের প্রথম স্বরাষ্ট্র এবং তথ্য-সম্প্রচার মন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেল দেশীয় সংবাদ সংস্থার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেনঊ এরপর ১৯৪৮ সালে হিন্দুস্থান সমাচার সংবাদ সংস্থার প্রতিষ্ঠা হয়েছিলঊ রয়টার্স পিটিআই-কে দাঁড় করিয়েছিল, কিন্তু সেই চেতনা ও ভাবনায় কাজ করেনিঊ কিন্তু, হিন্দুস্থান সমাচার সংবাদ সংস্থা পুরোপুরি ভারতীয় চিন্তাধারার উপর ভিত্তিশীলঊ সাংবাদিকরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেনঊ'

হিন্দুস্থান সমাচার সংবাদ সংস্থার চেয়ারম্যান আর কে সিনহা আরও বলেছেন, 'আমাদের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র গাফিলতি খোঁজা নয়ঊ প্রত্যেকের উন্নয়নে প্রত্যেকেরই অংশগ্রহণ থাকবেঊ কীভাবে সঠিক কাজ করা যায় এবং ভাল উপায়েঊ এজন্যই আমরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে এই ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করিঊ যাতে নীতিনির্ধারকরা সরাসরি নিজেদের কথা বলতে পারেন। এদিন অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার প্রাক্কালে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সংসদীয় কেন্দ্র বারাণসী (কাশী)-তে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে অতিথিরা প্রদীপ প্রজ্বলন করেন এবং হিন্দুস্থান সমাচার-এর প্রতিষ্ঠাতা বাবাসাহেব আপটে, বালেশ্বর আগরওয়াল, বাপুরাও লেলে এবং শ্রীকান্ত যোশীকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্কুল শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) ড: সতীশ দ্বিবেদী, পর্যটন, ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) ড: নীলকান্ত তিওয়ারি, বারাণসী উন্নয়ন দফতরের সচিব এবং কাশী বিশ্বনাথ মন্দির ট্রাস্টের সিইও বিশাল সিং, প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও মূল বক্তা মনোজ কান্ত, মহাত্মা গান্ধী কাশী বিদ্যাপীঠ, বারাণসীর কুলপতি প্রফেসর টি এন সিং, বীর বাহাদুর সিং পূর্বাঞ্চল বিশ্ববিদ্যালয়, জৌনপুরের কুলপতি প্রোফেসর রাজারাম যাদব, হিন্দুস্থান সমাচার-এর ভাইস-প্রেসিডেন্ট অরবিন্দ মার্ডীকর এবং সমাচার এজেন্সির নির্দেশক মণ্ডলীর সদস্য সুষমা আগরওয়াল-সহ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

বুধবার মাধববাড়িতে গুলি কান্ডে এক বছর পুর্তিতে প্রতিবাদ সভায় সামিল হলেন আইপিএফটি'র সাধারণ সম্পাদক তথা বনমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া, প্রদোৎ কিশোর দেববর্মণ সহ অন্যান্যরা। ছবি- নিজস্ব।

ইরানে ভেঙে পড়ল ইউক্রেনের বিমান ক্রু মেম্বার-সহ ১৭৬ জন যাত্রীর মৃত্যু

তেহরান, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): ইরানের রাজধানী তেহরান বিমানবন্দরের কাছে ভেঙে পড়ল ইউক্রেনের একটি বিমানঊ ওই বিমানটিতে ৯ জন ক্রু মেম্বার এবং ১৬৭ জন যাত্রী-সহ মোট ১৭৬ জন ছিলেনঊ টেক-অফের কিছুক্ষণের মধ্যেই বিমানটি ভেঙে পড়েঊ বিমান দুর্ঘটনায় ক্রু মেম্বার-সহ সমস্ত যাত্রীরই মৃত্যু হয়েছেঊ ইরানের ইমাম খোমেইনি বিমানবন্দর সূত্রের খবর, স্থানীয় সময় অনুযায়ী বুধবার ভোর সওয়া পাঁচটা নাগাদ তেহরান বিমানবন্দর থেকে কিয়েভের বোরিস্পিল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উদ্দেশে রওনা দেওয়ার কথা ছিল ইউক্রেনিয়ান এয়ারলাইনের দুর্ঘটনাগ্রস্ত বোয়িং ৭৩৭ বিমানটিব। প্রায় এক ঘন্টা দেরিতে, সকাল ৬.১২ মিনিট নাগাদ বিমানটি বিমানবন্দর থেকে টেক-অফ করেঊ তার কিছুক্ষণ পরই দক্ষিণ-পশ্চিমের পারান্দের কাছে বিমানটি ভেঙে পড়েঊ প্রচণ্ড শব্দে মাটিতে আছড়ে পড়ে বিমানটিঊ অসামরিক বিমান পরিবহণ বিভাগের মুখপাত্র রেজা রাখরাজাদেও জানিয়েছেন, বিমান দুর্ঘটনার পরই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় আপদকালীন পরিষেবা বিভাগ ও উদ্ধারকারী দলঊ ততক্ষণে যা হওয়ার হয়ে গিয়েছেঊ ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনায় ৯ জন ক্রু মেম্বার-সহ ১৭৬ জন যাত্রীরই মৃত্যু হয়েছেঊ কী কারণে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল বিমানটি, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।